প্রেসিডেন্সি কলেজ
প্রাসঙ্গিকী

১৮৫-তম প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস

২০ জানুয়ারি, ২০০২

প্রেসিডেন্সি কলেজ

কলকাতা

প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাসঙ্গিকী

২০ জানুয়ারি, ২০০২

১৮৫-তম প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস

প্রেসিডেন্সি কলেজ

৮৬/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩।

দূরভাষ ঃ ২৪১-২৭৩৮/১৯৬০

প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাসঙ্গিকী

[Annual report of the achievement and activities of different departments of the Presidency College, Kolkata for the year 2001]

১৮৫-তম প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস উপলক্ষে
(২০ জানুয়ারি, ২০০২)

অধ্যক্ষ অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

সংকলন ও সম্পাদনা ঃ হীরেন চট্টোপাধ্যায়
সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়

সহায়তায় ঃ প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী ও অ-শিক্ষক কর্মচারিবৃন্দ
বিশেষ সহায়তা ঃ প্রলয় শূর
কৃত্যপ্রিয় ঘোষ
অনীক চট্টোপাধ্যায়

বিতরণের জন্য মুদ্রিত

মুদ্রক ঃ ক্যালকাটা রিপ্রো গ্রাফিক্স
৩৬/৮বি, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০ ০০৬।

প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাসঙ্গিকী
২০০২

বিষয়সূচী

প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস ... ৫

উল্লেখযোগ্য সংবাদ

২০০১-এর প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস উদ্‌যাপন ... ৬
ডিরোজিও জন্মজয়ন্তী ... ৬
স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ... ৬
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের সংবর্ধনা ... ৭
২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর আনুষ্ঠানিক সূচনা ... ৭
শোক সংবাদ ... ৭
অন্য সংবাদ ... ৮
কলেজের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ... ৮
সরকারি পুরস্কার ও বৃত্তি ... ৮
অছি তহবিলের খবর ... ৮

কলেজের বিভিন্ন বিভাগের সংবাদ

অর্থনীতি বিভাগ ... ১০
ইংরেজি বিভাগ ... ১১
ইতিহাস বিভাগ ... ১২
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ ... ১৩
গণিত বিভাগ ... ১৪
দর্শন বিভাগ ... ১৫
পদার্থবিদ্যা বিভাগ ... ১৬
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ ... ১৮
বাংলা বিভাগ ... ১৯
ভূগোল বিভাগ ... ২০
ভূতত্ত্ব বিভাগ ... ২১
রসায়ন বিভাগ ... ২৩

রাশিবিজ্ঞান বিভাগ ... ২৪
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ... ২৫
শারীরবিদ্যা বিভাগ ... ২৬
সমাজতত্ত্ব বিভাগ ... ২৯
হিন্দী বিভাগ ... ৩০
ক্রীড়া বিভাগ ... ৩১
গ্রন্থাগার বিভাগ ... ৩২
গভর্নমেন্ট ইডেন হিন্দু হোস্টেল ... ৩৪
প্রেসিডেন্সি কলেজ কর্মী-সাংস্কৃতিক সংস্থা ... ৩৪
প্রেসিডেন্সি কলেজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি ... ৩৬
প্রাক্তনী সংসদ ... ৩৬
কলেজ অফিস ... ৩৮

বিভিন্ন পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১ : এক নজরে বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষার ফল ... ৪০
পরিশিষ্ট ২ : পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকা ... ৪১
পরিশিষ্ট ৩ : অছি তহবিলের তালিকা ... ৫০
পরিশিষ্ট ৪ : বিভিন্ন বিভাগের বিবিধ গবেষণা-প্রকল্পের তালিকা ... ৫৩
পরিশিষ্ট ৫ : বিভিন্ন বিভাগের অনুষ্ঠিত আলোচনা-চক্র ... ৬২
পরিশিষ্ট ৬ : বিভিন্ন বিভাগে আগত গবেষক-অধ্যাপক-অতিথি ... ৬৬
পরিশিষ্ট ৭ : বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকদের প্রকাশিত গ্রন্থ ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ ... ৬৭
পরিশিষ্ট ৮ : প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী এবং কর্মীদের নামের তালিকা ... ৮২

প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস

প্রেসিডেন্সি কলেজ এখন শুধু ভারতবর্ষের বিশিষ্টতম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের নাম নয়, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এক গৌরবময় ঐতিহ্যের নাম। সুদীর্ঘ একশো পঁচাশি বছরের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আবর্তের সাক্ষী এবং অংশীদার এই প্রাচীন শিক্ষায়তন। ঊনবিংশ শতকের প্রত্যূষে যখন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বলতে ছিল কিছু পাঠশালা এবং সংস্কৃত টোল, বাংলা গদ্যগ্রন্থ পাঠ্য হিসাবে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে উইলিয়ম কেরির প্রচেষ্টায় ও তত্ত্বাবধানে, তখনই কিছু স্মরণীয় ইংরেজ এবং কৃতবিদ্য বাঙালি, এদেশের ছেলেদের ইংরেজি ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিশেষ উদ্‌যোগ দেখান। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডোয়ার্ড ইস্টের সভাপতিত্বে ১৮১৬ সালের মে মাসে গঠিত হয় একটি কমিটি এবং ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় এই কলেজ। কলেজটির নাম তখন ছিল হিন্দু কলেজ এবং এর বিভাগ ছিল দুটি, জুনিয়র ও সিনিয়র। জুনিয়র বিভাগটি এখন হিন্দু স্কুল নামেই পরিচিত, সিনিয়র বিভাগটির নাম ১৮৫৫ সালে পরিবর্তিত হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ নামে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ বা তদানীন্তন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয় তাঁদের মধ্যে যেমন আছেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও বা ডেভিড হেয়ারের মত বিদেশি মানুষ, তেমনি আছেন বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর, বড়বাজারের মল্লিক পরিবার বা জয়কৃষ্ণ সিংহের মত বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। সেই কারণেই কলেজ প্রতিষ্ঠার দিনটিকে আমরা পালন করি প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস হিসাবে। যাঁদের অক্লান্ত প্রয়াস ও আন্তরিক উৎসাহে এই বিদ্যায়তনের বীজ একদিন উপ্ত হয়েছিল, আজ সেই মহীরুহের প্রশান্ত প্রচ্ছায়ায় তাঁদের প্রতি স্মৃতিতর্পণই এই দিবস পালনের প্রকৃত তাৎপর্য ব'লে আমরা মনে করি। সেই সঙ্গে তিন শতকের সাংস্কৃতিক প্রবাহের এক অন্তর্লীন যোগসূত্রও এতে প্রতিফলিত হয়।

প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস পালনের আরো একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের পঠন-পাঠনের মান পূর্বের মত আছে কিনা, এ প্রশ্ন ওঠে মাঝে মাঝেই। আসলে এটি সর্বসময়েরই একটি সাধারণ প্রশ্ন। পঞ্চাশ বছর পূর্বেও এ প্রশ্ন উঠেছে, পঞ্চাশ বছর পরেও হয়তো উঠবে। শিক্ষাদানের সাধারণ মানের অভিমুখ অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করে সমস্ত শিক্ষায়তনকেই, নগর প্রজ্বলিত হলে দেবালয় অক্ষত থাকে না। তবু এ কথা গর্বের সঙ্গে বলা যায়, প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী সকলেই বিলক্ষণ সচেতন তাঁদের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্বন্ধে। এই সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্যই বছরে অন্তত একবার সেই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটানো প্রয়োজন যাঁরা এখনও এই কলেজের গৌরব বৃদ্ধি করে চলেছেন এবং বর্তমান প্রজন্মকে নিজেদের দায়িত্ব বিষয়ে যাঁরা উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। তাঁদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাই আমাদের সেই উদ্বোধনের সঞ্জীবনী শক্তি।

উল্লেখযোগ্য সংবাদ

২০০১-এর প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস উদ্‌যাপন

২০০১-এর ২০ জানয়ারি প্রেসিডেন্সি কলেজের ১৮৪-তম প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস প্রভূত উৎসাহ, গুরুত্ব ও মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। মূল অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ শীতাংশু মুখার্জি এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব সহকারী উপাচার্য ও বর্তমানে রাজ্য পরিকল্পনা আয়োগের সদস্য প্রখ্যাত অধ্যাপক প্রবুদ্ধকুমার রায়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন বার্সার ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত।

কলাবিভাগীয় গ্রন্থাগারে প্রতিষ্ঠাতৃদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পর ডিরোজিও হলে মূল অনুষ্ঠানটি হয়। সভাপতি ও প্রধান অতিথির সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন প্রাক্তনী সংসদের ও পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ও কলেজের অধ্যক্ষ। মাননীয় অতিথিদের ভাষণের পর পুরস্কার বিতরিত হয়। পর্যায়ক্রমে অতিথিরা পুরস্কার বিতরণ করেন। পরে কলেজের প্রাঙ্গণে প্রাক্তনী সংসদের উদ্যোগে পুনর্মিলন উৎসব, চা-চক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রায় ৬২৫জন প্রাক্তনী সমেত প্রায় ১৫০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

ডিরোজিও জন্মজয়ন্তী

গত ১৭ এপ্রিল ২০০১, মঙ্গলবার বিকেল আড়াইটেয় কলেজের নিউ পি-এল্-টি-তে যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদার সঙ্গে হেনরি ভিভিয়ান লুই ডিরোজিও-র ১৯১তম জন্মজয়ন্তী উদাযাপিত হয়। আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন বেথুন কলেজের ইতিহাস বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপিকা শ্রীমতী বন্দনা ঘোষ। কলেজের ছাত্রদের পক্ষে ভাষণ দেয় দ্বিতীয় বর্ষ সাম্মানিক ইতিহাসের ছাত্র জিষ্ণু দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রী অমিতাভ চ্যাটার্জী। বক্তৃতা করেন ইংরেজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রী অতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীতপন দত্ত ও শ্রীমতী সোমা বসু। সঞ্চালক ছিলেন ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত, তাঁর রচিত গান গাওয়া হয়। ধন্যবাদ দেন শিক্ষক-সংসদের সম্পাদক ও ভূগোল বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রী আশিস সরকার।

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

১৫ অগাস্ট, ২০০১ তারিখে ভারতবর্ষের ৫৫তম স্বাধীনতা দিবস ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের সোৎসাহ উপস্থিতিতে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। অধ্যক্ষ অধ্যাপক অমিতাভ চ্যাটার্জী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ও প্রারম্ভিক ভাষণ দেন। এ বছরের বিশেষ বক্তৃতা দেন হিন্দী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ সুব্রত লাহিড়ি। এছাড়া বক্তৃতা করেন ছাত্র-সংসদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী জিষ্ণু দাশগুপ্ত ও কলেজের

প্রধান সহকারী শ্রী সুনীল রায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মমতা রায়। বন্দেমাতরম্ পরিবেশন করেন গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী সোমা বসু। সভাশেষে সমবেত জাতীয় সঙ্গীতেও তিনি নেতৃত্ব দেন। মিষ্টিমুখের পর সভা শেষ হয়। সভাটির সঞ্চালক ছিলেন কলেজের বার্সার ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত।

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের সংবর্ধনা

২০০১ সালের ২৭ এপ্রিল অপরাহ্ণে বিগত দু বছরের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের বিদায় সংবর্ধনা জানানোর জন্য সুন্দর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অধ্যক্ষ মহাশয় ও শিক্ষক-সংসদের সম্পাদক তাঁদের সম্মানে বক্তৃতা করেন। তাঁদের হাতে কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসার স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর আনুষ্ঠানিক সূচনা

২১ অগাস্ট, ২০০১ তারিখে ২০০১-০২ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর পঠন-পাঠনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এই উপলক্ষে ডিরোজিও হলে তাদের কলেজের ইতিহাস, ঐতিহ্য, উৎকর্ষের ধারাবাহিকতা ও বিশ্ববন্দিত কৃতিত্বের বিষয়ে অবহিত করার জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক ছিলেন রাশিবিজ্ঞান-এর বিভাগীয় প্রধান ডঃ বিশ্বনাথ দাস। তিনি নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে অধ্যক্ষকে পরিচিত করা। অধ্যক্ষ মঞ্চে উপবিষ্ট সমস্ত বিভাগীয় প্রধান ও বার্সারের সঙ্গে তাদের পরিচিত করান। 'আমাদের গান' (আমাদের বড় আদরের হে প্রাচীন বিদ্যাভূমি ......) গেয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করে প্রেসিডেন্সি কলেজ কয়ার। নবাগত ছাত্ররা কলেজের অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হয়। 'ভবিষ্যৎ তারাই তৈরি করবে' এই কথায় তারা উদ্বুদ্ধ হয়। বক্তব্য রাখেন ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক আশিস সরকার ও ছাত্র-সংসদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী জুলিয়াস গোমস্। এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজ কয়ারের সমাপ্তি সঙ্গীতের পরে বিভাগীয় প্রধানরা নিজেদের বিভাগের ছাত্রদের নিয়ে বিভাগে যান। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের ছাত্ররা তাঁদের সাহায্য করেন। অনুষ্ঠানে অনেক অধ্যাপকও উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী সোমা বসু ও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের কর্মী শ্রী তপন দত্ত।

শোক সংবাদ

বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. প্রশান্তকুমার দাশগুপ্তের আকস্মিক প্রয়াণে আমরা শোকস্তব্ধ।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে কর্মরত ইডেন হিন্দু হস্টেলের কর্মী দুর্গাপ্রসাদ মজুমদার পরলোকগমন করেন। তাঁর শোকস্তব্ধ পরিবারবর্গকে আমরা সমবেদনা জানাই। রসায়ন বিভাগের প্রাক্তন কর্মী শ্রী গোপাল বড়ুয়ার মৃত্যুতে আমরা শোকাহত।

আলোচ্য বছরে মেধা ও সংগতির বিচারে ২১ জন আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীকে মোট ৩০,০১০ টাকা 'হস্টেল স্টাইপেন্ড' দেওয়া হয়েছে। কলেজের প্রখ্যাত প্রাক্তনী ও অর্থনীতিবিদ্ সুখময় চক্রবর্তীর নামাঙ্কিত তহবিল ও গভর্নমেন্ট কলেজ হিন্দু হস্টেল সেন্টেনারী স্কলারশিপ্ ফাণ্ড থেকে এই বৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

গত ১৯৯২ সালে কলেজের ১৭৫ বর্ষপূর্তি মহোৎসবে উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে গঠিত তহবিল থেকে কলেজের ১৭টি বিভাগকে আলোচনাচক্র সংগঠনের জন্য ৬০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। বিশেষ অনুদান হিসেবে রাশিবিজ্ঞান বিভাগকে স্থানান্তরনের জন্য ১০,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নতুন ভবন উদ্বোধনের অনুষ্ঠানের জন্য মোট ২০,০০০ টাকার বিশেষ অনুদান দেওয়া হয়।

বর্তমানে অছি তহবিলের একটি সম্পূর্ণ তালিকা পারাশিষ্টে দেওয়া হলো। আরও বিস্তারিত বিবরণ কলেজের 'বার্সার'-এর অফিসে পাওয়া যাবে। এছাড়া আরও কিছু তহবিল গঠনের প্রস্তাব পাওয়া গেছে। যথাসময়ে ও যথাবিধায় সেগুলি সংগঠিত হবে।

এ বছর ছাত্রছাত্রীদের বর্ধিত টিউশান্ ফি-এর পরিপ্রেক্ষিতে দুঃস্থ ছাত্রদের বেতন মকুবের ব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্ব পায়। তাদের কাছ থেকে পাওয়া আবেদনের ভিত্তিতে স্নাতক স্তরের প্রথম বর্ষের ৯ জন ও স্নাতকোত্তর প্রথম বর্ষের ৫ জনকে 'ফ্রিস্টুডেন্টশিপ্' মঞ্জুর করা হয়েছে।

কলেজের বিভিন্ন বিভাগের সংবাদ

অর্থনীতি বিভাগ

● **বিভাগের সংবাদ**—বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা অন্যান্য বারের মত এবারও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে উল্লেখযোগ্য ভাল ফল করেছেন। বি.এস.সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ৩৫ জন নিয়মিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২১ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। অসমর্থিত খবর অনুসারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীরা এই বিভাগেরই অন্তর্গত। পার্ট টু পরীক্ষায় ৩৪ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২৫ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। অসমর্থিত খবর অনুসারে এই পরীক্ষাতেও প্রথম স্থানাধিকারী প্রথম ছয়জনই এই বিভাগের অন্তগত। অন্যান্য বছরের মত এ বছরেও এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের প্রবেশিকা পরীক্ষায় J.N.U, D.S.E., I.S.I (Calcutta & Delhi)—এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে উল্লেখযোগ্য ভাল করেছে। এবং উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা শীর্ষস্থানগুলি অধিকার করেছে। এছাড়া বিশ্বের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে (প্রিন্সটন, ইয়েল, কর্ণেল ও রচেস্টার) এই বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা পূর্ণ আর্থিক সহায়তা নিয়ে গবেষণার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন।

● **অন্যান্য সংবাদ**—অর্থনীতির বিশিষ্ট অধ্যাপক ও গবেষকদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার উৎকর্ষের মান নিঃসন্দেহে উন্নত করেছে। অধ্যাপক দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক আশিস দাশগুপ্তর অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ বক্তৃতা থেকে ছাত্রছাত্রীরা প্রভূত উপকৃত হয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক সৌম্যেন্দ্রনাথ শিকদার ও ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটের বিদগ্ধ অধ্যাপক অভিরূপ সরকার নানা সময়ে কিছু কিছু ক্লাস নিয়ে বিভিন্ন বিষয় পড়িয়ে যান। তাঁদের মূল্যবান পরামর্শে বিভাগ অত্যন্ত উপকৃত।

একাদিক্রমে সাত বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বিভাগ পরিচালনা করার পর শ্রী অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় এ বছর অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেছেন। নানা ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত এই বিভাগে ক্লাস নিচ্ছেন।

অধ্যাপক অম্বরনাথ ঘোষ ও অধ্যাপক দেবনারায়ণ সরকার Feb. 2000 এ Centre for Economic Studies এ অধ্যাপক পদে যোগদান করেছেন। শ্রী বিকাশমোহন সান্যাল এই বছরেই উপরোক্ত সেন্টারে Reader পদে যোগদান করেছেন। এ ছাড়া শ্রী দেবব্রত মন্ডল বারাসাত সরকারী মহাবিদ্যালয় থেকে এবং শ্রী অভিজিত দত্ত ঝাড়গ্রাম কলেজ থেকে বদলী হয়ে এই কলেজে যোগদান করেছেন।

অধ্যাপক শ্রীমন্ত ভৌমিক সুদীর্ঘকাল অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অধ্যাপনা করে April 2001 এ এই বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় অর্থনীতিতে বিশেষজ্ঞ এই অধ্যাপকের অবসর গ্রহণে বিভাগে এক বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। আশার কথা ছাত্রদরদী ডঃ ভৌমিক নিয়মিত সপ্তাহে একদিন ক্লাস নিয়ে যাচ্ছেন।

ইংরেজি বিভাগ

বিভাগের ফল স্নাতক শ্রেণীতে যথেষ্ট হতাশাজনক। প্রথম শ্রেণীতে কেউই নেই। সর্বোচ্চ নম্বর ২৩৩। আর গড় নম্বর দস্তুরমতো খারাপ, শতকরা ৫০ এর নীচে বেশ কয়েকজন। আবার আমাদের বিচারে দু এক জন আশাতীত রকম ভাল ফল করেছে। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে সরকারীভাবে ক্লাশ নেওয়ার অধিকার আমাদের নেই। তবে প্রেসিডেন্সি কলেজের মাধ্যমে যারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে তাদের মধ্যে তিনজন গত এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পেয়েছে। এদের মধ্যে দুজন স্নাতক শ্রেণীতেও আমাদের ছাত্রী ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজ এখন পর্যন্ত মূলত স্নাতক স্তরে, কিছু বিভাগ স্নাতকোত্তর স্তরে পড়ানোর স্বাধীন দায়িত্ব পাওয়া সত্ত্বেও। ছাত্রছাত্রীদেব পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে নৈরাশ্য নিতান্ত কারণহীন নয়। সেমিনার লাইব্রেরী যথারীতি চলছে। অনার্স লাইব্রেরী মমর্ষ অবস্থায়।

শিক্ষকমন্ডলী স্ফীততর হয়েছে। পাঁচজন ছিলাম। এখন সাত হব। তা সত্ত্বেও চারটি পদ খালি, সিনিয়র সার্ভিসের তিনটি পদ সহ। বিভাগের নতুন দুজন শ্রী রঞ্জিতকুমার সরকার বারাসত সরকারী কলেজ থেকে এবং শ্রী সন্দীপ্তকান্তি নাগ কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ থেকে আমাদের এখানে এসে বিভাগকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের স্বাগত জানাই। শ্রী বিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী মানসকুমার রায দুঃসময়ে ক্লাশ নিয়ে সাহায্য করেছেন বলে ইংরেজি বিভাগ তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। বর্তমান শিক্ষকদের মধ্যে শ্রীমতী জয়তী গুপ্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অগাস্ট মাসে অনুষ্ঠিত রিফ্রেশার কোর্সে "Looking Before and After; a Re-reading of the Landscape Poems of Alexander Pope" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। সেপ্টেম্বর মাসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত রিফ্রেশার কোর্সে তিনি "States of Struggle : Reading a Travel-text by a Bengali Bhadramahila" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। এছাড়াও মডার্ন হাইস্কুল ফর গার্লসের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে তিনি "Satyam : Shivam : Sundaram : Its relevance to-day" শীর্ষক আলোচনা চক্রে যোগ দেন। শ্রীমতী গুপ্তের "Oroonoko : A Discourse on Slavery" শীর্ষক প্রবন্ধটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের পত্রিকায় সাতাশ বছরের দ্বিতীয খন্ডে প্রকাশিত হয়। তাছাড়াও তাঁর Reading Poems : An Annotated Anthology ম্যাকমিলান ইন্ডিয়া কর্তৃক অচিরেই প্রকাশিত হবে। ড. সমীরকুমার মুখোপাধ্যায়ের সমালোচনা গ্রন্থ The Poetry of D. H. Lawrence : Modernism without Artifice সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ডক্টর দেবলীনা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে সেপ্টেম্বর মাসে ইউ জি. সি. সাহায্যপ্রাপ্ত আলোচনা চক্রে "Women : Boundary and Beyond" নিবন্ধটি পড়েন। তাঁর প্রবন্ধ "The Woman Question" বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ প্রকাশিত পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের "Ideology, Reality, Law and Literature : The 19th Century English Context" প্রবন্ধটি Re-Readings : Literature and Culture গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর "The Many Faces of Eve : Women in Victorian Fiction" Literature and Criticism পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। নেতাজি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়েব সঙ্গেও তিনি নানাভাবে

যুক্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বকথিত রি-ফ্রেশার কোর্সে তিনি রিসোর্স পার্সন হিসাবে কাজ করেছেন। Random Voices নামে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশিত বইতে তাঁর কাব্যচর্চার নিদর্শনও আছে। Boundaries and Beyond তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। বিভাগে নবাগত দুজন শিক্ষকও কাব্যচর্চা করেন। শ্রী রঞ্জিতকুমার সরকারের কাব্যগ্রন্থের নাম "অশরণ প্রমাদবশত?" শ্রী সন্দীপ্তকান্তি নাগ কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'কবিতা ও সমাজ' পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য। শ্রীমতী মানু আড্ডি ছয় থেকে আটাশ অগাস্ট পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক স্টাফ্ কলেজ ও ইংরেজি বিভাগ আয়োজিত রিফ্রেশার কোর্সে এবং সেপ্টেম্বরের চার থেকে পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিপার্টমেন্ট অফ উইমেনস্ স্টাডিজের আহূত রিফ্রেশার কোর্সে অংশ নেন।

কাব্যের প্রাঙ্গণ থেকে রূঢ় বাস্তবে আসি। বর্তমান বছরে আমরা হারিয়েছি তিনজন প্রথিতযশা প্রাক্তন অধ্যাপককে। ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়, ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায় ও সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় দীর্ঘদিন এই কলেজে ছিলেন। তাঁদের স্মৃতিসভার আয়োজন নানা কারণে করা হয় নি। বছরের গোড়াতেই বিভাগীয় দায়িত্ব সেইটিই।

শেষে একঝলক আনন্দের খবর দিই। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্ররা ২৩ এপ্রিল ২০০১ Arms and the Man নাটকটি ডিরোজিও হলে মঞ্চস্থ করে। মঞ্চায়ন যথেষ্ট সমাদৃত হয়। রঞ্জিত সরকার ও অতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিভাবকত্বে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা সেপ্টেম্বরে উড়িষ্যার চাঁদিপুর ভ্রমণে যায়।

ইতিহাস বিভাগ

এবছর ইতিহাস বিভাগে দুজন নতুন শিক্ষক যোগ দিয়েছেন—ডঃ জয়শ্রী মুখোপাধ্যায় ও শ্রী অনমিত্র দাস। ফলে বিভাগে শূন্য পদের সংখ্যা এখন এক।

২০০০ খ্রিস্টাব্দে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় ৪ জন এবং ২০০১ এর স্নাতক (সাম্মানিক) পরীক্ষায় একজন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় বিভাগ থেকে দুই ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

২০০১ সালে প্রতাপচন্দ্র সেন স্মারক বক্তৃতার পরিবর্তে একটি ছাত্রছাত্রীদের সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। বিষয় ছিল Identity। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন Awabangla Jamir (The Transformation of Nagaland), Saidingpuii Chhakchhuak (Evolution of Mizo Identity), L. R. Khawbung (The Meitei-Naga conflict), Jigme Wangchuk Bhutia (Sikkim : Its identity and past), দিতিপ্রিয়া চট্টোপাধ্যায়, রোহন দেবরায়, কাশ্যপ গানি, দীপায়ন চক্রবর্তী, কথাকলি চন্দ, রঞ্জনা দাস, উদিতি সেন, অস্মিতা চৌধুরী। অধ্যাপক প্রশান্ত রায় পৌরোহিত্য করেন।

'Operation enduring freedom or infinite justice' শীর্ষক অপর একটি আলোচনাচক্রে সুদেষ্ণা দাশগুপ্ত ও অতিগ ঘোষ আলোচনা শুরু করেন। বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ও ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপকেরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপক কিংশুক চট্টোপাধ্যায় Islamic Liberalism বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিয়েছেন।

অন্যান্য বছরের মতো এবছরেও পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের সহযোগিতায় সুশোভন চন্দ্র সরকার স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল। ২৮ আগস্ট অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঐ বক্তৃতা দেন। তাঁর বিষয় ছিল 'মহাশক্তির পরে বিশ্ব'।

অধ্যাপক কুরুভিল্লা জ্যাকারিয়ার কন্যা তাঁর পিতার নামাঙ্কিত endowment fund-এ আরো লক্ষাধিক টাকা দিয়েছেন। সঞ্চিত অর্থের আয় থেকে কুরুভিল্লা জ্যাকারিয়ার পুরস্কারের মূল্য বৃদ্ধি করা হবে এবং বাৎসরিক একটা সেমিনারের ব্যবস্থা করা হবে। ডঃ উমা দাশগুপ্ত প্রদত্ত অশীন দাশগুপ্ত পুরস্কারের জন্য এ বছর তৃতীয় বর্ষের ছাত্র সৌমেন মুখোপাধ্যায়কে নির্বাচিত করা হয়েছে।

বিভাগীয় অধ্যাপকেরা বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালায় যোগ দিয়েছেন। অধ্যাপক রজতকান্ত রায় আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যযুগীয় ইতিহাসের একটি সেমিনারে যোগ দিয়ে গবেষণাপত্র পাঠ করেছেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী ও ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী, বর্ধমান ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের refresher course-এ ক্লাস নিয়েছেন। সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী কার্সিয়াং নেতাজি ইন্সটিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিজ পরিচালিত একটি সেমিনারে যোগ দিয়েছিলেন বক্তা হিসাবে। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী, ইতিহাস বিভাগ, বর্ধমান ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে refresher course-এ বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনি ভোপালে অনুষ্ঠিত ৬২তম ইতিহাস কংগ্রেসেও একটি গবেষণাপত্র পাঠ করেছেন।

অধ্যাপক রজতকান্ত রায় BBC Channel IV এ East India Company-র উপর একটি T.V. documentary-তে অংশগ্রহণ করেছেন।

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

পঠন পাঠন ঃ কর্মশালা ঃ ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ফলাফল সন্তোষজনক হয়েছে। স্নাতক পর্যায়ে ২৩ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১৫ জন প্রথম শ্রেণী এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ২২ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২০ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। সম্প্রতি, অধ্যাপক হিসেবে, ডঃ যুক্ত অধিকারী, ডঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং ডঃ অভিজিৎ দত্ত অন্যান্য সরকারী কলেজ থেকে বদলি হয়ে এই বিভাগে যোগদান করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পঠন পাঠন ১৯১৭ সাল পর্যন্ত এই কলেজেই সম্পন্ন হত। পরবর্তী স্তরে বিভিন্ন কারণে তা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনেই স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫০ সালে স্বর্গীয় অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের উদ্যোগে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের আংশিক পঠন পাঠন পুনরায় এই বিভাগে ফিরে আসে। বর্তমান শিক্ষাবর্ষ থেকে এই বিভাগে আবারও স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রম পূর্ণমাত্রায় চালু হল। বর্তমানে স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রমে উদ্ভিদবিদ্যার বেশ কয়েকটি বিশেষপত্র (special paper) এখানে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে

(১) Cell Biology, Molecular Genetics & Plant Tissue Culture.

(২) Plant Physiology, Biochemistry and Plant Molecular Biology.

(৩) Mycology & Plant Pathology এবং

(৪) Microbiology-র নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

বর্তমান শিক্ষাবর্ষেই এই বিভাগ, স্নাতক স্তরের পাঠ্যসূচীর পুনর্মূল্যায়ন এবং সময়োপযোগী পরিবর্তনের জন্য, দুদিনব্যাপী একটি সুন্দর কর্মশালার আয়োজন করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের আর্থিক সহায়তায় আয়োজিত এই কর্মশালায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে, স্নাতক স্তরে উদ্ভিদবিজ্ঞান পঠন-পাঠনের সঙ্গে যুক্ত প্রায় সমস্ত মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধিরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই আলোচনাচক্রের ফলস্বরূপ প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচী বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। অধ্যাপক তিমিরবরণ ঝা, ডি.ডি.পি. আই, শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সাম্মানিক অতিথি অধ্যাপক হিসেবে প্রতি শনিবার এখানে এসে Plant tissue culture বিষয়ে শিক্ষাদান করছেন। তিনজন আংশিক সময়ের শিক্ষক গতবারের মত এ বছরও পড়ানোর দায়িত্ব পেয়েছেন।

আমন্ত্রণী আলোচনাসভা ঃ বর্তমান শিক্ষাবর্ষে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট প্রাক্তন অধ্যাপক কণকরঞ্জন সমাদ্দার এই বিভাগে "Evolution of Eukaryotes from Prokaryotes" শিরোনামে একটি উদ্দীপক ও তথ্যসমৃদ্ধ ভাষণ প্রদান করেছেন। বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মদনমোহন ভট্টাচার্য National Botanical Society আয়োজিত অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র সেনগুপ্তের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "জ্যোতিষচন্দ্র ও তাঁর উদ্ভিদবিজ্ঞানে অবদান" বিষয়ে একটি আমন্ত্রণী ভাষণ প্রদান করেছেন। এছাড়াও অধ্যাপক ভট্টাচার্য কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত Refresher's Course-এ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে "Bryophytes as biogloindicators in the light of pollution and its control" শীর্ষক বিষয়ে আরেকটি আমন্ত্রণী ভাষণ প্রদান করেছেন।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ ঃ অন্যান্য বছরের মত এ বছরও পাঠক্রম অনুসারে উদ্ভিদবিজ্ঞানের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শাখার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অধ্যাপক ডঃ মলয় চক্রবর্তী, ডঃ তড়িৎকুমার সাধু এবং ডঃ অশোককুমার দাস দার্জিলিং, লাভা এবং লোলেগাও-এর প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছেন এবং সেখানকার আঞ্চলিক উদ্ভিদরাজিকে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

গবেষণা ঃ উদ্ভিদবিজ্ঞান জগতে গবেষণার সুনাম এই বিভাগের বহুদিনের। এই বিভাগে গবেষণারত শ্রী দীনেশ হালদার, ড০ বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় (প্রাক্তন অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ) ও ডঃ জলদবরণ রায় (অধ্যক্ষ বনগাঁ মহাবিদ্যালয়)-এর তত্ত্বাবধানে এ বছর পি.এইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন। বর্তমানে শ্রী তরুণ জানা ও শ্রীমতী শাশ্বতী সেনগুপ্ত ডঃ সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও ডঃ অশোক কুমার দাসের তত্ত্বাবধানে পি.এইচ.ডি ডিগ্রীর উদ্দেশ্যে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। উদ্ভিদবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিভাগীয় অধ্যাপকগণ নানাধরনের গবেষণায় নিযুক্ত আছেন।

এই বিভাগে স্থানাভাব সমস্যা এখনও দূরীভূত হয়নি। এ বিষয়ে মাননীয় অধ্যক্ষের সঙ্গে বিভাগীয় প্রধানের আলোচনা চলছে এবং এই বিভাগ তার ফলপ্রসূ পরিণাম প্রত্যাশা করে।

গণিত বিভাগ

সাফল্যের হার ভাল হলেও ২০০১ সালের পার্ট ঢু-পরীক্ষায় কোন ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে অনার্স না পাওয়ায় এই পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। এই বছর ১১ জন পরীক্ষার্থীর

মধ্যে ১০ জন দ্বিতীয় বিভাগে অনার্স পায়। একজন অনার্স ছাড়া উত্তীর্ণ হয়। অল্পের জন্য একজন প্রথম শ্রেণী থেকে বঞ্চিত হয়। এ বছর পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ১০ জন পরীক্ষার্থীর সকলেই পার্ট টুতে বসার যোগ্যতা অর্জন করে। এদের মধ্যে ২ জনের প্রথম শ্রেণীর অনার্স নম্বর আছে আর দু'জনের নম্বরও প্রথম শ্রেণীর নম্বরের খুব কাছাকাছি।

ইতিমধ্যে বিভাগীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উৎপল সমাদ্দার মহাশয় গত আগস্ট মাসে শারীরিক কারণে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার রায় মহাশয়ও গত নভেম্বরে দীর্ঘদিন অধ্যাপনার পর অবসর নেন। তিনজন অধ্যাপক তাঁদের নিজ নিজ কর্মস্থল থেকে বদলী হয়ে গণিত বিভাগে যোগদান করেছেন। এরা হলেন ডঃ অশোক দাশগুপ্ত, অধ্যাপক স্বরাজ দত্ত এবং অধ্যাপক সুনির্মল রায়।

বিভাগীয় প্রধান ডঃ দেবীদাস চট্টরাজ "Solution Manual of Elementary Analytical Mechanics" বইটি Narosa Publishers-এর কাছে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছেন। বইটি প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। বিভাগের এককালীন লেকচারার ডঃ সুজিতকুমার বসু বইটির সহলেখক। ইতিমধ্যে ডঃ চট্টরাজ ও ডঃ বসুর লেখা "Elementary Analytical Mechanics" বইটি Narosa Publishers প্রকাশ করেছে।

ডঃ হিমাংশুশেখর গুহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিভাগ দ্বারা আয়োজিত কমপিউটার প্রোগ্রামিং-এর উপর রিফ্রেশার্স কোর্সে গত ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত যোগ দেন।

ডঃ গুহ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগ দ্বারা আয়োজিত গণিতের উপর রিফ্রেসার্স কোর্সে ১৮ই ডিসেম্বর, ২০০১, থেকে ১১ই জানুয়ারি, ২০০২ পর্যন্ত যোগ দেবেন।

দর্শন বিভাগ

২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক পর্যায়ে দর্শন বিভাগের সাম্মানিক ছাত্র-ছাত্রীদের পার্ট-টু পরীক্ষার ফলাফল খুবই আশাব্যঞ্জক। ২০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে দুটি পার্ট মিলিয়ে ৪ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেলেও পৃথকভাবে কেবল পার্ট-টু পরীক্ষায় ৭ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স নম্বর পেয়েছে। এদের মধ্যে একজন স্নাতক পর্যায়ে কলা বিভাগের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সর্বাধিক নম্বর পাওয়ার কারণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈশান স্কলার হয়ে কলেজ ও দর্শন বিভাগের মুখোজ্জ্বল করেছে। এই শিক্ষাবর্ষে স্নাতক পর্যায়ের পার্ট-ওয়ান পরীক্ষার ফলাফল তেমন আশাপ্রদ হয় নি; মোট ১৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৩ জন প্রথম শ্রেণীর নম্বর পেয়েছে; তবে অপর ৩ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স নম্বরের প্রান্তিক পর্যায়ে রয়েছে; আগামী পার্ট-টু পরীক্ষায় তাদের প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। এই শিক্ষাবর্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত দর্শনের এম.এ. পার্ট-ওয়ান পরীক্ষায় এই বিভাগের অন্তর্গত ১৪ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৩ জন প্রথম শ্রেণীর নম্বর পেয়েছে; এম.এ. পার্ট-টু পরীক্ষার ফলাফল এখনও অপ্রকাশিত; এই পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ঐতিহ্য পরম্পরায়, বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ; এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যক্তিগতভাবে ক্লাসের বাইরেও পঠন-পাঠন বিষয়ে শিক্ষক-

শিক্ষিকাদের আন্তরিক সহযোগিতা পেয়ে থাকে। অধ্যাপিকা মন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে এই বিভাগে একটি সেমিনার লাইব্রেরী চালু আছে; এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতায় তা পরিচালিত হয়। এই শিক্ষাবর্ষে সেমিনার লাইব্রেরীর কিছু সংস্কার সাধন করা হয়েছে, এবং ভবিষ্যতে এটিকে আরো উন্নত করার চেষ্টা চলছে। বিভাগীয় রীতি অনুযায়ী এই শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যা বিষয়ক কয়েকটি বক্তৃতা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। তার মধ্যে ডঃ দীক্ষিত গুপ্ত, ডঃ জে. এল. শ, ডঃ নীরোদবরণ চক্রবর্তী ও ডঃ করুণা ভট্টাচার্যের বক্তৃতাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিভাগীয় সব শিক্ষক-শিক্ষিকারাই পঠন-পাঠনের ক্রমশ মান উন্নয়নের ব্যাপারে বিশেষ সচেতন। বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক শিশির কুমার মিত্র "The concept of Indentity in Identity theory of Mind and Body" শিরোনামক বিষয়ে গবেষণারত আছেন। অধ্যাপিকা মন্দিরা মখোপাধ্যায় ও অধ্যাপিকা শ্রীমতী মুখার্জী (রায়) UGC অনুমোদিত যথাক্রমে "Philosophical Approach to Sentence Meaning and its relevance to present days" ও "The Concept of Environmental Ethics and its basis in Indian Philosophy" শিরোনামক Project দুটির উপর গবেষণামূলক কাজে ব্রতী আছেন। অধ্যাপিকা দীপা মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পি.এইচ.ডি-এর জন্য "অজ্ঞানের চিন্মাত্রাশ্রয়ত্বোপপত্তি" শিরোনামক বিষয়ের উপর গবেষণারত আছেন।

দীর্ঘদিন W.B.S.E.S.-এর একটি অধ্যাপক পদ ও W.B.E.S.-এর দুটি পদ শূন্য থাকার কারণে বিভাগীয় পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে প্রায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময়ে বেশ কয়েকজন শিক্ষানুরাগী পার্ট-টাইম শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একান্ত সহযোগিতায় বিভাগীয় পঠন-পাঠন অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়েছিল। ২০০১ সালের আগস্ট মাসে W.B.E.S-এর দুটি পদে অধ্যাপিকা দীপা মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপিকা সুতপা দাসগুপ্ত বিভাগে যোগদান করায় বিভাগ সমৃদ্ধ হয়েছে। বর্তমান বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র ৩১ ডিসেম্বর, ২০০১ অবসর গ্রহণ করলেন। কাজেই বিভাগীয় পঠন-পাঠনের স্বার্থে W.B.S.E.S-এর অধ্যাপক পদে এবং W.B.E.S. পদে দু'জন শিক্ষক অচিরে নিয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন।

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

ACTIVITIES AT THE PHYSICS DEPARTMENT

Dr. Dipanjan Rai Chaudhuri and Paramita Adhya (registered with C.U. as a Ph.D. student of Dr. D. Rai Chaudhuri) published the following paper : Paramita Adhya, D. Rai Chaudhuri, and Amitava Raychaudhuri, Eur. Phy. J. C. **19**, 183 (2001), as a follow-up of their earlier paper : Paramita Adhya & D. Rai Chaudhuri, Phys, Rev. D **61**, 033002. Dr. D. Rai Chaudhuri also published : A. Kundu, & S. Mallik, D. Rai Chaudhuri, Phys. Rev. D **61**, 043508 (2000).

Dr. D. Rai Chaudhuri delivered a course of 4 lectures at the Academic Staff College, C.U. College of Science, on "Quantum Mechanics (Basics)"

in September, 2001.

Dr. Mira Dey is the Principal investigator under D.S.T. Grant No. SP/S2/K18/96. Shuvarthi Ray & Kanad Ray, Ph.D. students in her group, have submitted their theses to J.U.M. Sinha has joined her as a CSIR JRF, She has many publications : S. Ray, J. Dey, M. Dey, K. Ray & B.C. Samanta, Astron. & Astrophys. Lett. **364** L89-92 (2000); D. Gondek-Rozinska, T. Bulik, L. Zdunik, E. Gorgouihon, S. Ray, J. Dey & M. Dey, Astron & Astrophys. **363,** 1005 (2000); S. Ray, J. Dey & M. Dey, Mod. Phys. Lett. A **15**, 1301 (2000); M. Dey, I. Bombaci, J. Dey, S. Ray, E.P.J. Van Heuvel & X.-D. Li, Int. J. Mod. Phys. B **14,** 1939 (2000); K. Ray, J. Dey & M. Dey, Mod. Phys. Lett. A **15**, 683 (2000); A Iqubal, M. Dey & J. Dey, Phys. Lett. B **477**, 125 (2000); J. Dey, M. Dey, P. Leal Ferreira & L. Tomio, *ibid,* 482 (2000).

Dr. Mahendra Sinha Roy published the paper : M. Sinha Roy & A. Lahiri, Int. J. Non-linear Mech., **36**, 787 (2001). He has communicated another paper, too.

Dr. Debapriya Syam published papers : D. Syam et al, Phys. Rev. Lett., **85,** 1384(2000); D. Syam et al, Astrophys. & Space Sc., **274**, 655 (2000); D. Syam & A.R. Chatterjee, Physics Edu., **16**, 3355 (2000).

Dr. Prodyot Ray made contributions, on the basis of his research work, to a Symposium at Abdus Salam ICTP, Trieste (2000), a National Symposium at IICB, Calcutta (2001), and an international Conference at the Dept. of Applied Physics, C.U. (2000). He has presented a lecture at Technical University, Dresden (2000), and a talk at Max Planck University, Dresden.

Dr. Pradip Mukherjee has communicated the paper : R. Banerjee & P. Mukherjee, quant-ph/0108055 (2001).

Shamayita Ray (IIIH) delivered a talk on Lasers and Holography.

Shreshtha Basu Mallik (IIIH) delivered a talk on Auto-waves.

A number of noted scientists and some of our ex-students contributed invited lectures. The names of Dr. Chidambaram (now National Science Adviser), Dr. Bikash Sinha, Director, SINP & VECC, and Dr. Rajat Bhaduri should be mentioned in this connection.

Dr. D. Syam is setting up an irradiation facility in the Nuclear Physics lab., using a powerful neutron source, in consultation with BARC. This facility should be useful also to experiments in the bio-sciences.

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

সাধারণ খবরাখবর ঃ প্রাণিবিদ্যা বিভাগ পঠন-পাঠন ও গবেষণার ক্ষেত্রে তার উৎকর্ষের ধারা বজায় রেখেছে। সাম্মানিক স্তরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন এই বিভাগেরই যথাক্রমে মধুছন্দা মন্ডল ও অলিভিয়া দে। অন্যান্য কলেজ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে এ'বছর এই বিভাগে যোগ দিয়েছেন ডঃ তুষারকান্তি মুখোপাধ্যায় ও ডঃ নারায়ণ ঘোরাই। অন্যদিকে, ডঃ ত্রিলোচন মিদ্যা অন্যত্র যোগদান করেছেন। বিভাগীয় প্রধান ডঃ দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী সকল শিক্ষককে পাশে নিয়ে বিভাগের ল্যাবরেটরীগুলোকে আরও উন্নত করতে আন্তরিকভাবে প্রয়াসী হয়েছেন।

বিভিন্ন গবেষণা-পত্রিকায় বিভিন্ন শিক্ষকের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। এ'বছর ডঃ সুব্রতকুমার দের অধীনে শ্রী সুজয় ঘোষ ও ডঃ রূপেন্দু রায়ের অধীনে মধুশ্রী গাঙ্গুলী রিসার্চ ফেলো হিসাবে যোগ দিয়েছেন। এই বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়া কিছু ছাত্রছাত্রী অন্য রাজ্যে ও বিদেশে গবেষণা করার সুযোগ পেয়েছেন, এর জন্য আমরা বিশেষ আনন্দিত।

ডঃ দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী, ডঃ কমলকুমার ব্যানার্জী ও ডঃ রূপেন্দু রায় 'পাগমার্কস' সংস্থা ও ভারতীয় যাদুঘর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত "Call of the Elephant" শীর্ষক এক আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন। ডঃ নির্মলকুমার সরকার লেদার ফোরাম, কলকাতা, কর্তৃক আয়োজিত চর্মশিল্পজাত দূষন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আলোচনাচক্রে যোগদান করেন। এছাড়া, বিভিন্ন শিক্ষক কলকাতা জুলজিকাল সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন আলোচনাচক্রে যোগ দেন।

ডঃ দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী নয়াদিল্লীর NCERT এর পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েকজন সহযোগীর সাথে সম্মিলিত হয়ে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর উপযোগী জীববিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজে ব্রতী হয়েছেন। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয় রচনার দায়িত্ব পেয়েছেন ডঃ কমলকুমার ব্যানার্জী, ডঃ প্রবাল দে ও ডঃ রূপেন্দু রায়। অন্যান্য বছরের মতই এই বছরও বিভাগের বিভিন্ন শিক্ষক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর পরীক্ষার পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন।

বিভিন্ন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণসূচী যথাযথ ভাবে পালিত হয়েছে। বিভাগে একাধিক বৈজ্ঞানিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভাগের ছাত্রছাত্রীগণ একটি প্রাণিবিদ্যা বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন, তাতে স্থানীয় কয়েকটি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সানন্দে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় যে বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় স্তরেই আগের তুলনায় ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট পাওয়ায় ল্যাবরেটরীগুলোতে কিছুটা স্থানাভাব ও সরঞ্জামের অপ্রতুলতা দেখা দিচ্ছে। সরকারী আর্থিক অনুদানেব পারিমাণ আরও বৃদ্ধি করা হলে বিভাগের বিভিন্ন গঠনগত ঘাটতি পূরন করা সম্ভবপর হতো। তবে, সকল শিক্ষক, অশিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীকেই সচেষ্ট হতে হবে যাতে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে কিছু কিছু অভাব-অভিযোগের বাধাকে কাটিয়ে উঠে আমরা বিভাগের সাফল্যের ধ্বজাকে আরও উঁচুতে তুলে ধরতে পারি।

বি.এস.সি. পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ২১ জনের মধ্যে ৯ জন প্রথম শ্রেণী ও ১০ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়। পার্ট টু পরীক্ষায় ১০ জনের মধ্যে ৮ জন প্রথম শ্রেণী ও ২ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়।

পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্য পরীক্ষার্থী

মধুছন্দা মন্ডল—বি.এস্‌সি (প্রাণিবিদ্যা) (সাম্মানিক স্তর) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। অপরাজিতা স্মৃতি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য।

বাংলা বিভাগ

দুঃখের সংবাদ এই যে, বিভাগীয় অধ্যাপক প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত তাঁর অবসর গ্রহণের অল্প কিছুদিন পরেই পরলোক গমন করেন। বাংলা বিভাগে পড়ন্ত দুপুরের এক শোকসভায় স্মৃতিচারণ করেন ইংরেজির অধ্যাপক অতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসায়নের অধ্যাপক মনোতোষ দাশগুপ্ত, অধ্যক্ষ অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ও বিভাগীয় প্রধান হীরেন চট্টোপাধ্যায়। সকলেরই স্মৃতিচারণে উঠে আসে এক সহাস্য ব্যক্তিত্বের মনোহর সান্নিধ্যের কথা। সভার শুরুতে আমাদের ছাত্রী পায়েল সেনগুপ্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করে রবীন্দ্রনাথের গানে।

প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলা বিভাগ যিনি প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি এক কিংবদন্তীতুল্য অধ্যাপক, তিনি জনার্দন চক্রবর্তী। জনার্দন চক্রবর্তীর শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বঙ্কিম সভাগৃহে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয় বাংলা বিভাগ ও প্রাক্তনী সংসদের যৌথ উদ্যোগে। সভায় বক্তব্য পেশ করেন অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসু, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপকপুত্র ইংরেজির অধ্যাপক উৎপল চক্রবর্তী ও আমাদের দীর্ঘদিনের সহকর্মী মানিক বল। সভা পরিচালনা করেন হীরেন চট্টোপাধ্যায়। সকলের আলোচনায় নানা দিক থেকে ঘুরে ফিরে আসে জনার্দন চক্রবর্তীর পান্ডিত্য ও মনীষার কথা। হয়তো, তার চেয়েও বেশি এক ব্যক্তিপুরুষের হৃদয় সেখানে উদভাসিত হয়।

অন্য কলেজ থেকে এসে বিভাগে যোগ দিয়েছেন তিনজন অধ্যাপক, অনন্ত সাহা, সা'আদুল ইসলাম ও ইমানুল হক।

কলেজে নিয়মিত শিক্ষকতা করার বাইরে বিভাগের অধ্যাপকরা অনেকেই ব্যস্ত ছিলেন গল্প কবিতা প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনাকর্মে, নানা আলোচনা সভা ও বিতর্কসভায় অংশগ্রহণে। বর্তমান, আজকাল, যুবমানস ইত্যাদি পুজাসংখ্যায় ও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় মঞ্জুভাষ মিত্রের কবিতা প্রকাশিত হয়। তমসুক, মহাপৃথিবী ইত্যাদি পত্র পত্রিকায় কবিতা লেখেন প্রলয় শূর। দেশ, আনন্দবাজার ইত্যাদি পত্র পত্রিকায় গল্প লেখেন হীরেন চট্টোপাধ্যায় ও প্রলয় শূর। মঞ্জুভাষ মিত্র রবীন্দ্রসদন, বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে কবিতা পাঠ করেন। এ ছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিফ্রেশার্স কোর্সে আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব ও বাংলা উপন্যাসে জন্ম মৃত্যু বিষয়ে আলোচনা করেন। এই কোর্সে হীরেন চট্টোপাধ্যায় জগদীশ গুপ্তের কথাসাহিত্য নিয়ে বলেন। বাংলা আকাদেমি আয়োজিত কথাসাহিত্য উৎসবে হীরেন চট্টোপাধ্যায় গল্প পাঠ করেন ও শিশু সাহিত্য উৎসবে একটি অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন। নান্দীকার গোষ্ঠীর নাট্যশিক্ষাশিবির শুধু নয়, নাট্যকর্মে নানা ভাবে যুক্ত ছিলেন কৌশিক রায়চৌধুরী। প্রলয় শূর সপ্তম আন্তর্জাতিক কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব

কর্তৃক প্রকাশিত সব কটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ইমানুল হক, বহির্বঙ্গে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ, বিশ্বায়নের যুগে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সংকট বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ. সমকালীন পৃথিবী ও আমরা, যুদ্ধের মুখে ভারতের গণতন্ত্র, সন্ত্রাসবাদের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি এই সব বিষয়ে বোকারো, রায়গঞ্জ, পাণ্ডুয়া, হাবড়া, পাটনা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আড়িয়াদহ এ্যাসোসিয়েশন লাইব্রেরি ও জীবনানন্দ সভাঘর ইত্যাদি নানা স্থানে আলোচনা করেন। ৬ সেপ্টেম্বর আজকাল পত্রিকার সম্পাদক অশোক দাশগুপ্ত মহাশয় বঙ্কিম সভাগৃহে 'সংবাদপত্র ও এই সময়' বিষয়ে আলোচনা করেন।

পরীক্ষার ফল অন্য বছরের মতোই ভালো। পার্টওয়ান পরীক্ষায় দুজন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে, কল্যাণ ও পাপ্পিনা। পার্ট ওয়ান ও পার্ট টু দুটো পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণী নিয়ে পাশ করেছে নিলয় বক্সী।

বিভাগে সারা বছরই কোনও না কোনও সাংস্কৃতিক কর্ম অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেমন, ১১ অগাস্ট রবীন্দ্র প্রয়াণ দিবস উদযাপিত হয়েছে, ২৫ অগাস্ট তাৎক্ষণিক বক্তৃতার আসর বসেছে, ১ সেপ্টেম্বর হয়েছে কবিতায় লড়াই, ২৯ সেপ্টেম্বর নিজের মত নিজে জানাও।

১৭ অক্টোবর পুজোর ছুটি আরম্ভ হওয়ার মুখে ডিরোজিও হলের চত্বরে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বাইরের শিল্পী সাহিত্যিকরাও অংশ গ্রহণ করেন। সংগীত পরিবেশন করেন অজিত পান্ডে, সুদর্শন, ব্রততী মজুমদার ও কল্লোল দাশগুপ্ত। কবিতা পাঠ করেন কলেজের অধ্যাপক অতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা দেবলীনা ব্যানার্জী, অধ্যাপক রঞ্জিত সরকার, সুবোধ সরকার ও পার্থ শর্মা। অনুষ্ঠানের অন্যদিকে শিল্প শিবিরে ছবি আঁকেন, প্রকাশ কর্মকার, রবীন মণ্ডল, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন মিত্র। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে আমাদের ছাত্রী মৌসুমী দাস।

ভূগোল বিভাগ

প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূগোল বিভাগ জ্যামিতিক পরিসরে ক্ষুদ্র হলেও যথেষ্ট প্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ। বয়স—৫২ বছর। শ্রেণীকক্ষ-৩ টি। বিভাগের মুকুটে নতুন পালক-বর্তমান শিক্ষাবর্ষ থেকেই প্রচলিত হলো Full-fledged P.G. Teaching. M.Sc ক্লাস শুরু হয়েছে গত ১৪ই ডিসেম্বর থেকে। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকের সমন্বয়ে শিক্ষণ, শিক্ষাগ্রহণ ও গবেষণাসংক্রান্ত কর্মধারা অব্যাহত রয়েছে।

সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে পরীক্ষাক্ষেত্রে এ বছর সাফল্যের মাত্রা যথেষ্ট গৌরবজনক। B.Sc. পার্ট I পরীক্ষায় ২১ জনের মধ্যে ১০ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। B.Sc. পার্ট II পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী প্রাপকের সংখ্যা ১৭ জনের মধ্যে ১২ জন। M.Sc. পার্ট I পরীক্ষার ফল এখনও প্রকাশিত হয়নি, তবে M.Sc. পার্ট II পরীক্ষায় ৫ জনের মধ্যে প্রথম শ্রেণী পেয়েছে ৪ জন। অত্যন্ত গর্বের বিষয় এই বিভাগেরই প্রাক্তন ছাত্রী, পারমিতা এবার Civil Service পরীক্ষায় দারুন সাফল্য লাভ করেছে। আবার, অন্য এক ছাত্রী, অর্পিতা দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে Ph.D Programme এ যোগদান করেছে। বর্তমান ছাত্ররা নিশ্চয় এই দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমানুসারে নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে সাম্মানিক ২য় বর্ষের ছাত্ররা নবগঠিত ঝাড়খন্ড রাজ্যের দেওঘর-দুমকা-তোপচাচি অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজ সম্পন্ন করেছে। এ কাজে তাদের সাহায্য করেছে সাম্মানিক ১ম বর্ষের ১৪ জন উৎসাহী ছাত্র এবং বিভাগের দু'জন শিক্ষাকর্মী—শ্রী সুধাংশুশেখর দাস ও শ্রী বীরেন ব্যানার্জি। তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বিভাগীয় প্রধান, ডঃ আশিস সরকার ও অধ্যাপক শ্রী হরেকৃষ্ণ দত্ত। অধ্যাপিকা শ্রীমতী সোমা ভট্টাচার্য UGC প্রকল্পের অধীনে "Evolution and characteristics of Alluvial Fans in the Darjeeling Himalayas" বিষয়ে গবেষণা করছেন। অধ্যাপকা ডঃ শাশ্বতী মুখার্জি অনুরূপ UGC প্রকল্পে "Environmental Quality of Calcutta" বিষয়ে গবেষণারত। বিভাগায় প্রধান অতি সম্প্রতি তার UGC-Major Project'এর Final Report যথাস্থানে যথাবিহিত পেশ করেছেন এবং নতুন একটি Project-এর কাজ শুরু করেছেন।

বিভাগে শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা ৫ হলেও রয়েছেন ৪ জন। বিভাগ থেকে শ্রী দিব্যেন্দু ঘোষকে অধ্যক্ষ তাঁর নিজের অফিসে বদলি করে নিয়ে গেছেন। তার শূন্য স্থানে এখনও কেউ আসে নি। আমাদের অন্যতম প্রিয়, সুধাংশুদা অবসরের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছেন। বিভাগের draftsman শ্রী বীরেন ব্যানার্জি অধক্ষ্যমহাশয়ের বিশেষ আদেশবলে আংশিক সময়ের Caretaker হিসাবে কাজ করছেন। বিভাগের দৈনন্দিন কাজে প্রধানকে সাহায্য করতেন শ্রী ব্যানার্জি। বিশাল কাজের চাপে বিভাগের কাজে পুরোপুরি মন দিতে শ্রী ব্যানার্জি পেরে উঠছেন না। বিভাগের কাজে তাই সত্যিই ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। অধ্যক্ষের নিকট বিভাগের একান্তিক আবেদন, শ্রী ব্যানার্জিকে উনি এক্ষনি CT'র দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিন এবং অন্য শূন্যপদে (UDC), উপযুক্ত শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করুন।

সরকারি আদেশ বলে, বিভাগে মোট ৯ জন (১+৮) অধ্যাপক থাকার কথা। কিন্তু বর্তমানে রয়েছেন মাত্র ৫ জন। তিনজন অধ্যাপক বদলি হয়ে এখানে আসেছেন। আদেশনামা বেরিয়েছে। আশাকরি শীঘ্রই তা কার্যকর হবে। কিন্তু অবশিষ্ট দুটি পদেও এক্ষুনি নিয়োগ আশু প্রয়োজন। নইলে এই ক্ষুদ্র বিভাগে একই সঙ্গে Pass, Hons ও PG তে পঠন-পাঠন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার নিশ্চিত আশঙ্কা।

ভূতত্ত্ব বিভাগ

ভূতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষাদান, শিক্ষাগ্রহণ ও গবেষণা সংক্রান্ত কাজের ধারা অব্যাহত আছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রদত্ত বিশেষ সাহায্য অনুদান (UGC-SAP, Phase III) এই বিভাগের গবেষণার মানকে উন্নততর করে তুলেছে। এর সাথে কাজ চলছে শিক্ষকগণের ব্যক্তিগত গবেষণা প্রকল্পে।

এ-বছর বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল খুবই আশাব্যঞ্জক। বি.এস.সি. অনার্স পার্ট ওয়ানে নয়জন ছাত্রছাত্রী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। বি.এস.সি. অনার্স পার্ট টুতে এগারজন ছাত্রছাত্রী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব এম.এস.সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় এই বিভাগের চারজন ছাত্রছাত্রী এবং পার্ট টু পরীক্ষায় সাতজন ছাত্রছাত্রী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। বিভাগের ছাত্র সুদীপ্ত সরকার বি.এস.সি. পার্ট ওয়ান

পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবং প্রতীম শীল বি.এস.সি অনার্স পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বিভাগের ছাত্রী পৌলমী সাহু এম.এস.সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। শিক্ষাগ্রহণ ছাড়াও ছাত্রছাত্রীরা বিভাগের অন্যান্য কাজে উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছে। ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত "জিওলজিকাল ইনস্টিটিউট" এই বিভাগে সেমিনার আমন্ত্রিত বক্তৃতা প্রভৃতির আয়োজন করেছে।

বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উৎসাহের সঙ্গে বিভাগের কাজকর্ম পরিচালনা করে চলেছেন। এর সাথে চলেছে তাঁর শিক্ষকতা ও গবেষণার কাজ। বর্তমানে তার অধীনে গবেষণার কাজ করছেন বেশ কয়েকজন ছাত্র, শিক্ষক ও ভূতাত্ত্বিক। শ্রী বিপ্লব ভট্টাচার্য তাঁর গবেষণা প্রকল্পে গবেষকরূপে কাজ করছেন। বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ মিহিরকুমার বসু মে ২০০১-এ INSA ব বিজ্ঞানীর পদ গ্রহণ করেছেন। তিনি বিভাগের স্নাতকোত্তর শিক্ষাদান ও গবেষণার কাজে ব্যস্ত। তাঁর অধীনে গবেষণা করে ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ-এর ভূতাত্ত্বিক শ্রী মনোজ মৈত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করল। ডঃ প্রদীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায় চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও সক্রিয় ভাবে এ বিভাগের স্নাতকোত্তর শিক্ষাদান ও গবেষণার কাজে যুক্ত। তিনি ডি.এস.টির আর্থিক আনুকূল্যে "Evolving orogen of Himalaya" নামক মনোগ্রাফটি লেখার কাজ শেষ করেছেন। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক গৌরীশংকর ঘটক মহাশয় শিক্ষকতা করে চলেছেন এ বিভাগের স্নাতকোত্তর স্তরে। অধ্যাপক শ্রী আনন্দকুমার চক্রবর্তী তাঁর ব্যাস্ত শিক্ষাদানসূচীর মাঝে জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার পাথরগোরা ট্রেনিং ক্যাম্পে নভেম্বর '২০০০ প্রশিক্ষণ দেন। অধ্যাপক ডঃ অনীশকুমার রায় শিক্ষাদানের কাজে নিবেদিত। তাঁর অধীনে সি.এস.আই.আর-এর অর্থানুকূল্যে চালিত গবেষনা প্রকল্পে কাজ করছে গবেষক তরুণ কোলে।

অধ্যাপক শ্রী দেবকুমার দাশগুপ্ত, শ্রী প্রদ্যোত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী অরুণাভ বসু, ডঃ অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিভাগের স্নাতক, স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন কাজে ব্যাস্ত। অধ্যাপক ডঃ অলকেশ চ্যাটার্জী, শ্রী প্রবীর দাশগুপ্ত, শ্রী সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত, ডঃ গৌতম ঘোষ ও ডঃ অরিজিৎ রায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষাদান ও ব্যক্তিগত গবেষণা প্রকল্পর কাজ উৎসাহের সঙ্গে পালন করছেন।

জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ অরবিন্দ ঘোষ ও ডঃ ডালিম পাল চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর এ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তাদের যোগদানে বিভাগের গবেষণার মান উন্নত হয়েছে। এই বিভাগের অধ্যাপক ডঃ জয়দীপ মুখোপাধ্যায় উচ্চতর গবেষণার কাজে স্টাডি লিভ নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় কর্মরত।

বিভাগের স্নাতকোত্তর স্তরে সাম্মানিক শিক্ষক হিসাবে শিক্ষাদান করেছেন ডঃ শুভশঙ্কর সরকার, ডঃ প্রদীপ শিকদার, ডঃ সত্যজিৎ বিশ্বাস, ডঃ অরূপকুমার মিত্র, ডঃ তপন রায়চৌধুরী, ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়।

এই বিভাগে বর্তমানে একটি অত্যাধুনিক যন্ত্র অ্যাটোমিক অ্যাবসরপসান স্পেক্ট্রোফোটোমিটার (Analyst 100) আছে যার দায়িত্বে আছেন রসায়নবিদ ডঃ স্নিগ্ধা পাল চৌধুরী। এই বিভাগে আছে একটি কম্প্যুটার সেন্টার যেখানে স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছাত্র, গবেষক, শিক্ষক সকলেই এই

সেন্টারটিতে কাজ করেন। বিভাগে আছে ইন্টারনেট কানেকশান যার ব্যয়ভার শিক্ষকরা নিজেরা বহন করেন।

বিভাগের অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে আছেন শ্রী প্রতুল চক্রবর্তী (ড্রাফট্সম্যান), শ্রী চিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জি (স্লাইড কাটার), শ্রী সুকুমার সামন্ত (ইলেকট্রিসিয়ান), শ্রী তপন দত্ত (টাইপিস্ট)। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে আছেন শ্রী হারাধন সাহা, শ্রী অমর নন্দী, মহঃ ইশাহাক, শ্রী কার্ত্তিক দাস, শ্রী রামমুরাদ রঙ্গুয়া, শ্রী স্বপন রায়।

এই বিভাগের ভূতত্ত্ব বিষয়ক জার্নাল "Indian Journal of Earth Science" প্রকাশের কাজ সঠিক ভাবে পালিত হচ্ছে। প্রকাশনার দায়িত্বে শিক্ষকরা ছাড়াও আছেন দুজন কর্মী, তাঁরা হলেন শ্রী অবনি চক্রবর্তী ও শ্রীমতী শীলা রায়। গত একবছরে জিওলজিকাল ইনস্টিটিউট বেশ কিছু বক্তৃতার আয়োজন করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বক্তা হলেন ডঃ নিক্ বিউকেস (দঃ আফ্রিকা), ডঃ বিনয় চক্রবর্তী (এস. রায় মেমোরিয়াল লেকচার), ডঃ চিন্ময় চক্রবর্তী (ডঃ এ. কে. সাহা মেমোরিয়াল লেকচার)।

রসায়ন

এই বিভাগ এ বছর ১৩০ বছর পূর্ণ করল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগে থেকে এই বিভাগে রসায়নের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন গবেষণা চলে আসছে। আজকে সেই ঐতিহ্য সমান নিষ্ঠায় অনুসৃত হচ্ছে। এবার স্নাতক পর্যায়ের পার্ট টু পরীক্ষায় ২৪ জন ও পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ১৮ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৯ ও ৩৭। পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় শ্রী সায়ন মুখার্জী রেকর্ড নম্বর (৮৫%) পেয়েছে। স্নাতকোত্তর পরীক্ষার পার্ট ওয়ানে ৯ জন (পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৭) ও পার্ট টুতে ১১ জন (পরীক্ষার্থী সংখ্যা ২৯) প্রথম শ্রেণী পেয়েছে। স্নাতক শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কানপুর আই-আই-টিতে, বাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইন্স্টিটুট অব্ সায়েন্স-এ মুম্বাই আই-আইটিতে ভর্তি হয়েছে।

এই বিভাগের বিভিন্ন অধ্যাপকের অধীনে ১০ টি গবেষণা প্রকল্প রয়েছে; এগুলির সঙ্গে ৯ জন পূর্ণ সময় ও ৫ জন আংশিক সময়ের গবেষক এবং একজন গবেষণা সহকারী আছেন। গবেষকদের মধ্যে ভৌতরসায়নে আছেন ৪ জন; জৈব-রসায়ন বিভাগে ২ জন পূর্ণ ও ১ জন আংশিক সময়ের এবং অজৈব রসায়নে ৩ জন পূর্ণ ও ৪ জন আংশিক সময়ের গবেষক আছেন।

বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পঠনের সঙ্গে যে সব প্রখ্যাত শিক্ষক ও বিজ্ঞানী যুক্ত আছেন তাঁরা হলেন ঃ অধ্যাপক পীযূষকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ স্বপন ব্রহ্ম, ডঃ অশোক ব্যানার্জী, ডঃ অরিন্দম রাণা, ডঃ প্রয়াগ মন্ডল, ডঃ অরুণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক মিহির চৌধুরি, অধ্যাপক দেবাশিস মুখার্জী, অধ্যাপক শঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক দেবশঙ্কর রায়, ডঃ সমিতী বসু, অধ্যাপক ব্রজেশচন্দ্র সেন, ডঃ প্রিয়তোষ দত্ত, ডঃ রীণা ঘোষ, ডঃ আশিস্ নাগ, ডঃ বিভূতি মাজি, অধ্যাপক মানস চক্রবর্তী, ডঃ মঞ্জু চক্রবর্তী, ডঃ প্রবালকুমার সেনগুপ্ত, অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ, ডঃ তাপস রায় চৌধুরি, ডঃ সঞ্জীব গাঙ্গুলি, ডঃ রাখী সেনগুপ্ত ও অধ্যাপক সুনীল তলাপাত্র।

এই বিভাগে দুইজন এমেরিটাস্ বিজ্ঞানী আছেন—অধ্যাপক হিমাংশু দাস ও অধ্যাপক মুকুল বিশ্বাস। তাঁরা গবেষণার সঙ্গে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ক্লাসও নেন।

এই বিভাগ গত বছর বেশ কয়েকটি সাংস্কৃতিক আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। একটি অনুষ্ঠানে স্নাতকোত্তর প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা তাদের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের বিদায়-সম্ভাষণ জানায়; দ্বিতীয় স্নাতক বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর আগতদের বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করে; অন্য অনুষ্ঠানটি ছিল নবাগত প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাগত-জ্ঞাপক 'নবীন বরণ উৎসব'। সবকটি অনুষ্ঠানই ছাত্র-ছাত্রীদের আন্তরিক বক্তব্য প্রকাশে, শিক্ষকদের সোৎসাহ অংশগ্রহণে, গান-বাজনা নাটিকা-আবৃত্তির অঞ্জলি প্রদানে রঙিন হয়ে ওঠে।

গত ৯ই জুন এই বিভাগে কিংবদন্তী প্রতিম শিক্ষাকর্মী গোপাল বড়ুয়া পরিণত বয়সে অমরধামে প্রয়াত হন। ২রা অগাস্ট একটি মহতী সভায় বিভাগের সঙ্গে বর্তমানে ও অতীতে সংশ্লিষ্ট বহু মানুষ স্মৃতিচারণ ও প্রয়াত সহকর্মীর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

এই শিক্ষাবর্ষের ১৪ই অক্টোবর তারিখে বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চম আমন্ত্রণমূলক আন্তঃবিদ্যালয় কুইজ প্রতিযোগিতা। এতে অংশগ্রহণ করে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়, বেলুর বিদ্যামন্দির, লেডি ব্রাবোর্ন, বেথুন, জয়পুরিয়া ও আশুতোষ কলেজ। বিজয়ী হয় বেলুড় বিদ্যামন্দির এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে থাকে যথাক্রমে নরেন্দ্রপুর ও বেথুন কলেজ।

বারাসত সরকারী কলেজ থেকে বদলি হয়ে এই বিভাগে যোগ দিয়েছেন ডঃ প্রভাতকুমার পাঁজা। তিনি অজৈব রসায়নের অধ্যাপক।

রাশিবিজ্ঞান

এই শিক্ষাবর্ষেও বিভাগীয় শিক্ষকেরা অধ্যাপনা ও গবেষণা ছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষামূলক কাজে যুক্ত ছিলেন। বিভাগের পরীক্ষার ফলও যথারীতি ভাল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০১ সালের পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় এই বিভাগের ১৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯ জন প্রথম শ্রেণীর ও ১০ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর নম্বর পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ট টু পরীক্ষায় বিভাগের ১০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮ জন প্রথম শ্রেণীতে ও ১ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

বিভাগে দুটি অধ্যাপকের পদ দীর্ঘদিন ফাঁকা পড়ে আছে। এছাড়া শ্রী দীপংকর বসু ৩০ শে জুন অবসর গ্রহণ করায় সমস্যা আরো বেড়েছে। তিনি খুবই নিষ্ঠা ও সাফল্যের সঙ্গে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর এই বিভাগে প্র্যাক্‌টিক্যাল্ ক্লাস পরিচালনা করেছেন। শ্রীমতি সুরূপা চক্রবর্তী এই বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগ দিয়ে খুব অল্পদিনের মধ্যেই এই চাকুরী ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। অবশ্য গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাশিবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক শ্রী সুধাংশুভূষণ নন্দী এবং আগরতলার এম বি বি কলেজের রাশিবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক শ্রী অরবিন্দ হোড় আংশিক সময়ের শিক্ষক হিসেবে পড়াচ্ছেন। এছাড়া বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে CSO-তে কর্মরত ডেপুটি ডিরেক্টার শ্রী বিভাস চৌধুরী বিভাগে কিছু ক্লাস নিয়েছেন।

অধ্যাপকের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায়, সেইজন্য দুজন অধ্যাপককে পুজোর ছুটির মধ্যেও নিয়মিত ক্লাস নিতে হয়েছে। বিভাগের শিক্ষাকর্মী শ্রী রতন কুমার রায় দীর্ঘদিন সাফল্যের সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করে ৩০ শে সেপ্টেম্বর অবসর গ্রহণ করেছেন।

এই বিভাগটি সদ্য তার পুরোনো ঠিকানা বেকার বিল্ডিং-এর তিনতলা (পদার্থবিদ্যা বিভাগ যে অংশে) থেকে তার নতুন জায়গা ডিরোজিও ভবনের পাঁচতলায় সরে এসেছে। এর ফলে বিভাগের মোট আয়তন যদিও বেড়েছে, অন্য ধরনের বিভিন্ন সমস্যা এখনও আছে। আশা করা যায় যে, কলেজ কর্তৃপক্ষের আন্তরিক চেষ্টায় এদের সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

এই বছর পুজোর ছুটির আগে বিভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষামূলক ভ্রমণে বেরিয়েছিল। যে প্রতিষ্ঠানগুলিতে তারা গিয়েছিল, সেগুলি হল- প্রথম বর্ষ ঃ ISI ও NSSO; দ্বিতীয় বর্ষ ঃ CSO, DGCIS এবং Bureau of Applied Economics & Statistics, Govt. of W.B.। এই ভ্রমণ খবই লাভজনক হয়েছিল।

এই বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যাপক ডঃ সুজিতকুমার বসু বিশ্বভারতীর উপাচার্যের দায়িত্বে আসীন হওয়ায় গত ২২শে আগস্ট তাঁকে বিভাগের পক্ষ থেকে এক অনাড়ম্বর সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এই সম্বর্ধনা সভায় ছাত্রছাত্রীরা ছাড়াও ভারতের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র, কলেজের অধ্যক্ষ এবং কয়েকটি বিভাগের অধ্যাপকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় প্রধান ডঃ বিশ্বনাথ দাস বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন নিযুক্ত Curriculum Development Committee in Undergraduate Statistics-এর বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে একবছর কাজ করেছেন। এছাড়া তিনি Bureau of Indian Standards-এর Management & Systems Division Council, এবং এর অধীনে Statistics সংক্রান্ত কমিটি ও সাবকমিটির সদস্য হিসেবে বিভিন্ন জাতীয় Standard প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাশিবিজ্ঞান বিভাগে মার্চ ২-৩, ২০০১-এ আয়োজিত Recent Trends in Statistics : Methodologies & Applications—শীর্ষক একটি DST আলোচনাচক্রে এবং Indian Institute of Social Welfare and Business Management (IISWBM)-এ ৭ই জুলাই, ২০০১-এ আর একটি আলোচনাচক্রে একটি করে নিবন্ধ পাঠ করেন। এছাড়াও ডঃ দাস ডিসেম্বর, ১৫-১৬-এ IISWBM-এ আয়োজিত National Conference on Safety, Health & Environment at Work places-এ অংশ গ্রহণ করেছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

বিভাগীয় সংবাদ ঃ বিগত বৎসরে এই বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. পার্ট-টু পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে ২ জন। বি.এ. পার্ট-ওয়ান পরীক্ষায় ১ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং প্রথম শ্রেণীর আশেপাশে রয়েছে আরও ৫ জন।

অন্যান্য বছরের মত এবারেও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ "যুব সংসদ প্রতিযোগিতা"র আয়োজন করেছে বিভাগীয় অধ্যাপক দীপক দাশগুপ্তর সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে। কলেজের বিভিন্ন বিভাগের

ছাত্রছাত্রীর সক্রিয় অংশগ্রহণে "যুব সংসদ প্রতিযোগিতা" এক আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে।

গত বছর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ "Globalization and Media Imperialism" শীর্ষক এক সেমিনার আয়োজন করে কলেজের বঙ্কিম সভাগৃহে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক দীপঙ্কর সিনহা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপিকা নীলাঞ্জনা গুপ্ত সেমিনারে বক্তব্য রাখেন। ছাত্রছাত্রীদের প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ও বক্তাদের তথ্যনির্ভর প্রত্যুত্তর সেমিনারটিকে অত্যন্ত সজীব ও আকর্ষক করে তুলেছিল।

বিভাগের চারজন অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে গত বছর ছাত্রছাত্রীরা উড়িষ্যার চাঁদিপুর সমুদ্রবেলায় ভ্রমণে যায়। শ্রেণীকক্ষের ঘেরাটোপের বাইরে এই ভ্রমণ শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা দারুণ উপভোগ করে।

শারীরবিদ্যা

পরীক্ষার ফলাফলের ধারাবাহিকতা যদি কোন বিভাগের শিক্ষণের বা পাঠনের গুণগত উৎকর্ষের প্রমাণ দেয়, তবে প্রথমেই বলতে হয়, এ বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা ২০০১ শিক্ষাবর্ষেও পূর্বেকার বছরগুলির ধারা অব্যাহত রেখেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলের এই ধারাবাহিকতা বিভাগের সকল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী সকলের জন্যই সমান কৃতিত্বের এবং অবশ্যই উৎসাহব্যঞ্জক। ২০০১ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এস-সি পার্ট টু স্নাতক স্তরের পরীক্ষায় এ বছর দশজনের মধ্যে আটজন প্রথম শ্রেণীতে এবং দু'জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ট ওয়ান স্নাতক পর্যায়ের পরীক্ষায় সর্বমোট এগারোজনের মধ্যে আটজন প্রথম শ্রেণীর এবং তিনজন দ্বিতীয় শ্রেণীর নম্বর পায়।

স্নাতকোত্তর পর্যায়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এস-সি পার্ট-টু পরীক্ষার ফল নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। দশজনের মধ্যে দশজনই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়। এম.এস-সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় দশজনের মধ্যে পাঁচজন প্রথম শ্রেণীর নম্বর পায়।

সরকারি নির্দেশ অনুসারে ২০০১ শিক্ষাবর্ষ থেকেই প্রেসিডেন্সি কলেজে স্বতন্ত্র স্নাতকোত্তর পাঠন শুরু হল অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনোরকম শিক্ষা-সংক্রান্ত সাহায্য ছাড়াই প্রেসিডেন্সি কলেজ স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষা দেবে। তবে. পরীক্ষা পরিচালনা, ফল প্রকাশ এবং ডিগ্রি প্রদান, এসব কিছুই বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বরীতিনীতি অনুযায়ী যেমন চলছিল, সে রকমই চলবে। প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান এই সরকারি নির্দেশে না থাকায় স্বতন্ত্র স্নাতকোত্তর পাঠন কতটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যাবে, এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই সকলের মনে জাগছে। সরকারি এই উদ্যোগের সবচেয়ে বড় অন্তরায়, অন্তঃত এ বিভাগের ক্ষেত্রে, শিক্ষণ-সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের নানা সমস্যা।

বর্তমানে, এ বিভাগে শিক্ষকের শূন্যপদ দুই। ২০০২ জানুয়ারীতে অধ্যাপক অশোক দেবনাথ অবসর গ্রহণ করবেন। ইতিমধ্যে, ২০০১ সালের জুন মাসে অধ্যাপক বিশ্বনাথ পাইন অবসর গ্রহণ করেছেন। ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষ হতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ্যসূচীতে আমূল পরিবর্তন এবং বিষয়বস্তুর পুনর্বন্টন করা হয়েছে। নূতন নূতন বিষয়বস্তুর সংযোজনও হয়েছে। সরকারি আর্থিক অনুদান, শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষকপদে আশু নিয়োগগুলি না হলে,

এসব পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত পাঠ্যসূচীর কতটা সুষ্ঠু ও কার্যকরীভাবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে উপস্থাপিত করা যাবে, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। স্বতন্ত্র স্নাতকোত্তর পাঠনের পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত বিষয়গুলি কর্তৃপক্ষের সু-বিবেচনা প্রত্যাশা করে।

প্রসঙ্গত, ফলাফলের বিচারে এ বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠনের উৎকর্ষ প্রশ্নাতীত, যা প্রেসিডেন্সি কলেজের মতো গৌরবোজ্জ্বল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ও সুনামের পরম্পরা রক্ষায় সাহায্য করছে এবং বহু কৃতী ছাত্রছাত্রীকে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন নামী-দামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়বার সুযোগ এনে দিচ্ছে। পারাস্থাতর বিচারে অনেকেই আশঙ্কা করেন, স্বতন্ত্র স্নাতকোত্তর পাঠনের উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরির তাগিদে এবং আতিশয্যে শেষ পর্যন্ত না স্নাতকস্তরের পাঠন বিপর্যস্ত হয়।

আনন্দের কথা, এই বিভাগের স্থানাভাবের সমস্যার সমাধান কিছুটা হল। কলেজ কর্তৃপক্ষ, পঞ্চাশের দশকে এই বিভাগের অন্তর্গত যে অংশটি রাশিবিজ্ঞান বিভাগের সাময়িকভাবে কাজ চালানোর প্রয়োজনে দিয়েছিলেন, তা অতি সম্প্রতি ফেরত দিলেন। "স্নাতকোত্তর বিভাগ" বলে আলাদাভাবে এই অংশটিকে চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে। মূলত প্রাক্তন ও বর্তমান অধ্যক্ষ যথাক্রমে অধ্যাপক অমলকুমার মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রাক্তন ও বর্তমান রাশিবিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান যথাক্রমে অধ্যাপক অতীন্দ্রমোহন গুণ ও অধ্যাপক বিশ্বনাথ দাস, এঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টাতেই এটা সম্ভব হল। শারীরবিদ্যা বিভাগের সকলেই এ'জন্য ওঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ বা ক্ষেত্র সমীক্ষণ (Field study) প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার কিছু সমস্যা থাকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছেনা। বর্তমানে, স্বনির্ভর স্নাতকোত্তর শিক্ষণ ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শন দলের অনুমোদন সাপেক্ষে এখন হতে স্নাতকোত্তর স্তরেও শিক্ষামূলক ক্ষেত্রসমীক্ষা প্রবর্তিত হতে চলেছে।

স্নাতক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা অন্যান্য বছরের মতো এবারেও ক্ষেত্রসমীক্ষায় যায় ৩১ শে অক্টোবর হতে ১৪ ই নভেম্বর ২০০১ পর্যন্ত। অধ্যাপক চন্দন মিত্র ও অধ্যাপক দেবাশীষ সেনের তত্ত্বাবধানে ছাত্রছাত্রীরা মধ্যপ্রদেশের 'পরাসিয়া' অঞ্চলে 'ওয়েস্টার্ন কোল ফিল্ডস্'-এর অন্তর্গত বিভিন্ন কয়লাখনি পরিদর্শন করে এবং সেখানকার শ্রমিকদের দেহে পরিবর্তিত পরিবেশে কার্যরত অবস্থায় শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনগুলির ওপর ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজ করে। এছাড়াও, এই দলটি মধ্যপ্রদেশের পাঁচমড়ি অঞ্চলে বটকাছার নামে এক আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে মহিলা এবং পুরুষদের ওপর ব্যক্তি-নির্ভর নৃতত্ত্বমূলক শারীরিক পরিমাপ এবং পর্যবেক্ষণ করেন। এই ক্ষেত্রসমীক্ষণের ফলাফল-সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রকল্পের ধাঁচে প্রত্যেক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ট টু পরীক্ষার আবশ্যিক বিষয় হিসেবে জমা দেবে।

বিভাগের সেমিনার গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিভাগীয় শিক্ষকদের অসুবিধাগুলি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একাধিকবার পরিস্ফুট হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের বিভাগীয় অন্যান্য কাজকর্মে ও পঠন-পাঠনের বিষয়ে বেশীরকম ব্যস্ততার ফলে হয়তো সেমিনার গ্রন্থাগার বিষয়ে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। সকলের সুচিন্তিত পরামর্শে এর আরো সদ্-ব্যবহার অচিরেই হতে পারে।

বিভাগের দেয়াল-পত্রিকা "প্রাচীরিকা"-র প্রকাশনা ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক সুজয় দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে এবং ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় নিয়মিতভাবেই চলছে।

এই বিভাগে স্নাতকস্তরে শারীরবিদ্যা পাঠনের ১০০ বছর পূর্ত হল ২০০১ সালে। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও শারীরবিদ্যা পাঠনের সূত্রপাত এই বিভাগেই ১৯০০-১৯০১ সালে। এই উপলক্ষে গত ২৮ শে ডিসেম্বর ২০০১, বিভাগের তরফ থেকে এক মনোজ্ঞ আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছিল কলেজের প্রেক্ষাগার 'ডিরোজিও হলে'। মূল বিষয় ছিল—'Relevance of teaching physiology as a basic science'। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র, প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী, বিশেষ সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আশীষ ব্যানার্জি, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আনন্দদেব মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিত্যানন্দ সাহা, প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, বর্তমান অধ্যক্ষ অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় এবং শারীরবিদ্যা বিষয়ের সর্বজ্যেষ্ঠ প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জি। উপস্থিত ছিলেন যে সব কলেজে স্নাতকস্তরে শারীরবিদ্যা পাঠন হয়, সেই কলেজগুলির শিক্ষক-শিক্ষিকারা এবং ছাত্ররা। এই অনুষ্ঠানেরই অংশ হিসেবে ব্যবস্থা করা হয়েছিল এ বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা তাদের গবেষণালব্ধ ফলাফলের ওপর সেমিনার বক্তৃতা দেওয়ানো। উপস্থিত ছিলেন কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা মজুমদার, সেন্টার ফর সেলুলার এন্ড মলিকিউলার বায়োলজি, হায়দ্রাবাদের শ্রীমতি শ্রদ্ধা গোয়েঙ্কা, টাটা ইন্‌স্টিটিউট্ অফ্ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, মুম্বাই-এর শ্রী অনিন্দ্য সেন, ইন্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট্ অফ সায়েন্স, ব্যাঙ্গালোরের শ্রী পার্থসারথী রায়, প্রেসিডেন্সি কলেজের শ্রীমতি স্মিতা মুখার্জি ও শ্রী সন্দীপ মুখার্জি এবং ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট্ ফর কলেরা এন্টারিক ডিসিজ কলকাতা-এর শ্রীমতী সীমন্তী দত্ত। বিভাগের সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, ছাত্রছাত্রীদের অদম্য উৎসাহ ও উদ্দীপনায় এবং উপস্থিত অনুপ্রেরণীয় জনসমাবেশে ঐ দিনের অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গ সুন্দর রূপ পেয়েছিল।

৩০-তম পুনর্মিলন উৎসব ছিল পরের দু দিন, অর্থাৎ ২৯ ও ৩০ শে ডিসেম্বর ২০০১। সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে ডঃ ধূর্জটিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত। বিশেষ সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। পূর্ণাঙ্গ সুন্দর অনুষ্ঠানের শেষে, সদ্যপ্রাপ্ত রাশিবিজ্ঞান বিভাগের যে অংশটি শারীরবিদ্যা বিভাগকে হস্তান্তর করা হয়েছে, তার দ্বার উদঘাটন করেন অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে প্রাক্তন অধ্যক্ষ অমলকুমার মুখোপাধ্যায়। পরদিন, ৩০শে ডিসেম্বর কাকদ্বীপে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের জন্য এক বনভোজন বা গার্ডেন পার্টির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে, এই তিনদিনের অনুষ্ঠান সর্বার্থেই সার্থক এবং পরিপূর্ণভাবে সফলতা লাভ করেছিল।

বদলি-সংক্রান্ত কারণে এ বিভাগের শিক্ষক তালিকায় বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। গত ক'বছরে যে সব অপেক্ষাকৃত তরুণ, উদ্যোগী এবং কর্তব্যে নিষ্ঠাবান ছাত্র-দরদী শিক্ষক এ

বিভাগ পেয়েছে এরা হলেন ডঃ জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, শ্রী সুজয় দাশগুপ্ত (ঝাড়গ্রাম রাজকলেজ হতে), ডঃ সুব্রত ঘোষ (হুগলী মহসীন কলেজ হতে), শ্রী অলোক শ্যামল এবং ডঃ প্রবীর মুখার্জি (কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ হতে)। এ কলেজ হতে গত ক'বছরে বদলি হয়েছেন ডঃ পৃথ্বীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজে), ডঃ অঞ্জন বিশ্বাস (হুগলী মহসীন কলেজে) এবং শ্রী গৌতমলাল চক্রবর্তী বর্তমানে কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজে।

গভীর দুঃখের সাথে আমরা এই প্রতিবেদনে স্মরণ করছি এই বিভাগের দুই প্রাক্তন শিক্ষককে যাঁরা প্রথিতযশা এবং ছাত্রদরদী শিক্ষক-হিসেবে চিরকাল আমাদের স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল থাকবেন। এরা হলেন প্রয়াত অধ্যাপক হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, যিনি ২০০১-এর ৭ই ফেব্রুয়ারী পরলোক গমন করেন। অপরজন অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র কর্মকার, যিনি ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০০১ পরলোক গমন করেন। এদের পরলোকগত আত্মার প্রতি আমরা সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

বিভাগের গবেষণা-চিত্র এরকম। বর্তমানে বিভাগীয় প্রধানের তত্ত্বাবধানে তিনটি বড় গবেষণা প্রকল্প চালু রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের আর্থিক অনুদানে দুজন ছাত্র গবেষণা করছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রকল্পে কাজ করছেন একজন। ভারত সরকারের এন.টি.আর.এফ. (N.T.R.F.) প্রকল্পের আর্থিক অনুদানে কাজ করছেন দুজন। এ সব প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত আর্থিক অনুদান প্রায় ১২ লক্ষ, যা বিভাগীয় গবেষণা পরিকাঠামো আরও সুদৃঢ়তর করতে সাহায্য করছে। এ বছরের অণিমা দত্ত পঞ্চম স্মৃতি বক্তৃতা দেন বোস ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ডঃ অরুণ রায়, ২৮শে ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের দিন। চিত্তগ্রাহী ও বিজ্ঞান-বিষয়ক তথ্যে ভরা এই বক্তৃতা সকলের প্রশংসা লাভ করে।

বিভাগীয় শিক্ষক ডঃ সুব্রত ঘোষ লক্ষ্ণৌ-এ জানুয়ারির ৩-৭ তারিখ অনুষ্ঠিত ৮৯-তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন এবং শারীরবিদ্যা শাখায় রেকর্ডার-এর দায়িত্ব পালন করেছেন। বিভাগীয় অন্য শিক্ষক শ্রী অলোক শ্যামল ডিসেম্বরের ২৯ তারিখ হতে শিক্ষকদের জন্য আয়োজিত এক রিফ্রেসার্স কোর্সে যোগদান করেছিলেন।

সমাজতত্ত্ব বিভাগ

বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ পার্ট-টু পরীক্ষায় বিভাগের ফলাফল সন্তোষজনক হয়েছে। সর্বমোট ছয়জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। পার্ট ওয়ানের ফলাফল অভাবিতভাবে খারাপ হয়েছে। মাত্র একজন প্রথম বিভাগ পেয়েছে। প্রতি বছরের মতো এবারেও বেশকিছু ছাত্রছাত্রী দিল্লী স্কুল অফ ইকনমিক্স, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, টাটা ইন্সটিট্যুট অফ সোসাল সায়েন্সে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে যোগদান করতে পেরেছে। বিভাগীয় পঠন-পাঠনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। নিয়মিত অধ্যাপক ছাড়াও আমন্ত্রিত অধ্যাপকেরা পড়াচ্ছেন। বিভাগীয় সেমিনার গ্রন্থাগার নিয়মিত খোলা হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

অধ্যাপক অভিজিৎ মিত্র (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়) 'প্রাত্যহিক জীবনে সমাজতত্ত্ব' বিষয়ে বিভাগীয় সেমিনারে বক্তৃতা করেন। পরে ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন ও বিতর্কে আলোচনাসভা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বিভাগে 'একাকীত্ব-বিচ্ছিন্নতা' বিষয়ে আর একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়, যাতে সমস্ত আলোচনাই করে ছাত্রছাত্রীরা। বিভাগের প্রতিটি বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা এমনকি অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন গোখেল কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও তাদের গবেষণাপত্র পাঠ করে।

বিভাগীয় প্রধান ডঃ প্রশান্ত রায় Institute of Science, Education and Culture-এ 'Sociology of Science' বিষয়ে Academic Staff College, Calcutta University তে 'Work-culture in Higher Education' নিয়ে, Bhowanipur Education Society-তে Inter-disciplinary Studies in Contemporary Context বিষয়ে, Sri Shikshayatan College-এ 'Crisis in Values' নিয়ে, Pavlov Institute-এ Future of Social Science বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

অধ্যাপিকা ডালিয়া চক্রবর্তী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সমাজবিজ্ঞান কংগ্রেসে 'বাঙালী কর্মজীবনে বিশ্বায়নের প্রভাব' শীর্ষক গবেষণাপত্র দেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগে 'Employees' Union and State: an outline in clerks' associations in Bengal' শীর্ষক বক্তৃতা দেন। Journal of Asian Studies-এ (December, 2001) 'Culture in Clerks' Politics' শীর্ষক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপিকা চক্রবর্তী সমাজতত্ত্বে পি.এইচ.ডি. পেয়েছেন। এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ভেতর তিনিই প্রথম ডিগ্রী পেলেন। তিনি ডঃ প্রশান্ত রায়ের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করেন।

হিন্দী বিভাগ

বেশ কয়েকবছর মাত্র দুজন পূর্ণ সময়ের শিক্ষক হিন্দী বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। তবু সন্তোষজনক পরীক্ষাফলের ধারাবাহিকতা বজায় আছে। এ বছর পার্ট টু সাম্মানিক পরীক্ষায় ৪ জন এবং পার্ট ওয়ান সাম্মানিকে ১ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

আনন্দ এবং স্বস্তিসংবাদ যে এ বছর দুজন অধ্যাপিকা (১) রিঙ্কু ঘোষ (২) সন্ধ্যাকুমারী সিংহ বিভাগে যোগদান করেছেন। তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন।

সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অন্য তিনটি বিভাগের সঙ্গে হিন্দী বিভাগে স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের প্রস্তাব দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট বিভাগে পঠন-পাঠন সম্ভব মনে করে তা অনুমোদন করে এবং ৩৫ জন ছাত্র ভর্তি করার অনুমতি দেয়। বিভাগের শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা এজন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আনন্দবাজার পত্রিকা হিন্দী বিভাগে স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে কিছু অবান্তর প্রশ্ন তোলে।

৭০ জন এম.এ পড়ার আবেদন করে এবং ৩৫ জনকে ভর্তি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ শারীরবিদ্যা, উদ্ভিদশাস্ত্র এবং ভূগোল বিষয়ে পঠন-পাঠন প্রবর্তনে সরকারি আদেশনামা প্রকাশিত হলেও হিন্দী সম্পর্কে সরকারি আদেশনামা প্রকাশে এখনও বিলম্ব হচ্ছে।

আশা করা যায় অচিরেই স্নাতকোত্তর বিভাগে পঠন-পাঠন প্রবর্তনে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সহানুভূতি সহকারে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

স্নাতক স্তরে ছাত্র এবং অভিভাবকদের দাবি অনুযায়ী আসন সংখ্যা ২৫ থেকে বাড়িয়ে ৩০ করা হয়েছে। বিভাগের প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ ও গ্রন্থাগারের জন্য ৮০ হাজার টাকা পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও গ্রন্থনা খাতে টাকা বরাদ্দ করেছে। সেমিনার গ্রন্থাগারে নিয়মিত ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। বিভাগের নিজস্ব প্রাচীর পত্রিকাও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এ বছর বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষামূলক ভ্রমণে শান্তিনিকেতন গিয়েছিল। রিঙ্কু ঘোষ ও সন্ধ্যাকুমারী সিংহ তাদের নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। এ-বছর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট কয়েকজন সাহিত্যিক এসেছেন।

'সঞ্চার মাধ্যম অওঁর আজ কা সমাজ' বিষয়ক একটি আলোচনাচক্র আয়োজিত হয়েছে। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ ও হিন্দী বিভাগ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ জগদীশ্বর চতুর্বেদী উক্ত বিষয়ে তাঁর গবেষণাপত্র পাঠ করেন।

ক্রীড়া বিভাগ

বিগত বছরের ঐতিহ্যকে বজায় রেখে এবছরেও ক্রীড়া বিভাগ তার কর্মসূচি রূপায়ণে ব্রতী হয় মিলনী ক্রিকেট উৎসব দিয়ে। গত ১৩ই জানুয়ারি, ২০০১ তারিখ এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বহু প্রবাসী ছাত্রের সক্রিয় অংশগ্রহণ সাথক করে তুলেছিল এই অনুষ্ঠান।

প্রতি বছরের ন্যায় আন্তঃ সরকারি মহাবিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল ২রা ফেব্রুয়ারি, ২০০১ তারিখ টেব্‌ল টেনিস প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাণীপুর শারীরশিক্ষণ শিক্ষা কেন্দ্রে। দ্বিতীয় রাউন্ডে আমাদের ছেলেরা পরাজিত হয়। তারপর শুরু হয়েছিল যথাক্রমে ফুটবল ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এই দুই বিভাগে ছাত্র ও ছাত্রীদের সাফল্য আশানুরূপ নয়।

আন্তঃ বিভাগীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল ২২ শে মার্চ, ২০০১ তারিখে। ২৪ শে মার্চ, ২০০১ তারিখ চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় পদার্থ-বিদ্যা, শারীরবিদ্যা, বাংলা, উদ্ভিদবিদ্যা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সম্মিলিত দল এবং রাশিবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ও ভূগোল বিভাগের সম্মিলিত দল যথাক্রমে বিজয়ী ও বিজিতের সম্মান লাভ করে।

আন্তঃ বিভাগীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ১০ই আগস্ট ২০০১ তারিখে শুরু হয়েছিল। ১৩ই আগস্ট, ২০০১ চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় রসায়ন, দর্শন, ভূতত্ত্ব ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সম্মিলিত দল এবং রাশিবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ও ভূগোল বিভাগের সম্মিলিত দল যথাক্রমে বিজয়ী ও বিজিতের সম্মান লাভ করে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদ পরিচালিত আন্তঃ কলেজ টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় (সেপ্টেম্বর, ২০০১) আমাদের ছাত্ররা দ্বিতীয় রাউন্ডে পরাজিত হয়।

২০শে ডিসেম্বর ও ২১শে ডিসেম্বর কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী এই বিভাগ থেকে শ্রী শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতী কৃষ্ণা ভট্টাচার্য বদলি হয়েছেন যথাক্রমে হুগলি শারীরশিক্ষণ শিক্ষা কলেজে ও বেথুন কলেজে। শ্রী তরুণ বেরা সরকারি আর্ট কলেজ থেকে এই কলেজে বদলি হয়ে এসেছেন।

২০০১-এক ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত গৃহীত হিসাবে গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংখ্যা দাড়িয়েছে ২,৮০,৫১৪ এবং বাঁধানো পত্রিকার সংখ্যা ২০,১০৭। এ ছাড়া যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা বাঁধাই হওয়া প্রয়োজন সেগুলির সংখ্যাও প্রচুর। ২০০০-২০০১ সালে কেনা বই ও পত্রপত্রিকার সংখ্যা যথাক্রমে ১০,২০৮ ও ৪৯২। আলোচ্য বর্ষে ১০৫ টি গ্রন্থ, পত্রিকা ও পুস্তিকা উপহারস্বরূপ পাওয়া গেছে।

২০০০-২০০১ সালে ব্যবহৃত গ্রন্থসংখ্যা ২,০৫,৪৯২। তাঁর মধ্যে বাড়িতে ব্যবহার হয়েছে ৩৯,৭১২টি গ্রন্থ। বিভিন্ন বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরিতে পাঠানো গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৩২৫।

গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১৯৬০। বহিরাগত বিশেষ ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৯০।

বিগত কয়েক বছরে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা যেমন বেড়েছে সেই সঙ্গে বেড়েছে বিভিন্ন বিভাগে গবেষণামূলক কাজকর্ম। বেশ কয়েকটি বিভাগে স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রম শুরু হয়েছে; ফলে গ্রন্থাগারগুলির অভাব গ্রন্থাগার পরিষেবা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। বিষয়টির গুরুত্ব জানিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগের আবেদন করা হয়েছে। এ-ছাড়া গ্রন্থাগারের বই, পত্রপত্রিকা, সেলফ ও আলমারি নিয়মিত ঝাড়পোছের ব্যবস্থা করা অতি প্রয়োজনীয়। এহ কাজের জন্য অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগের আবেদন কর্তৃপক্ষের কাছে বহুদিন ধরে করা হচ্ছে।

গ্রন্থাগার পরিষেবার আধুনিকীকরণের কাজ অব্যাহত রয়েছে। ইতিমধ্যে লক্ষাধিক গ্রন্থের কম্পিউটার সূচীকরণের কাজ শেষ। প্ল্যানিং কমিশন ও ইউ.জি.সি.-র অর্থানুকূল্যে এ কাজ সম্ভব হয়েছে। প্রথমে গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে নেটওয়ারকিং এবং পরে গ্রন্থাগার ও কলেজের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে তথ্যের পরিষেবা-ব্যবস্থার রূপরেখা রচিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সহ অন্যান্য সংস্থার কাছে আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত গ্রন্থাগার কমিটি গ্রহণ করেছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজ গ্রন্থাগাব ভাবতেব শীর্ষস্থানীয় গ্রন্থাগারগুলির অন্যতম। এহ গ্রন্থাগারের বিপুল সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারেহ এর সাথকতা। এই বিবেচনায় কলেজ গ্রন্থাগারটি দীর্ঘতর সময় খুলে রাখার প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের নিকট করা হয়েছে। বলা বাহুল্য. দীর্ঘতর সময় গ্রন্থাগারটি খোলা থাকলে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও বাহিরাগত গবেষকবা বিশেষ উপকৃত হবেন। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকষণ করছি।

গ্রন্থাগারের বই ও পত্রপত্রিকা বাঁধানোর জন্য আর্থিক অনুদানের কোন ব্যবস্থা নেই। প্রতি বছর হাজার হাজার বই ও পত্রপত্রিকা কেনা হয়, সেগুলি ব্যবহারও হয়; কিন্তু ছেঁড়া বই বাঁধিয়ে পুনর্ব্যবহারের উপায় নেই। তার জন্য প্রয়োজন পৃথক রেকারিং অনুদানের ব্যবস্থা। এহ সমস্যায় আংশিক সমাধানে এগিয়ে এসেছেন জাতীয় মহাফেজখানা। তাঁরা গ্রন্থ সংরক্ষণ বাবদ আড়াই লক্ষ টাকা পাঠিয়েছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু হওয়ার অপেক্ষায়।

২০০০-২০০১ আর্থিক বছরে ইকনমিক্স্ ও পলিটিক্যাল সায়েন্স (ইপি) লাইব্রেরির উন্নয়ন খাতে রাজ্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুদানের পরিমাণ ছিল ২,২৮,৫০০ টাকা। এর মধ্যে রাজ্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুদানের পরিমাণ যথাক্রমে ১,৭৫,৫০০ টাকা ও ৫৩,০০০ টাকা। এই টাকায় ৩৩২টি গ্রন্থ ও ৬টি পত্রিকা ক্রয় করা হয়েছে। এই বর্ষে ব্যবহৃত গ্রন্থ সংখ্যা ১৩,৪৯২।

গ্রন্থাগার সহায়ক কর্মীর অভাবের জন্য গ্রন্থাগার পরিষেবার কাজ ব্যাহত হচ্ছে। এই ব্যাপারে পুনরায় কলেজ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দুই/তিন বছর যাবৎ কলেজের গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণের কাজ চলা সত্ত্বেও এখনো কোন কম্পিউটার এই গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ হয় নি। এই ব্যাপারে পুনরায় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

এ ছাড়া ই পি লাইব্রেরিতে ইন্টারকম টেলিফোনের ব্যবস্থা না থাকায় অন্য দুই লাইব্রেরি ও অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে সংবাদ ও তথ্য আদান প্রদানের বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে। এ বিষয়েও কলেজ কর্তৃপক্ষের সহৃদয় বিবেচনা একান্ত কাম্য।

কলেজ গ্রন্থাগারের রেফারেন্স বই, আসবাবপত্র ও কন্টিনজেন্সি বাবদ বরাদ্দ একটি সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে গ্রন্থাগার কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রতি বছর গ্রন্থাগারগুলির জন্য যে বিপুল সংখ্যক বই ও পত্রপত্রিকা কেনা হয় সেগুলি সুবিন্যস্ত করে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর সংখ্যা ও সংযোজিত বই ও পত্রপত্রিকার সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কন্টিনজেন্সি বাবদ অর্থ বরাদ্দ না হলে গ্রন্থাগারের পরিষেবা ব্যাহত হবে।

অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপক ও গবেষকগণের সাহায্যকল্পে একটি গ্রন্থাগারের সূচনা হয় ১৯৭৩ সালে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন Special Assistance Programme এর অনুদানেই সেন্টার ফর ইকনমিক স্টাডিজ গ্রন্থাগার যাত্রা শুরু।

এ বছরে এই Centre এ তিনজন অধ্যাপক যোগদান করেছেন। তাদের অধীনে বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী পূর্ণ সময়ের গবেষণা কার্যে যুক্ত আছে। স্বভাবতই এই গ্রন্থাগারের ব্যবহার এবং গুরুত্ব অনেক বেড়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গত বছর থেকেই এই কেন্দ্রের জন্য বিশেষ অনুদান (যা একাদিক্রমে ১৯৭৩ সাল থেকে বহাল ছিল) বন্ধ করে দিয়েছেন। এ বছরে গ্রন্থ এবং পত্রপত্রিকা রাজ্য সরকারের উন্নয়ন অনুদানে কেনা হয়েছে, তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত সামান্য। আমাদের আশা আগামী দিনে রাজ্য সরকারের অনুদান যথাযথভাবে বৃদ্ধি পাবে যাতে আমরা পূর্বমানের গ্রন্থ ও পত্রিকা ক্রয় করে এই গ্রন্থাগারের মান অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি।

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবনের দ্বারোদঘাটন হয়েছিল ১৮ ডিসেম্বর ২০০০, ভবনটির একতলার কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর। ভবনটির আরও তিনটি তল নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। পূর্ত দপ্তর দ্বিতীয় তলের এস্টিমেট তৈরি করে দিয়েছেন, উচ্চ শিক্ষা দপ্তর অর্থ মঞ্জুর করলেই কাজ শুরু হবে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের ধীর গতি বর্তমান গ্রন্থাগারের আধুনিকীকরণ ও উন্নত পরিষেবা দানের পথে প্রবীন অন্তরায়।

২০০০ সালের মে ও জুলাই মাস থেকে দুটি গ্রন্থাগারিকের পদ শূন্য পড়ে আছে। কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও শূন্যপদ পূরণ হচ্ছে না। ফলে গ্রন্থাগার পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে।

গভর্নমেন্ট ইডেন হিন্দু হস্টেল

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম বছর Eden Hindu Hostel-এর ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। হস্টেলের পরিবেশ বিগত কয়েক বছরের মত বহমান, ছাত্রদের পড়াশুনার ধারা অব্যাহত আছে। বিগত বি.এ. বি.এস.সি, বি.কম-এর ফলাফল অন্যবারের মত সন্তোষজনক।

ছাত্রদের বহু বছরের দাবি মেনে কলেজ কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি হস্টেলের নতুন পূর্ণ সময়ের জন্য স্থায়ী অধিক্ষক নিয়োগ করেছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের শারীরিক শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক মাননীয় তরুণ বেরা মহাশয় নতুন স্থায়ী অধিক্ষক হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেছেন। ফলত গত কয়েক বছরে হস্টেলে পূর্ণ সময়ের জন্য স্থায়ী অধিক্ষক না থাকার জন্য যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল বর্তমানে তা অনেকটাই কমেছে। নতুন অধিক্ষক মহাশয় কার্যভার গ্রহণ করবার পরে কিছু উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত নিতে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রথমত কলেজ গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হস্টেলের মুসলিম ছাত্র ভর্তির বিষয়টিকে ত্বরান্বিত করে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করবার পক্ষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন। দ্বিতীয়ত হস্টেলে পাবলিক এড্রেস সিস্টেম চালু করা এবং ইন্টারনেট পরিষেবার চালু করবার পক্ষে অভিমত দিয়ে ইডেন হিন্দু হস্টেলকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে অনুকূল হয়েছে। এছাড়াও হস্টেলের আভ্যন্তরিন আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে তার প্রশাসনিক দক্ষতা ও সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয়। তবে মেসিং সিস্টেম সহ আরও কয়েকটি বিষয়ে কিছু অসন্তোষ ছাত্রদের মধ্যে লক্ষ করা গেছে। সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য হস্টেলের আবাসিক এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে আরও পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রয়োজন আছে।

হস্টেলের খেলাধূলার চল অব্যাহত আছে। ভলিবল, ফুটবল এবং ক্রিকেট টুর্নামেন্টগুলি বিগত বছরগুলির মতন যথারীতি হয়েছে। ছাত্রজীবনে এর দাম অনেক, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সরকারী অনুদান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এছাড়া হস্টেলে কর্মরত কর্মীদের কিছু সমস্যা আছে যার আশু সমাধান প্রয়োজন।

পড়াশুনা, খেলাধুলার সঙ্গে সরস্বতী পূজা ও পুনর্মিলন উৎসব সুন্দরভাবে পালিত হয়েছে। নবাগত ছাত্রদের স্বাগত উৎসবে কলেজ অধ্যক্ষ অমিতাভ চ্যাটার্জি ও রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত মহাশয়েরা উপস্থিত হয়ে ছাত্রদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে গেছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজ কর্মী সাংস্কৃতিক সংস্থা

৩০ তম বার্ষিক অনুষ্ঠানে অন্যান্য বছরের মত প্রতিযোগিতা সমূহের পুরস্কার বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক “নড়বড়ে বৌ” ২৭শে সেপ্টেম্বর ’২০০১ (বৃহস্পতিবার) ডিরোজিও হলে অনুষ্ঠিত হয়।

আমাদের কলেজের বেশ কিছু শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁদের অবসর কালীন বিদায় সম্বধনা জ্ঞাপন করা হয় ডিরোজিও মঞ্চে সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে। ৩১.০৪.২০০০ থেকে ৩১.০৮.২০০১ এর মধ্যে যারা অবসর নিয়েছেন তাদের বিদায় সম্বর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন আমাদের প্রিয় অধ্যক্ষ অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথি অধ্যাপক মাণিক বল। অধ্যক্ষ ও ম্যাণিকবাবুর ভাষণ সকল কর্মীবন্ধুদের মুগ্ধ করে। প্রথম পর্বে উদ্বোধন সঙ্গীতে ছিলেন পারমিতা ব্যানার্জী ও সুকন্যা সেনগুপ্ত। পরে রেখা ঘোষ ও তপন দত্তের গান সকলেরই ভালো লাগে। কর্মীবন্ধু হরিনারায়ণ পালের মাউথ অর্গান প্রশংসার দাবী রাখে।

শারদ অবকাশের পর 'শারদ বিজয়া সম্মিলনী' ৭ই ডিসেম্বর, ২০০১ শুক্রবার দুপুর ২টায় ডিরোজিও মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের উল্লেখ্য বিষয় ছিল বাংলার লোক-সংস্কৃতি জগতের কিংবদন্তীপ্রতিম প্রতিনিধি যাত্রালক্ষ্মী শ্রীমতী বীণা দাশগুপ্তা (অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি) ও বিশ্বের দরবারে লোক সংস্কৃতির ব্যক্তিত্ব পরিচিতি—বাউল সম্রাট শ্রী পূর্ণদাস বাউলের সম্বধনা। শ্রীমতী দাশগুপ্তকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমতী দাশগুপ্তের যাত্রার গান শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

'বাংলা নাটকের গান' পরিবেশন করেন দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী ঋদ্ধি চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান শুরু থেকে নাটকের গান সকলের মনে দাগ কাটে। এরপর শ্রী পূর্ণদাস বাউল সম্রাটের সম্বন্ধে পরিচিতি দেন ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত। এছাড়া উদ্বোধন সঙ্গীত রেখা ঘোষের সকলের ভালো লাগে। বাউল সম্রাট পূর্ণদাস বাউলের হাতে অভিনন্দন পত্রটি তুলে দেন আমাদের কলেজের শিক্ষক সংসদের সম্পাদক ভূগোল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডঃ আশিস্ সরকার। সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রী সুনীল রায় এবং চাপানে ও মিষ্টি মুখে শ্রোতৃবর্গ ও অভ্যাগতদের আপ্যায়িত করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন অধ্যক্ষ অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ও সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী দেবলীনা ব্যানার্জী। হলটির সাজানোর দায়িত্বে ছিলেন তরুন রায়, কার্তিক দাশ ও আশিস মাইতি।

আমাদের কলেজের মাঠে ২৪-০৮-২০০১ অধ্যক্ষ একাদশ বনাম সাংস্কৃতিক সংস্থার সভাপতি একাদশের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ ফুটবল খেলা হয়। এই খেলায় ৩-১ গোলে সভাপতি একাদশের দল জয়লাভ করে। খেলায় সভাপতি একাদশের হয়ে গোল দেন রাজা হেলা ও মৃণাল দাস। বিরতির পর অধ্যক্ষ একাদশের পক্ষে গোল দেন মইনুল হক। উদ্বোধক অধ্যক্ষ অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক প্রশান্ত রায় (সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান) ও বিশেষ অতিথি সংস্থার সভাপতি মনোতোষ দাশগুপ্ত। খেলা পরিচালনা করেন সর্বশ্রী গৌরাঙ্গ সরকার, প্রতুল চক্রবর্তী, কল্যাণ চক্রবর্তী ও অমিতাভ ভড়।

১৩-১২-২০০১ বঙ্কিম সভাগৃহে প্রাক্তনী সংসদের উদ্যোগে দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী জ্যোতি বসু ও শ্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় চা পানের আসরে আমন্ত্রিত হন। ঐ দিন কর্মীবন্ধুদের পক্ষে আমরা তাঁদের পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধিত করি।

প্রেসিডেন্সি কলেজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি

সোসাইটি বর্তমান বছরে ৮১ বছরে পদার্পণ করেছে। সদস্য-কর্মীবন্ধুদের ঋণ দেওয়ার পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হয়েছে। বৃহৎ ঋণের পরিমাণ ১৬০০০ (ষোলো হাজার টাকা) এবং জরুরী ঋণ ২৪০০ (চব্বিশ শত টাকা) করা হয়েছে। এ বছর থেকে সদস্যবন্ধুদের পুত্রকন্যা যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাদের উৎসাহ দানের জন্য বিশেষ উপহার প্রদান করা হবে। সোসাইটি ঘরটিকে সুসজ্জিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ঘরে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোসাইটির কাজকর্ম আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে যাতে তাৎক্ষণিক ঋণ পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রাক্তনী সংসদ

এ বছর সংসদের সুবর্ণ জয়ন্তী বছর। তাই ২০০১ সালে সংসদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা দিবস ৭ই এপ্রিল একটি বিশেষ আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করা হয়। পদার্থবিদ্যার ১নং বক্তৃতা কক্ষে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীম দাশগুপ্ত, বর্তমান অধ্যক্ষ অমিতাভ চ্যাটার্জী, প্রাক্তন অধ্যক্ষরা—ডঃ সুনীল রায়চৌধুরি, ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায় ও ডঃ নিতাইচরণ মুখার্জী এবং নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রাধারমন চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন সংসদের সভাপতি ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র। অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন যুগ্ম-সম্পাদক ডঃ দীপিকা মজুমদার; অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন অধ্যাপক সুব্রত দত্ত এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যুগ্ম-সম্পাদক ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত।

সংসদের সদস্য সংখ্যা নিয়তই বাড়ছে। ৩০.১১.২০০১ পর্যন্ত আজীবন সদস্য সংখ্যা ২৮৫৩। এর ফলে সবার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা অসুবিধা হয়ে দাড়িয়েছে। প্রধানতঃ লোকবলের অভাব ও ক্রমবর্ধমান ডাকমাশুলই এর কারণ। তাই আমাদের অনুরোধ সদস্যরা যেন নিজেরাই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। অবশ্য আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কথা প্রচারের জন্য মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিক মাধ্যম ব্যবহার করি। তবুও কেউ কেউ ঠিক সময়ে অবগত হতে পারেন না। এজন্য আমরা দুঃখিত—একমাত্র ব্যক্তিগত যোগাযোগেই এই অসুবিধা দূর করতে সক্ষম। সংসদের স্থায়ী আমানত বর্তমানে ৪,০৩,৯০০ টাকা। শেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৩শে জুন, ২০০১। আগামী জুনে পরের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিতব্য।

গত প্রতিষ্ঠাতৃ দিবসের অনুষ্ঠান হয় ২০শে জানুয়ারি, ২০০১। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে এ তারিখটি ছুটির দিন নির্বিশেষে অপরিবর্তনীয়। গত অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক শীতাংশু মুখার্জি এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ-উপাচার্য এবং বর্তমান রাজ্য পরিকল্পনা আয়োগের সদস্য প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক প্রবুদ্ধনাথ রায়। ঐ দিন ডিরোজিও হলের সভায় ও পরে কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত পুনর্মিলন উৎসবে উপস্থিতি সংখ্যা ছিল প্রায় দেড় হাজার—এর মধ্যে প্রাক্তনীদের সংখ্যা ছ'শোর মত। প্রাঙ্গণের মধ্যে সঙ্গীত-আবৃত্তির আসর বসে ও এতে অংশ নেন বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা।

অন্যান্য বছরের মত এবারেও তৃতীয় বর্ষের মানববিদ্যা ও বিজ্ঞান শাখার একজন করে

ছাত্রকে সংসদের পক্ষ থেকে বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। অনুরূপ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের সেরা প্রতিযোগী ও প্রতিযোগীর জন্য।

প্রাক্তনী ও বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা হয় ১৯ শে জানুয়ারি, ২০০২। এবারের আলোচনাচক্র সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানের স্মারক হিসাবে। বিষয় নির্দিষ্ট হয়েছিল Dr. Syamaprosad Mookerjee : Personality and Ideals in current National Perspective. বক্তারা ছিলেন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল এবং আমাদের প্রাক্তনী ডঃ বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রী হিরণ্ময় কালেকার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ চিত্তব্রত পালিত; সঞ্চালনের দায়িত্বে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য লেখ্য আধিকারিক ডঃ প্রণবকুমার চ্যাটার্জি। সমস্ত অনুষ্ঠানটির সংযোজনের দায়িত্ব ছিল শ্রীমতী রায়া ভট্টাচার্যের উপর। এঁরা সবাই আমাদের প্রাক্তনী। প্রেসিডেন্সি কলেজের নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে ডিরোজিও হল-এ অনুষ্ঠিত এই আলোচনা-চক্র অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছিল। সভাশেষে শাস্ত্রীজি সংসদের কক্ষে চা-পানের সময় স্মৃতিমেদুর রোমন্থনে সকলকে আপ্লুত করেন। তাঁর জীবনানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দী আবৃত্তিতে সবাই মুগ্ধ হন।

এ বছর শারদোৎসবে প্রাক্কালে ২৩ শে সেপ্টেম্বর সকালে শিশির মঞ্চে আয়োজিত হয় সংসদের প্রযোজিত আবৃত্তি ও সঙ্গীতের অনুষ্ঠান 'আলোর অঞ্জলি'। এতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা ছিলেন—আবৃত্তিতে শ্রী প্রদীপ ঘোষ, 'ঠাকুর বাড়ির সঙ্গীত নিবেদনে শ্রীমতী রত্না বসু ও সম্প্রদায় এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশনে ছিলেন শ্রীমতী অরুণা ঘোষ। সংযোজনার দায়িত্বে ছিলেন শ্রী মনোতোষ দাশগুপ্ত। শরতের সোনাঝরা সকালে এই অনুষ্ঠানটি শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জনে শুধু সমর্থই হয়না সকলের অকুণ্ঠ সাধুবাদ অর্জন করে।

এ বছর প্রেসিডেন্সি কলেজের একাধিক যশস্বী প্রাক্তনীর শতবার্ষিকী। অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী, অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রী সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁদের মধ্যে আছেন। এ বছর ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলেজের বাংলা বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তীর শতবার্ষিকী পালিত হয়। বঙ্কিম সভাগৃহের স্মরণ-সভায় অতিসুন্দর স্মৃতিচারণ করেন যশস্বী অধ্যাপক ও সুসাহিত্যিক শঙ্করী প্রসাদ বসু মহাশয়। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক মাণিক বল, অধ্যাপক চক্রবর্তীর পুত্র অধ্যাপক দেবল চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানটির সংযোজনা করেন কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। গত ১৩ ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৫টায় প্রাক্তনী সংসদের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যবৃন্দও কলেজের বিভিন্ন বিভাগের প্রধানদের সঙ্গে একটি চা-চক্রে মিলিত হন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন দুই মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু ও শ্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। বঙ্কিম সভাগৃহে আড্ডার মেজাজে এঁরা স্মৃতি মেদুরতায় আচ্ছন্ন হয়ে কলেজে ছাত্র জীবনের সময়ের কথা অকপটে ব্যক্ত করেন। উপস্থিত সকলেই এতে প্রভূত আনন্দ ও নতুন তথ্য আবিষ্কারের রোমাঞ্চ অনুভব করেন। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত প্রাক্তন অধ্যক্ষ (অধ্যাপক সুনীল রায়চৌধুরি, অধ্যাপক অমলকুমার মুখোপাধ্যায়)-রা এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী গণেন্দ্রনাথ রায় ও খ্যাতনামা শারীরতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আর সবাই আড্ডায় অংশ নেন। সংসদের কার্যনির্বাহক সমিতির তরুণ সদস্য শ্রী অমল কুমার দাস অনবদ্য হিন্দিতে বরেণ্য

প্রাক্তনী দুজনকে সম্বোধিত করেন। সমস্ত অনুষ্ঠানটির সংযোজনায় ছিলেন অধ্যাপক সুব্রত দত্ত। স্বাগত ও প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে অধ্যক্ষ অমিতাভ চ্যাটার্জি ও সংসদের সভাপতি ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র।

ব্যারাকপুরের 'গান্ধী মিউজিয়ামে'-এ গার্ডেন পার্টি হয় ২৫শে ফেব্রুয়ারি (গত বছরের প্রতিবেদনে বিজ্ঞাপিত পরিকল্পিত ৬ই ফেব্রুয়ারি নয়)। এ বছরের 'স্টিমার পার্টি' ও 'গার্ডেন পার্টি' প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

আবারও সদস্যদের জানাচ্ছি যে সদস্য-সংখ্যা ও ডাকমাশুল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকায় প্রতিটি অনষ্ঠানের খবর প্রতিটি সদস্যের কাছে পাত্র মারফৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। পরিবর্তে আমরা মুদ্রণ ও বৈদ্যাতক মাধ্যমের সাহায্য নিচ্ছি। সদস্যরা একটু লক্ষ রাখলে ও মাঝে মাঝে সংসদ অফিসে যোগাযোগ করে নিজেদের অবহিত রাখলে ভালো হয়। সবচেয়ে বড কথা হল এই সংসদ তো প্রাক্তনীদের প্রত্যেকের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান।

সংসদের 'শারদ বার্ষিকী' এবং 'সুবর্ণ-ভাণ্ডার' হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এতে শারদ-বার্ষিকীর বিগত সংখ্যাগুলি থেকে আহরিত কিছু রচনা-মাণিক্য সংগৃহীত হয়েছে। 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' অংশে আছে অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তীর স্মৃতির প্রতি অর্পিত শ্রদ্ধার্ঘ্য।

গত এক বছরে আমরা বেশ কয়েকজন কৃতী প্রাক্তনীকে হারিয়েছি। স্ব স্ব ক্ষেত্রে যশস্বী এই প্রাক্তণীয়া হলেন—(ক) অধ্যাপক হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (শারীরবিদ্যা, কলেজের এই বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান, L 232), (খ) শ্রী পার্থবিহারী মুখার্জি (দর্শন, L 2052), (গ) চিন্ময় দাস (ভূবিদ্যা, L 565), (ঘ) শঙ্কর সেন (ভূবিদ্যা, L2698), (ঙ) দেবপ্রসাদ সিনহা (রাষ্ট্রবিজ্ঞান, L 350) এবং (চ) অশোক কুমার গাঙ্গুলি। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় একাদিক্রমে অনেকদিন সংসদের কোষধ্যক্ষ ছিলেন; চিন্ময় দাস একসময় সহ-সম্পাদক ও দেবপ্রসাদ সিনহা কার্যকরী সমিতিব সদস্য ছিলেন। আমরা এঁদের স্মরণে রাখব আগামী দিনেও।

কলেজ অফিস

বর্তমান পরিচালন ব্যবস্থায় কলেজ অফিসের চারটি বিভাগ আছে। যেমন—জেনারেল সেকশান, অ্যাকাউন্টস্ সেকশান, ক্যাশ সেকশান ও স্টুডেন্টস্ সেকশান। প্রতিটি সেকশান অসীম গুরুত্ব সহকারে কাজ করে চলেছে।

কলেজ অফিসের অন্যতম প্রধান সেকশান হলে হিসাব-শাখা। সরকারি বরাদ্দ টাকা, তা উন্নয়নমূলক খাতেই হোক বা পরিচালনা বহির্ভূত খাতেই হোক। ঠিকমত খরচা করা এবং তার হিসাব যথাযথভাবে সরকারের নিকট পেশ করা অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে হিসার শাখা সম্পাদন করে থাকে। গত আর্থিক বছরে উন্নয়নমূলক কাজে মোট 40,000,00 লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। এখানে উল্লোখত আগের আর্থিক বছরের (1999-2000) তুলনায় কম। ঐ টাকা বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে যথাযথ ভাবে খরচ হয়। এ ছাড়া উন্নয়ন বহির্ভুত খাতে বিশাল অংকের টাকা পাওয়া যায়। ঐ টাকা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বেতন, বকেয়া বেতন ও বিভাগীয় প্রয়োজনীয় খাতে খরচ হয়। গত দু'বছর ধরে বিদ্যুৎ-এর বিল ও টেলিফোনের বিল মেটাতে কলেজকে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে। তবে এই খাতে টাকা বাড়ানোর জন্য সরকারের কাছে প্রশাসনিক চাপ দেওয়া হয়েছে।

গত আর্থিক বছর ধরে এই বছর পর্যন্ত কলেজের সমস্ত শ্রেণীর কর্মচারীদের পে-কমিশনের, ক্যারিয়ার এ্যাডভ্যান্সমেন্ট, ও ইউ. জি. সি.র রিপোর্ট অনুযায়ী বর্ধিত আর্থিক পাওয়াগন্ডা মেটানো হচ্ছে। এই সমস্ত কাজে হিসার শাখা ও অন্যান্য কর্মচারীদের বাড়তি উদ্যোগ প্রশংসনীয়। অবসরপ্রাপ্ত সমস্ত শ্রেণীর কর্মচারীদের পে-কমিশনের সুবিধা পাইয়ে দেবার ব্যাপারে হিসাব শাখা দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছে।

পেনশন বা অবসরকালীন টাকা-পয়সা কর্মচারী ও শিক্ষক মহাশয়ের দ্রুত পাইয়ে দেবার ব্যবস্থায় অফিসের হিসাব শাখা সদা সতর্কতার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। যেমন গ্রাচুয়িটি, পি. এফ. পাওনা ছুটির নগদীকরণ ইত্যাদি তৎপরতার সঙ্গে মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বর্তমানে সবকাবেব নতুন নিয়ম অনুযায়ী অবসর গ্রহণের দিনেই পেনসন-গ্রাচুয়িটির চেক প্রদান করা হচ্ছে। এর জন্যে অবশ্য অফিস কর্মীদের বাড়তি কাজের চাপ পড়ছে।

কর্মচারীদের আসল ও নকল দুই ধরনের সার্ভিস বই লেখার ক্ষেত্রে উপযুক্ত লক্ষ্য রাখা হয়।

সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গেও হিসাবশাখার যোগ আছে। তাদের বিভিন্ন মেধাবৃত্তির প্রাপ্য টাকা হিসাব শাখার দ্বারা সময় মতনহ দেওয়া হয়।

কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ যে শাখার আছে তা হলো স্টুডেন্টস্ সেকশান। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই শাখা প্রচন্ড পরিশ্রম সহকারে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে কাজ করে চলেছে। বর্তমানে কলেজে আগের চাইতে আরও বেশী পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স চালু হওয়ায় অফিসেও কাজ বেড়েছেই, বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের শাখায় প্রচুর পরিমানে কাজ বেড়েছে। কিন্তু অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের শাখা কাজ সময় মত করে চলেছে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সেকশান হলো ক্যাশ সেকশান। যেখানে ছাত্র-ছাত্রী ও সমস্ত শ্রেণীর কর্মচারীদের সরাসরি যোগাযোগ আছে। সারা বৎসর ধরে ক্যাশ-সেকশান অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে। ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক কর্মচারী সকলের সঙ্গে সন্দর বোঝাপড়া এই ক্যাশ সেকশানের সঙ্গে রয়েছে।

অফিসের জেনারেল সেকশান থেকেই সমস্ত সেকশানের কাজের ওপর লক্ষ্য রাখা হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের খবরাখবর, চিঠিপত্র গ্রহণ ও তার উত্তর সমস্ত শ্রেণীর কর্মচারীদের ফাইল তদারকির কাজ এই জেনারেল সেকশান থেকে অত্যন্ত নিপুনভাবে করা হয়।

মোট কথা সামগ্রিক কলেজ পরিচালনায় কলেজ অফিস হলো একটি হৃদপিণ্ড। ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক কর্মচারী প্রত্যেকের সাথে সুন্দর স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রেখে কলেজ অফিস প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে।

অত্যন্ত সমস্যার কথা যে কিছুদিন ধরে যে সব পদ খালি হচ্ছে শিক্ষা-কর্মীদের অবসর গ্রহণ বা মারা যাবার দরুন, সেইসব পদগুলি পূরণ হচ্ছে না। অফিসে প্রধান-সহায়ক ও কেয়ার টেকারের পদ দুটি বহুদিন ধরে খালি পড়ে থাকার জন্য পদগুলির অন্যতম। যার ফলে প্রশাসনিক কাজে বর্তমানে কিছু অসুবিধা হচ্ছে।

যাই হোক অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে সর্বসময় একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা থাকার ফলে কলেজ অফিসের সমস্ত শাখার সহিত সাধারণ কর্মচারী, শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্পর্ক খুবই মধুর।

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
	—ঐ—	জিওগ্র্যাফিক্যাল ইনস্‌টিটিউট বুক প্রাইজ	সাম্মানিক ভূগোলে প্রথম
১২	সুদীপ্ত সরকার বি. এস-সি., ৫২	চন্দ্রনাথ মৈত্র পদক	সাম্মানিক ভূতত্ত্বে প্রথম
১৩	শর্মিষ্ঠা দত্ত বি. এস-সি., ০৩	প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ পুরস্কার (রাশিবিজ্ঞান পুনর্মিলন উৎসব ১৯৭৪ কর্তৃক প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাশিবিজ্ঞানে প্রথম
১৪	সায়ণ মুখার্জী বি. এস-সি., ৪৩	সুদীপ সোম স্মৃতি পুরস্কার (ড. সুধীরচন্দ্র সোম প্রদত্ত)	সাম্মানিক রসায়নে প্রথম
১৫	স্বাগতা ব্যানার্জী বি. এস-সি., ৩০৮	কুঞ্জবিহারী বসাক পদক	সাম্মানিক ব্যবহারিক রসায়নে প্রথম
১৬	সন্দীপ মজুমদার বি. এস-সি.. ৩৩	ড. সতীনাথ বাগচি স্মৃতি পুরস্কার (শ্রী প্রতুলকুমার বাগচি প্রদত্ত)	সাম্মানিক গণিতে প্রথম
১৭	শময়িতা রায় বি. এস-সি., ২২	কার্তিক চন্দ্র মুখার্জী স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক পদার্থবিদ্যায় প্রথম
	—ঐ—	পার্থসারথি গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক পরিমল সেন প্রদত্ত)	সাম্মানিক পদার্থবিদ্যায় প্রথম
১৮	নাজিয়া মুজিব বি. এস-সি., ২১৯	অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জী পুরস্কার (শারীরবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রদত্ত)	সাম্মানিক শারীরবিদ্যায় প্রথম
	—ঐ—	অধ্যাপক অচিন্ত্য মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার (শারীরবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রদত্ত)	সাম্মানিক শারীরবিদ্যায় প্রথম
১৯	প্রিয়দর্শিনী চ্যাটার্জী বি. এস-সি., ১০৫	অপরাজিতা চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার (অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় ও পূরবী চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত)	সাম্মানিক উদ্ভিদবিদ্যায় প্রথম
২০	সোমেন মুখার্জী বি.এ,	অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার (ড. উমা দাশগুপ্ত প্রদত্ত)	সাম্মানিক ইতিহাসে সবথেকে উৎসাহী ছাত্র

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় বি.এ./বি. এস-সি পার্ট ওয়ান ও পার্ট টু পরীক্ষা, ২০০১-এর ফলের ভিত্তিতে :—

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
২১	অমৃতা ব্যানার্জী বি.এ., ৩৩ (দর্শন)	নীরদবরণ বক্সি স্মৃতি পুরস্কার এবং ডঃ শ্যামল কুমার চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি ছাত্রবৃত্তি (প্রদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত)	বি.এ অনার্সের সবকটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম
	—ঐ—	কার্তিকচন্দ্র মল্লিক স্মৃতি পদক	সাম্মানিক দর্শনে প্রথম
	—ঐ—	অধ্যাপক প্রবাসজীবন চৌধুরী পুরস্কার (আশাবরী, ঋতাবরী ও রুচিরা চৌধুরী এবং দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত)	সাম্মানিক দর্শনে প্রথম
২২	রাজদীপ সেন শর্মা বি. এস-সি., ৩৮ (পদার্থবিদ্যা)	নীরদবরণ বক্সি স্মৃতি পুরস্কার	বি. এস-সি অনার্সের সবকটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম
	—ঐ—	অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পদক (ববিব্রত মুখার্জী ও পূরবী মুখার্জী প্রদত্ত)	বি.এস-সি অনার্সের সবকটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম
	—ঐ—	মনোরঞ্জন মিত্র স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক মনীন্দ্র মিত্র প্রদত্ত)	গণিত বাদে বি. এস-সি অনার্সের সবকটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম
২৩	ঋদ্ধি মজুমদার বি. এস-সি., ১২৮	জে সি নাগ স্মৃতি পদক	স্নাতক উদ্ভিদবিদ্যায় প্রথম
	—ঐ—	ধীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক তারাপদ চ্যাটার্জী প্রদত্ত)	—ঐ—
২৪	সম্বুদ্ধ বি. এস-সি., ১৫৯	জে সি সিংহ পুরস্কার	স্নাতক অর্থনীতিতে প্রথম
	—ঐ—	ইউ এন ঘোষাল পুরস্কার	স্নাতক অর্থনীতিতে প্রথম
২৫	ভামিদি শ্রীকল্যাণী শংকর বি. এস-সি., ২০	সুশীল কুমার ব্যানার্জী স্মৃতি পদক (রানু ও পূরবী ব্যানার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাশিবিজ্ঞানে প্রথম
	—ঐ—	অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ পুরস্কার (রাশিবিজ্ঞান পুনর্মিলন উৎসব তহবিল ১৯৭৪ প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাশিবিজ্ঞানে প্রথম
	—ঐ—	অহিভূষণ চ্যাটার্জী স্মৃতি পুরস্কার (সম্প্রীত চ্যাটার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাশিবিজ্ঞানে প্রথম

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
২৬	দীপাঞ্জন দাস বি. এস-সি., ২৫৩	সুশীল কুমার ব্যানার্জী স্মৃতি পুরস্কার (রানু ও পূরবী ব্যানার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক গণিতে প্রথম
	—ঐ—	জ্ঞানেন্দ্রভূষণ মুখার্জী পুরস্কার (অনিল কুমার মুখার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক গণিতে প্রথম
	—ঐ—	মেঘনাদ সাহা স্মৃতি পুরস্কার (শ্যামসুন্দর বসাক প্রদত্ত)	সাম্মানিক গণিতে প্রথম
	—ঐ—	বিভূতিভূষণ সেন পুরস্কার (অধ্যাপক মনীন্দ্র মিত্র প্রদত্ত)	সাম্মানিক গণিতে প্রথম
২৭	শালিনী চৌধুরী বি.এ., ১৬	কুরুভিল্লা জ্যাকারিয়া স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক ইতিহাসে প্রথম
	—ঐ—	হিমানী দেবী স্মৃতি পুরস্কার (কমল কুমার ঘটক প্রদত্ত)	সাম্মানিক ইতিহাসে প্রথম
	—ঐ—	অজয় ব্যানার্জী স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক ইতিহাসে প্রথম
২৮	সায়নি বসু বি.এ., ১৪	অধ্যাপক অমল ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার (সুকুমারী ভট্টাচার্য প্রদত্ত)	সাম্মানিক ইংরাজীতে প্রথম
	—ঐ—	অধ্যাপক তারাপদ মুখার্জী স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক অশোক মুখার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক ইংরাজীতে প্রথম
	—ঐ—	তারাপ্রসাদ মুখার্জী স্মৃতি পুরস্কার রৌপ্যপদক (অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক ইংরাজীতে প্রথম
	—ঐ—	বিভাবতী সরকার স্মৃতি পুরস্কার (মঞ্জরী বসু প্রদত্ত)	—ঐ—
২৯	নিলয় বক্সী বি.এ., ৯৫	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র প্রদত্ত)	সাম্মানিক বাংলায় প্রথম
	—ঐ—	আশুতোষ মুখার্জী স্মৃতি পুরস্কার (শ্যামসুন্দর বসাক প্রদত্ত)	সাম্মানিক বাংলায় প্রথম

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
৩০ (ক)	শর্মিষ্ঠা গড়রায় বি.এ., ১০৬	বাণী বসু স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক বাংলায় ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম
(খ)	সোমা দে বি.এ., ৫৫	—ঐ—	সাম্মানিক বাংলায় ছাত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয়
৩১	ঋতুপর্ণা দে বি.এ., ১১১	রাজেন্দ্রকিশোর স্মৃতি পুরস্কার (ড. নির্মল চন্দ্র বসু রায়চৌধুরী প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথম
	—ঐ—	নীতিশচন্দ্র চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার (দেবাঞ্জন চক্রবর্তী প্রদত্ত)	—ঐ—
	—ঐ—	চন্দন কুমার ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক অজিত ভট্টাচার্য প্রদত্ত)	—ঐ—
৩২	অর্পিতা দাস বি.এ., ১৯	নির্মলচন্দ্র বসু রায়চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার (বেলা বসু রায়চৌধুরী প্রদত্ত)	সাম্মানিক সমাজতত্ত্বে প্রথম
৩৩	কুণালকুমার সিং বি.এ., ১০০	অখিল ভারতীয় প্রগতিশীল সুলতানপুর সমাজ পুরস্কার	সাম্মানিক হিন্দিতে প্রথম
৩৪ (ক)	ঋতব্রত সরকার বি. এস-সি., ৩৯	অহিভূষণ চ্যাটার্জী স্মৃতি পুরস্কার (সম্প্রীত চ্যাটার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাশিবিজ্ঞানে দ্বিতীয়
৩৫	কন্দর্পপ্রিয় বসু বি. এস-সি., ২৯৯	চারুশীলা দেবী পুরস্কার (শ্রী সন্তোষ কুমার চ্যাটার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক গণিতে দ্বিতীয়
৩৬	সুমনা রায় বি. এস-সি., ২৭৭	রামানুজ পাত্তু আয়েঙ্গার স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক গণিতে তৃতীয়
৩৭	রাজদীপ সেন শর্মা বি. এস-সি., ৩৮	স্বপন সাহা স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক পদার্থবিদ্যায় প্রথম
	—ঐ—	মাখনলাল সরকার স্মৃতি পুরস্কার (মঞ্জরী বসু প্রদত্ত)	—ঐ—
৩৮	দুর্বা রায় বি. এস-সি., ২৩১	কানিংহাম স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক রসায়নে প্রথম
	—ঐ—	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শতবার্ষিক পুরস্কার	—ঐ—

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
	—ঐ—	অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত পুরস্কার	—ঐ—
৩৯	সংকেত দাস এম.এস-সি.	কলেজ পুরস্কার	কলেজের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া রসায়নে কলেজের শ্রেষ্ঠ স্নাতক
৪০	শুভদীপ চক্রবর্তী বি. এস-সি., ১৬০	অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক শারীরবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণদের মধ্যে প্রথম
৪১	মধুছন্দা মন্ডল বি. এস-সি., ৬৯	অপরাজিতা স্মৃতিপদক (অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী প্রদত্ত)	সাম্মানিক প্রাণীবিদ্যায় প্রথম
৪২	ময়ূরী ভট্টাচার্য বি. এস-সি., ৯১	জিওগ্রাফিক্যাল ইন্সটিটিউট পুরস্কার	সাম্মানিক ভূগোলে প্রথম
৪৩	রাজদীপ সেন শর্মা বি. এস-সি., ৩৮ (পদার্থবিদ্যা)	প্রিয়দারঞ্জন রায় স্মৃতি পুরস্কার (দিলীপ কুমার রায় প্রদত্ত)	সাম্মানিক রসায়নে/ পদার্থবিদ্যায় প্রথম

(গ) বিশ্ববিদ্যালয় এম.এ./এম. এস-সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষা, ২০০০-এর ফলের ভিত্তিতে ঃ—

৪৪	পৌলমী সাহু এম. এস-সি.,	গঙ্গাদাস সারদা ছাত্রবৃত্তি (জি এস সারদা প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর ভূতত্ত্বে প্রথম
৪৫	অসীম চক্রবর্তী এম. এস-সি.,	গঙ্গাদাস সারদা পুরস্কার (জি এস সারদা প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর ভূতত্ত্বে দ্বিতীয়
৪৬	অর্নব হালদার এম. এস-সি.,	সন্দীপ সোম স্মৃতি পুরস্কার (ড. সুবীর সোম প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর রসায়নে প্রথম
৪৭	অপরাজিতা দে এম. এস-সি., ১০৬	পার্থসারথি গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক পরিমল সেন প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর পদার্থবিদ্যায় প্রথম

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় এম.এ./এম. এস-সি পার্ট-টু পরীক্ষা, ২০০০-এর ফলের ভিত্তিতে ঃ—

৪৮	অনুরাধা মজুমদার এম.এ., ২৯	অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার	স্নাতকোত্তর ইংরাজীতে প্রথম
৪৯	শর্মিষ্ঠা গুপ্ত এম.এ., ৭৫	চন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি পদক	স্নাতকোত্তর ইতিহাসে প্রথম
৫০	দেবযানী কুমার এম.এ., ৭	জীবনানন্দ দাশ পুরস্কার (অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর বাংলায় প্রথম
৫১	অনিন্দিতা মজুমদার এম.এ., ৬৯	লীলাবতী রায় স্মৃতি পুরস্কার (দেবাঞ্জন চক্রবর্তী প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথম

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
৫২	শ্রেয়া মিত্র এম.এ., ১৯	শ্যামাপদ ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক অজিত ভট্টাচার্য প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর দর্শনে প্রথম
৫৩	ঝিমলি সেনগুপ্ত এম. এস-সি., ১৮৬	কার্নিংহাম স্মৃতি পুরস্কার	স্নাতকোত্তর রসায়নে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম
	—ঐ—	প্রিয়দারঞ্জন রায় স্মৃতি পুরস্কার (দিলীপ কুমার রায় প্রদত্ত)	—ঐ—
	—ঐ—	স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী স্মৃতি পুরস্কার	—ঐ—
৫৪	মৈত্রেয়ী মুখার্জী এম. এস-সি., ১৬৬	অধ্যাপক নরেন্দ্রমোহন বসু পুরস্কার	স্নাতকোত্তর শারীরবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম

(ঙ) কলেজ পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে ঃ—

৫৫	(ক) অমৃতা ব্যানার্জী বি. এ., ৩৩	অরুণ কুমার রায় স্মৃতি পুরস্কার (রীতা রায় প্রদত্ত)	পার্ট ওয়ান টেস্টে ২০০০ পরীক্ষার সকল বিষয়ের মধ্যে প্রথম
	(খ) রাজর্ষি দে বি. এস-সি., ১০		
৫৬	শাঁওলী শিল বি.এ., ৪০ দর্শন	ভোলানাথ দাস স্মাত পুরস্কার (অভিজিৎ, নারায়ণচন্দ্র, শ্যামাপদ ও বিশ্বনাথ দাস প্রদত্ত)	বি.এ অনার্সের বাৎসরিক পরীক্ষায় সবকটি বিষয়েব মধ্যে প্রথম
৫৭	সুতীর্থ ঘোষ বি. এস-সি., ৪৯ রাশিবিজ্ঞান রসায়ন	—ঐ—	বি. এস-সি অনার্সের বাৎসরিক পরীক্ষায় সবকটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম
৫৮	ঐন্দ্রিলা ভট্টাচার্য বি. এস-সি., ২৬	বিজয় স্মৃতি ছাত্রবৃত্তি	সাম্মানিক বসায়নে বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম
৫৯	সুতীর্থ ঘোষ বি. এস-সি., ৪৯	সুরেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি পুরস্কার (শ্রী শশধর বসু প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাশিবিজ্ঞানে বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম
৬০	সৌম্যজিৎ দত্ত বি. এস-সি., ৫০	সুরেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি পুরস্কার (শ্রী উৎপল বসু প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাশিবিজ্ঞানে বাৎসরিক পরীক্ষায় দ্বিতীয়
৬১	অর্পিতা চ্যাটার্জী বি. এস-সি., ১০১	নির্মল কান্তি মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার (মুকুল মজুমদার প্রদত্ত)	সাম্মানিক অর্থনীতিতে বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
৬২	অনিন্দিতা মজুমদার বি.এ., ৪৯	—ঐ—	সাম্মানিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম
৬৩	ঋতুপর্ণা দে বি.এ., ১১১	নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার (শ্রী দেবাঞ্জন চক্রবর্তী প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পার্টওয়ান টেষ্টে প্রথম
৬৪	ফল বেরোয়নি	দেবাশিস চন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক ডি চন্দ্র প্রদত্ত)	অর্থনীতিতে পার্টওয়ান টেষ্টে প্রথম
৬৫	জয়সী দাসগুপ্ত বি. এস-সি., ৬০	নিস্তারিনী দাসী পুরস্কার	সাম্মানিক পদার্থবিদ্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ ল্যাবরেটরি নোটবই
৬৬	পৌলমী ব্যানার্জী বি. এস-সি., ১২৫	জিওগ্রাফিক্যাল ইন্সটিটিউট পুরস্কার	বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম

(চ) অন্যান্য পদক/ছাত্রবৃত্তি

৯৭ (ক)	এম. এস-সি.,	ভূপেন্দ্র চন্দ্র দাস স্মৃতি পুরস্কার	স্নাতকোত্তর গণিত বিভাগে দুজন শ্রেষ্ঠ ছাত্র
(খ)	এম. এস-সি.,		
৬৮ (ক)	বি. এস-সি.,	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় পুরস্কার	রসায়ন স্নাতক পরীক্ষায় মেধা অনুসারে দুজন ছাত্র/ছাত্রী
(খ)	বি. এস-সি.,		
৬৯ (ক)	বি. এস-সি.,	সুখময় চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার (ললিতা চক্রবর্তী প্রদত্ত)	মেধা ও সঙ্গতির বিচারে হস্টেল স্টাইপেণ্ড
(খ)	ত্রিদিব মণ্ডল বি.এ.,		
৭০ (ক)	রোমি সাহা বি.এ., ৪২	প্রেসিডেন্সি কলেজ এ্যালামনি এসোসিয়েশন পুরস্কার	মেধানুসারে তৃতীয় বর্ষের দুজন ছাত্র/ছাত্রী
(খ)	সৌরভ সোম বি. এস-সি., ২১		
৭১ (ক)	বি. এস-সি.,	রাজশেখর বসু স্মৃতি ছাত্রবৃত্তি (দীপঙ্কর বসু প্রদত্ত)	মেধা ও সঙ্গতির বিচারে হস্টেল স্টাইপেণ্ড
(খ)	ত্রিদিব মণ্ডল বি.এ.,		
৭২	সুমন চক্রবর্তী ৩য় বর্ষ রসায়ন	ইলা মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পদক (অমলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত)	মানবিক গুণাবলীর বিচারে শ্রেষ্ঠ ছাত্র / ছাত্রী

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
৭৩	অরিন্দম বসাক বি. এস-সি., ১১৭	জিওগ্রাফিক্যাল ইন্সটিটিউট পুরস্কার	সাম্মানিক ব্যবহারিক ভূগোলের বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম
৭৪	শাশ্বত দাস বি. এস-সি., ১৫৭	—ঐ—	সাম্মানিক ব্যবহারিক ভূগোলের পার্টওয়ান পরীক্ষায় প্রথম
৭৫	কাকলী সাহা বি. এস-সি., ১২৯২	—ঐ—	সাম্মানিক ব্যবহারিক ভূগোলের পার্ট টু পরীক্ষায় প্রথম
৭৬	প্রীতম শিল বি. এস-সি., ২২৭	নীহার রঞ্জন দত্ত স্মৃতি পুরস্কার (সূর্যদীপ্ত দত্ত প্রদত্ত)	সাম্মানিক ভূতত্ত্বে প্রথম
৭৭ (ক)	সৌভিক দত্ত বি. এস-সি.	Eden Hindu Hostel Centenary Scholarship	পার্টওয়ান পরীক্ষায় প্রথম
(খ)	সিদ্ধার্থ শর্মা বি কম.		
(গ)	বিশ্বরূপ ঘোষ বি. এ.		
৭৮	অন্বেষা তপাদার বি. এস-সি. ২০২	সুখময় চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার (চারুসিতা চক্রবর্তী প্রদত্ত)	মেধা ও সঙ্গতির বিচারে তৃতীয় বর্ষের মহিলা হস্টেল স্টাইপেণ্ড
৭৯	অমৃতা ব্যানার্জী বি. এ., ৩৩ দর্শন	শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্বর্ণপদক (শ্রীমতী আরতি ভট্টাচার্য প্রদত্ত)	সর্বাধিক ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন স্নাতক (কলা বিভাগ)

পরিশিষ্ট-৩

অছি তহবিলের তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	অছি তহবিলের নাম	দাতার নাম	অর্থের পরিমাণ
১.	নির্মল কান্তি মজুমদার ফাণ্ড	শ্রী মুকুলরঞ্জন মজুমদার	১০,০০০/
২.	অমল ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী সুকুমারী ভট্টাচার্য	৫,০০০/
৩.	দেবাশিস চন্দ্র মেমোরিয়াল ফাণ্ড	ড. ডি. চন্দ্র	৫,০০০/
৪.	গঙ্গাদাস সার্দা মেমোরিয়াল	শ্রী জি. এস. সার্দা	২০,০০০/
৫.	এস. এন. বোস মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী শশধর বোস এবং উৎপল বোস	১,৫০০/
৬.	রাজেন্দ্র কিশোর মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী এন. সি. বসুরায় চৌধুরী	২,০০০/
৭.	সুদীপ সোম মেমোরিয়াল ফাণ্ড	ড. এস. সি. সোম	১০,০০০/
৮.	প্রো এস. সি. মহলানবিশ ফাণ্ড	ড. এন. ব্যানার্জি	৫,০০০/
৯.	প্রো সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জি ফাণ্ড	শারীর বিদ্যা বিভাগ	৬,০০০/
১০.	প্রো অচিন্ত্যকুমার মুখার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শারীর বিদ্যা বিভাগ	৪,০০০/
১১.	প্রো নরেন্দ্রমোহন বসু মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শারীর বিদ্যা বিভাগ	৫,০০০/
১২.	তারাপ্রসাদ মুখার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	প্রো এস. পি. মুখার্জি	৫,০০০/
১৩.	এন. সি. বসুরায় চৌধুরী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী বেলা বসুরায় চৌধুরী	৫,০০০/
১৪.	প্রো প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত ফাণ্ড	রসায়ন বিভাগ	১০,০০০/
১৫.	নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ফাণ্ড	শ্রী শ্যাম সুন্দর বসাক	২,৫০০/
১৬.	ডঃ মেঘনাদ সাহা মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী শ্যাম সুন্দর বসাক	২,৫০০/
১৭.	স্যার আশুতোষ মুখার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী শ্যাম সুন্দর বসাক	২,৫০০/
১৮.	প্রো সুখময় চক্রবর্তী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	সুখময় চক্রবর্তী মেমোঃ ট্রাস্ট	৬০,০০০/
১৯.	কার্তিকচন্দ্র মুখার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী সুস্মিতা মুখার্জি	১০,০০০/
২০.	প্রো অরুণকুমার রায় মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী রীতা রায়	২৫,০০০/
২১.	হিমানী দেব মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী কমলকুমার ঘটক	২,৫০০/
২২.	ডিপার্টমেন্ট অব্ সোশিওলজি ফাউণ্ডেশান ফাণ্ড	শ্রী প্রশান্ত রায়	৫,০০০/
২৩.	তারাপদ মুখার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী অশোককুমার মুখার্জি	৫,০০০/
২৪.	মনোরঞ্জন মিত্র মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী মণীন্দ্রচন্দ্র মিত্র	১০,০০০/
২৫.	বিভূতিভূষণ সেন মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী মণীন্দ্রচন্দ্র মিত্র	১০,০০০/
২৬.	অরিজিৎ সেনগুপ্ত মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী আরতি রায়	১২,০০০/
২৭.	অখিল ভারতীয় প্রগতিশীল সুলতানপুর সমাজ ফাণ্ড	অখিল ভারতীয় প্রগতিশীল সুলতানপুর সমাজ	৫,০০০/
২৮.	অপরাজিতা মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী দিলীপকুমার চক্রবর্তী	৫,০০০/
২৯.	ড. সতীনাথ বাগচী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী প্রতুলকুমার বাগচী	৫,০০০/
৩০.	ড. হরপ্রসাদ মিত্র মেমোরিয়াল ফাণ্ড	ড. নমিতা মিত্র	৫,০০০/
৩১.	প্রবাসজীবন চৌধুরী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী আশাবরী চৌধুরী, ঋতাবরী রায়, শ্রীমতী রুচিরা মজুমদার	৪,০০০/
৩২.	নীবদববণ বক্সী মেমোরিয়াল ফাণ্ড		৬,৫০০/

ক্রমিক সংখ্যা	অছি তহবিলের নাম	দাতার নাম	অর্থের পরিমাণ
৩৩.	প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ মেমোরিয়াল ফাণ্ড		৪,০০০/
৩৪.	স্বপ্ন সাহা মেমোরিয়াল ফাণ্ড		১,০০০/
৩৫.	বিজয় মেমোরিয়াল স্কলারশিপ ফাণ্ড		১০,৯০০/
৩৬.	প্রো পি. সি. মহলানবিশ ফাণ্ড	রাশিবিজ্ঞান পুনর্মিলন উৎসব কমিটি ১৯৭৪	৪,২০০/
৩৭.	ধ্রুব দাস অ্যাথলেটিক ফাণ্ড		৯৫০/
৩৮.	ডোনেশন ফ্রম স্যাডলার হল		১,১০০/
৩৯.	কার্তিকচন্দ্র মল্লিক মেমোরিয়াল ফাণ্ড		১,৩০০/
৪০.	বি. সি. দাস, স্কলারশিপ ফাণ্ড		১৮,৫০০/
৪১.	চন্দ্রনাথ মৈত্র মেডাল ফাণ্ড		৫০০/
৪২.	প্রেসিডেন্সি কলেজ এ্যাসেম্বলি হল ফাণ্ড		৩,০০০/
৪৩.	আনক্লেমড ডিপোজিট মানি ফাণ্ড		১,৯০০/
৪৪.	স্যার আশুতোষ মেমোরিয়াল ফাণ্ড		১,৭০০/
৪৫.	কুরুভিল্লা জ্যাকারিয়া মেমোরিয়াল ফাণ্ড		১,২৯,৬০০/
৪৬.	জে. সি. নাগ মেমোরিয়াল ফাণ্ড		৬০০/
৪৭.	বাণী বসু মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড		১,৯০০/
৪৮.	কুঞ্জবিহারী বসাক মেমোরিয়াল ফাণ্ড		২০০/
৪৯.	মহারাজ গোয়ালিয়র মেডাল ফাণ্ড		৯০০/
৫০.	সিন্ধিয়া সিলভার মেডাল ফাণ্ড		৩,৫০০/
৫১.	প্রেসিডেন্সি কলেজ গ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপ ফাণ্ড		৪,৭০০/
৫২.	প্রেসিডেন্সি কলেজ গ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপ ফাণ্ড		১,৬১,০০০/
৫৩.	অরুণ সরকার মেমোরিয়াল ফাণ্ড		৩০০/
৫৪.	অ্যাসট্রোনমিক্যাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া ফাণ্ড		১,০০০/
৫৫.	চন্দ্রনারায়ণ গোল্ড মেডাল		১,৫০০/
৫৬.	বি. সি. লাহা ফ্রি স্টুডেন্টশিপ		৮,০০০/
৫৭.	গিরিশচন্দ্র দেব প্রাইজ ফাণ্ড		৮০০/
৫৮.	এইচ্ শীল কবিরত্ন মেমোরিয়াল ফাণ্ড		৪০০/
৫৯.	রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ফাণ্ড		২,০০০/
৬০.	ক্যানংহাম মেমোরিয়াল ফাণ্ড		২,৭০০/
৬১.	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্কলারশিপ ফাণ্ড		১০,৩০০/
৬২.	(১) টি. এস. স্টার্লিং স্টাইপেণ্ড ফাণ্ড	প্রো টি. এস. স্টার্লিং	৩,৩০,০০০/
৬৩.	(২) টি. এস. স্টার্লিং পুওর ফাণ্ড	প্রো টি. এস. স্টার্লিং	৬৩,৭০০/
৬৪.	প্রিন্সিপাল, প্রেসিডেন্সি কলেজ ফাণ্ড		৪,২৫,০০০/
৬৫.	চারুচন্দ্র ঘোষ মেমোরিয়াল ফাণ্ড		১,৫০০/
৬৬.	শ্যামাপদ ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী অজিত কুমার ভট্টাচার্য	৫,০০৩/
৬৭.	নীতিশচন্দ্র চক্রবর্তী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী দেবাঞ্জন চক্রবর্তী	২,৫০০/
৬৮.	নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী দেবাঞ্জন চক্রবর্তী	২,৫০০/

ক্রমিক সংখ্যা	অছি তহবিলের নাম	দাতার নাম	অর্থের পরিমাণ
৬৯.	লীলাবতী রায় মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী দেবাঞ্জন চক্রবর্তী	২,৫০০/
৭০.	পার্থসারথি গুপ্ত মেমোরিয়াল ফাণ্ড	ড. পরিমলকৃষ্ণ সেন	১০,০০০/
৭১.	ইলা মুখোপাধ্যায় মেমোরিয়াল ফাণ্ড	ড. অমলকুমার মুখোপাধ্যায়	৬,০০০/
৭২.	রাজশেখর বসু মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী দীপঙ্কর বসু	২৫,০০০/
৭৩.	অজয়চন্দ্র ব্যানার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী মঞ্জু ব্যানার্জি	১৫,০০০/
৭৪.	চন্দন ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী অতসী ভট্টাচার্য	৬,০০০/
৭৫.	ইউ. এন্. ঘোষাল মেমোরিয়াল ফাণ্ড		১,৫০০/
৭৬.	অপরাজিতা চট্টোপাধ্যায় মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী পূরবী চট্টোপাধ্যায়	৫,০০০/
৭৭.	সুশীলকুমার ব্যানার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী রাণু ব্যানার্জি ও শ্রীমতী পূরবী মুখার্জি	৩০,০০০/
৭৮.	অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী রবিব্রত মুখার্জি ও শ্রীমতী পূরবী মুখার্জি	১০,০০০/
৭৯.	আইভূষণ চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী সম্প্রীত চ্যাটার্জি	২০,০০০/
৮০.	ভোলানাথ দাস মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী অভিজিৎকুমার দাস শ্রী নারায়ণ চন্দ্র শ্রী শ্যামাপদ দাস ও শ্রী বিশ্বনাথ দাস	৫,০০০/
৮১.	প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন এণ্ডাউমেণ্ট ফাণ্ড		৪০,০০০/
৮২.	প্রেসিডেন্সি কলেজ ফাণ্ড ফর কলেজ ফাংশন, সেমিনারস্		৩৫,০০০/
৮৩.	অ্যানুয়েল প্রাইজেস্ ইন জিওগ্রাফ : ভূগোল বিভাগ		৭,৫০০/
৮৪.	রামানুঝ পাট্টু আয়েঙ্গার মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী সরযূ আয়েঙ্গার	৫,০০০/
৮৫.	প্রয়াত মাখন লাল সরকার প্রাইজ ফাণ্ড	শ্রীমতী মঞ্জরী বসু	৫,০০০/
৮৬.	প্রয়াতা বিভাবতী সরকার প্রাইজ ফাণ্ড	শ্রীমতী মঞ্জরী বসু	৫,০০০/
৮৭.	অশীন দাশগুপ্ত বুক প্রাইজ	শ্রীমতী উমা দাশগুপ্ত	১০,০০০/
৮৮.	সেণ্টেনারী স্কলারশিপ্ ফাণ্ড, গভর্নমেণ্ট কলেজ, হিন্দু হস্টেল		১৫,০০০/
৮৯.	ধীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জা মেমোরিয়াল ফাণ্ড	তারাপদ চ্যাটার্জী প্রদত্ত	১০,০০০/
৯০.	অধ্যাপক শ্যামল কুমার চ্যাটার্জী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী প্রদীপ চ্যাটার্জী	৬৪,০০০/
৯১.	নীহার রঞ্জন দত্ত মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী সূর্যদীপ্ত দত্ত	১৩,০০০/
৯২.	শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্বর্ণপদক	শ্রীমতী আরতি ভট্টাচার্য	৫০,০০০/
৯৩.	প্রিয়দারঞ্জন রায় বুক প্রাইজ্	শ্রী দিলীপ কুমার রায়	১৬,০০০/
		মোট	১৮,৯১,১৫০/

পরিশিষ্ট ৪

বিভিন্ন বিভাগের বিবিধ গবেষণা প্রকল্পের তালিকা

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

অধ্যাপক মদনমোহন ভট্টাচার্য

Comparison of the temperature strees on two species of Allium-its effect on cell division and macromolecular synthesis.

ডঃ মলয় চক্রবর্তী, ডঃ সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং ডঃ অশোককুমার দাস

1. Systematic survey and searching of antimicrobial substances in the different lichen species of North Himalayan region.

2. Studies on leaf inhabiting pathogenic fungi of South 24-Parganas

অধ্যাপক সত্যরঞ্জন সাহা

Effect of pesticides on microbes and bioremediation by microbes.

ডঃ সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ

1. Evaluation of some plant extracts and fungal antagonists for biological control of common parasites of cash crops in Hooghly and Midnapore districts of West Bengal (U.G.C. Project).

2. Evaluation of some plant extracts for biological control of common parasites of cash crops in Hooghly district of West Bengal. (Collaborator Dr. A. K. Das) : Proceedings, National Symposium on Tropical Mycology, Kolkata.

3. Efficacy of different extracts of some plants for antimicrobial activity.

ডঃ তড়িৎকুমার সাধু

1. Studies on the effect of low voltage electricity on germination, growth and uptake in certain cereal and root crops–U.G.C. minor research project.

2. Effect of nitrogen form on mineral composition and chlorophyll concentration of maize. Ind. Agric., Vol 45 (1 & 2), PP-43-45, 2001 (With Dr. N. C. Chattopadhyay).

3. Effect of nitrogen form on growth and uptake in wheat seedlings (Communicated).

ড. মধুব্রত চৌধুরী

1. Cytological effects of a fungicide on plant cell.

2. Differences in macromolecular content and seed proteins profile in two varieties of chickpea.

3. Cytological effects of Urea on plant cells. (Jointly with R. Pal) J. Nat. Bot Soc. 55 (In press) (2001).

ডঃ অশোককুমার দাস

1. Nature and distribution pattern of plant pathogenic hypomycetous fungi of Hooghly district of West Bengal. A minor research project of UGC.

2. Screening of some angiospermic plants for non-conventional methods of control against folicolous Deuteromycetous fungi of Hooghly district of West Bengal. (Collaboration with Dr. S. N. Ghosh). The Proceedings, National Symposium on Tropical Mycology. Kolkata.

3. Two new species of Cladosporium from India. Indian Phytopathology.

4. Nature and distribution pattern of plant pathogenic hypomycetous fungi of Hooghly division of West Bengal. (Collaborator : Dr. S. N. Ghosh); Proceedings on National Seminer on Frontier study in microbes and host pathogen interaction, Kolkata.

ডঃ রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

1. Bacteriological analysis of pond water from Gobardanga. West Bengal.

2. J. Environ. Bid. (Revised MS communicated).

ডঃ যুক্ত অধিকারী

L-myo-Inositol-1-Phosphate Synthase from Human Fetal liver during development : Partial purification and characteristics of enzyme.

ডঃ অভিজিৎ দত্ত

Characterization of putative promoter sequence from *Oryza sativa* L. ssp. *indica.*

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

ডঃ দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী

1. Studies on the biodiversity of the Western Ghat 'Shola Forest' ecosystem and measures for its conservation (Collaborators : Dr. K. K. Banerjee and others).

2. Review of the impact of human activities through geological era on the reduction of biodiveristy over the earth.

ডঃ পীযূষকান্তি সাহা

Studies on the biodiversity of Forcipomyin insects of India.

ডঃ সুব্রতকুমার দে

1. Cytogenetic and Molecular studies of trisomy 21 (Sponsor : UGC; JRF : Sujay Ghosh).

2. Heavy ion induced chromosomal instability in Chinese hamster cells (Sponsor : Nuclear Science Centre, N. Delhi; JRF : Ratnesh Singh).

ডঃ কমলকুমার ব্যানার্জী

1. A survey of biodiversity in the forests of Arunachal Pradesh (Collaborators : Some teachers of Hooghly Mohsin College and Krishnanagar Govt. College).

2. Studies on the biodiversity of the Western Ghat 'Shola Forest' ecosystem and measures for its conservation (Collaborators : Dr. D. P. Chakrabarti and others).

ডঃ তুষার কান্তি মুখোপাধ্যায়

1. Studies on biodiversity of mantids in West Bengal.

ডঃ প্রবাল দে

Studies on acephaline gregarines of oligochaete worms of West Bengal.

ডঃ রূপেন্দু রায়

1. Haematological studies in normal and parasitised anurans (Collaborator : Dr. N. K. Sarkar).

2. Studies on Biology and Biodiversity of Opalinid Parasites of Anurans of West Bengal (Sponsor : L. P. B. T., Calcutta: SRF : Madhusree Ganguly).

3. Bioecology of malaria in rural areas of West Bengal (Collaborator : Dr. P. Dey and Dr. A. K. Mukherjee).

4. Studies on enteroprotozoan parasites of crop pests of West Bengal (Researcher : Sudip Mandal).

ডঃ নির্মলকুমার সরকার

1. Studies on sperm-storage organs of turtles (Collaborators : Prof. B. R. Maiti, C.U. and Dr. Supriti Sarkar, City College).

2. Studies on haematotoxicity and food-chain transport of heavy metals (Collaborator : Prof. Samir Banerjee, C.U.)

ডঃ নিমাই চন্দ্র সাহা

Studies on industrial chemical effects over fish, fish-food organism and aquatic ecosystem (Researcher : Falguni Bhuian).

ডঃ নারায়ণ ঘোরাই

Studies on the bionomics of tea-garden pests of West Bengal.

ভূতত্ত্ব বিভাগ

অধ্যাপক ডঃ হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ঃ

1) "Sedimentological analysis of the rocks of Talchir Formation in different basins of the Damodar Valley Coal Fields, Eastern India and its bearing on the Paleogeography"—UGC sponsored Major Project, Research Fellow- Sri Biplab Bhattacharyya.

2) "Genesis of the Pb-Zn sulphide deposits of Zawar, Rajasthan, India - a sedimentological and geochemical approach."—UGC sponsored Minor Project.

3) Sedimentation and ore genesis in Cuddapah Basin—UGC—SAP.

ডঃ মিহিরকুমার বসু ঃ-

1. "Comparative petrology and geochemistry of alkaline suites of the Eastern Ghats belt"—INSA Sponsored Research Project.

শ্রী প্রবীর দাশগুপ্ত

"Study of Talchir succession of some selected Gondwana Basins of Peninsular India with special emphasis on reconstruction of depositional selling and identification of the stratotype of Talchir Formation."—UGC sponsored Minor Project.

অধ্যাপক গৌরীশংকর ঘটক

1) "Thermotectonic modelling through P-T-t history of granulites of chottanagpur"—(UGC Sponsored Major Research Project.)

2) "Petrology and geochemistry of Quaternary Ash Beds"—UNESCO-IGCP.

ডঃ অলকেশ চ্যাটার্জী

"Microstructures and mechanical characteristics of the basement Chottonagpur Granite Geneis along boundary with cover Gondwana rocks around Kalyaneswari, Burdwan, West Bengal"—UGC Sponsored Minor Research Project.

ডঃ গৌতম ঘোষ

"Structural Evolution of deformed supracrustals and adjoining basements in the N E Palnad basin, Guntur and Kistna districts, Andhra Pradesh."—UGC Sponsored Minor Research Project.

ডঃ অনীশ রায়

"Environment of evolution of latest Quaternary sequence of South Bengal with particular reference to sea-level and palaeoclimatic changes"—CSIR Project, Research Fellow Tarun Role.

শ্রী সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত

"Micropalaeontology of Complex Nummulites Lamarck (Foraminiferida) from Kutch, Gujrat, Western India"—UGC Sponsored Minor Research Project.

ডঃ অশোককুমার ব্যানার্জী

"Tectonic, metamorphic history and mineralization in and around Khatra and Mukutmanipur in the Bankura district of West Bengal with emphasis on granite emplacement—submitted to UGC.

ডঃ অরিজিৎ রায়

1) Petrotectonic evolution of alkaline rocks of Purulia district, West Bengal—UGC Minor Research Project (Personal).
2) Geochemical, geochronological and palaeomagnetic studies of the Magmatic rocks of Kutch, Gujrat (Jointly with Dr. D. K. Paul)—Major Project submitted to D.S.T. for financial assistance.

রসায়ন

A. Physical Chemistry Research Section :

I. Name of Supervisor : Prof. Sanjib Ghosh

Name of Research Fellow : Dr. Maitrayee Basu Roy (RA)
Sri Subhankar Chatterjee (JRF)

Projects Title : 1. Photophysical behaviour of some supramolecular system and of organised assemblies with special emphasis on PET/Energy transfer (CSIR, Govt. of India).

2. Photophysical behaviour of some bichromophoric systems, supramolecular systems, organised assemblies and biopolymers with special emphasis on photoinduced electron transfer and energy transfer (CSIR. Govt. of India).

II. Dr. Samrajnee Dutta

Binding studies of tea polyphenols with proteins

Funding agency : UGC (Minor Research Project).

B. Polymer Science Unit

Principal Investigators : Prof. Mukul Biswas and Prof. Sanjib Ghosh.

Name of the scholars : 1. Mr. Nirmalya Ballav (JRF)

2. Mr. Arjun Maity (JRF)

Project Title : "Synthesis and Evaluation of water dispersible composites of some speciality polymers/copolymers with nanodimensional metal oxides". [*CSIR, Govt of India*]

C. Inorganic Chemistry Research Section :

I. Name of Supervisor : Prof. Himangshuranjan Das

Name of Research Fellow : Sanjib Kumar Das

Project Title : Study of Determination of nitrite/nitrate present in IOCS media & also determination of breakthrough point for removal of arsenic and fluoride from water, (UNICEF).

II. Project Title : Recovery of arsenic from arsenic contaminated waste/ sludge.

Principal investigator	: Dr. Uday Chand Ghosh
Co-investigator	: Dr. Monotosh Dasgupta
Sponnsoring agency	: Department of Science and Technology & NES, (Govt. West Bengal)
Project Fellow	: Sabyasachi Halder
Project Assistant	: Jakir Hossain

III. Project Title : Studies on removal of arsenic from contaminated ground water using nontoxic hydrous oxides.

Principal investigator	: Dr. Uday Chand Ghosh
Co-investigator	: Dr. Manotosh Dasgupta
Sponsoring agency	: University Grants Commission, New Delhi
Project Fellow	: Soumen Dey
Part-time researcher	: Biswaranjan Manna

IV. Project Title : Studies on Noble Metal Biomolecule complexes : their action on bacteria and other tumor cells

Name of Supervisor : Prof Srigdha Gangopadhyay

Sponsoirng authority : Higher Education Department, Govt. of West Bengal.

Project fellow : Sanjukta Ray

Part-time researcher : Sandip Mukherjee (Part-time)

Prodyut Basak (Part-time)

D. Organic Chemistry Research Section

I. Project Title

1. Folding of Galactose–specific plant lectins.
DST (Govt. of India)–concluded

Name of supervisor : Prof. Dipak K. Mandal

Research Scholar : Manjir Ghosh

2. Folding of β-sheet protein-studies with glucose/mannose–specific plant lectins. UGC (New Delhi)

Research Scholar : Anindya Chatterjee (Project Fellow)

II. Name of supervisor : Prof Achindya Kr. Sarkar

Scheme : Synthetic organic chemistry

Part-time Researcher : Sri Basudeb Maiti

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

Lecture delivered : প্রশান্ত রায়

1. Globalization & Democracy (WB Social Science Congress at Jadavpur University).

2. State of the state theory (Refresher Course in Political Science, C.U.).

3. Marxism & Democracy (Centre for Marxist Studies, Jadavpur University)

4. Global Civil Society (Refresher Course in International Relations, Jadavpur University)

5. Fifty of Indian Democrary (Refresher Course in History, RBU)

বক্তৃতা ঃ আলোচনা ঃ সুয বন্দ্যোপাধ্যায়

1. ৭.১.২০০১—আলাপচারী—IGNOU Programme—National Channel.

2. ১৭.২.২০০১—দুর্নীতি ও সমাজ—Radical Humanist Association.

3. ২০.২.২০০১—ডঃ ভেরিয়ার এলউইন্—কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

4. ২৪.২.২০০১—শিক্ষার বিশ্বায়ন—IGNOU—বিকাশ ভবন।

5. ২১.৫.২০০১ ও ২৭.৫.২০০১—চলচ্চিত্রের ওপর বক্তৃতা—হিচকক্—Journalism and Mass Communication—University of Calcutta.

6. ২৭.৫.২০০১—আকাশবাণী—ভারতবর্ষ, নয়া উপনিবেশবাদ ও পরিবেশ সঙ্কট—নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

7. ২২.৭.২০০১—প্রকৃতি ও সমাজ—প্রকৃতি সংরক্ষণ ও আদিবাসী কল্যাণ কেন্দ্র।

8. ২৫.৮.২০০১—সার্বভৌমিকতা ও মানবসমাজ—A.T.N World—দূরদর্শন—নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

9. ৪.১১.২০০১—Academic Counselling—আকাশবাণী—IGNOU.

10. ৬.১১.২০০১—Political Status of Woman—Administrative Training Institute.

A. Seminars, Conferences Attended/Lectures Delivered : অনীক চট্টোপাধ্যায়

1. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্ডিয়ান একাডেমি অব সোসাল সায়েন্সেস-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "প্রথম পশ্চিমবঙ্গ সমাজ বিজ্ঞান কংগ্রেস"-এ 'বিশ্বায়ন ও গণমাধ্যম' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ এবং উক্ত বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ।

2. Attended as an invited participant in a Panel Discussion on "The New President and His Policies : Prospects for South Asia' at the American Center, Kolkata; organised by the Public Affairs Section of the U.S. Embassy, Kolkata.

3. Attended and took active part in the Seminar on "Globalisation and International Relation Theory', organised by the West Bengal Political Science Association at the Rabindra Bharati University, Kolkata.

4. Attended as an invited participant in a Panel Discussion on Indo-U.S. Relation at the American Center, Kolkata; organised by the U.S. Embassy, Kolkata.

5. Delivered a Lecture on "India Since Independence : The Road We Have Traversed" at the Calcutta Chamber of Commerce, Park Street, Kolkata; organised by Rotary International (D-3290).

রাশিবিজ্ঞান

অধ্যাপক ডঃ অসিত বরণ আইচ মার্চ ২৩-২৪-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাশিবিজ্ঞান বিভাগে অনুষ্ঠিত National Seminar on Stochastic Modelling and Its Applications-এ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি IISWBM-এ অনুষ্ঠিত National Conference on Safety, Health and Environment at Work Places-এও অংশ নিয়েছেন।

(১) ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পারবার কল্যাণমন্ত্রকের অর্থানুকুল্যে এই বিভাগে Development of a Screening Tool for Identification of Low Birth-weight babies by Community Health Workers-শীর্ষক একটি বড় মাপের গবেষণা প্রকল্পের কাজ চলছে। বিভাগীয় প্রধান ডঃ বিশ্বনাথ দাস এই প্রকল্পের মুখ্য নির্দেশক। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ও হুগলীর দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে সহায়তা দিচ্ছে। একজন রিসার্চ ফেলো, দুজন মেডিক্যাল অফিসার, চারজন সুপারভাইজার এবং কুড়িজন তথ্য সংগ্রাহিকা এই প্রকল্পে কাজ করছেন।

(২) বিভাগে ডঃ শঙ্কর ঘোষের তত্ত্বাবধানে—Some Extension and Approximation Theorems for Functions taking values in Topological Vector-Spaces শীর্ষক একটি UGC Minor Projects-এর কাজও চলছে বিভাগে।

ডিসেম্বর ২৭-২৯-২০০১ কলকাতায় অনুষ্ঠিত Operational Research and National Development শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ডঃ দাস একটি টেকনিক্যাল সেশনে চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করেন।

শারীরবিদ্যা

অধ্যাপক চন্দন মিত্রের তত্ত্বাবধানে ঃ

1) Arsenic toxicity : A physiological approach towards better management of the problem (D.S.T. Project).

2) Effect of oil extract of phytocompounds as antiosteoporotic agents in a hypogonadal rat model (U.G.C. Project)

3) Prospective anti-osteoporosis and anti-hepato-pancreatitis effects of BTE (Govt. of India/NTRF Project).

পরিশিষ্ট ৫

বিভিন্ন বিভাগে অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্র

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

1. Seminar on Fisheries and Aquaculture। অংশগ্রহণে প্রফেসর সমীর ব্যানার্জী ও ডঃ সুমিত হোমচৌধুরী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), বিভাগীয় মৎস্যবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

2. Seminar on Insect Biology। বক্তা ডঃ সোমনাথ ব্যানার্জী (অধ্যক্ষ, উলুবেরিয়া কলেজ, হাওড়া)।

3. Seminar on Various Aspects of Ecological Science। অংশগ্রহণে ডঃ পার্থ বিশ্বাস (বিবেকানন্দ সেন্টেনারী কলেজ, রহড়া), ডঃ শিলাঞ্জন ভট্টাচার্য (ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজ) ও বিভাগীয় বাস্তুবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

4. Seminar on Biodiversity in Bhitarkanika Wildlife Sanctuary। অংশগ্রহণে বিভাগীয় অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

অর্থনীতি বিভাগ

1. বিষয় : Capital Market in India—Emerging Issues.
   বক্তা : ১. Sri Dipankar Basu, Director, Calcutta Stock Exchange
   ২. Dr. B. B. Chakraborty, Professor, IIM (Joka)
   স্থান : বঙ্কিম সভাগৃহ
   তারিখ : 23.4.2001
   আয়োজক : অর্থনীতি বিভাগ

2. বিষয় : Commemorative Centenary Seminar in Honour of Prof. Maurice Dobb
   বক্তা :
   স্থান : বঙ্কিম সভাগৃহ
   তারিখ : 6.8.2001
   আয়োজক : Department of Economics & Calcutta School of Philosophical Research

- **বিভাগীয় অধ্যাপকবৃন্দের কার্যাবলী**

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'Workshop on Environmental Economics' শীর্ষক কর্মশালায় অধ্যাপিকা মমতা রায় আলোচক হিসাবে যোগদান করেন। কর্মশালাটি 6.6.2001 তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা-চক্র ও বক্তৃতা

1. চতুর্থ অনিমা দত্ত স্মৃতি বক্তৃতা দেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুখময় লাহিড়ী। ৮ই জানুয়ারী, ২০০১ সালে। বিষয় ছিল—"Oxygen sensors in the Carotid bodies".

2. প্রথম ডঃ হরিপদ চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতা দেন অধ্যাপক Barry S. Levy, Adjunct Professor of Community Health, টাফটস্ বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল অফ মেডিসিন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

3. পঞ্চম অনিমা দত্ত স্মৃতি বক্তৃতা দেন বোস ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ডঃ অরুন রায়। ২৮শে ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে।

অধ্যাপকদের আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে অংশগ্রহণ ঃ

অধ্যাপক দেবাশিস সেন ঃ

1. Role of Ergonomics in reducing stress for industry owners : organised by Bharat National Chamber of Commerce, March 2001

2. Role of Ergonomics in Industry Environment interface with special reference to Kolaghat Thermal Power Plant : UGC sponsored National Symposium of Industry—Environment Interface—organised by Haldia Govt. College.

3. Role of exercise in reducing mental stress and accidents : organized by Loss Prevention Association of India.

4. Ergonomic methods in solving problems of Fly-over Construction—Q&A section : organized by Larsen & Tubro, Calcutta.

ভূতত্ত্ব বিভাগ

ডঃ গৌতম ঘোষ

1. Refresher Course on "Industrial Geology" sponsored by UGC at Academic Staff College, Jadavpur University (21 days)

2. Refresher Course on "Environment and Law" at Sivatosh Mukherjee Science Centre, Kolkata, sponsored by UGC (21 days).

ডঃ অশোক কুমার বন্দোপাধ্যায়

1. Refresher Course on "Industrial Geology" at Academic Staff College, Jadavpur University.

2. Refresher Course on "Environment and Law" at Sivatosh Mukherjee Science Centre, Kolkata

ডঃ অলকেশ চ্যাটার্জী

Indian Society of Remote Sensing পরিচালিত সেমিনারের পেপার পড়েন। পেপারের নাম "Effects of Urbanisation around Maithon Reservoir" (Jointly with S. Sengupta and P. Nasipuri)

ডঃ অরিজিৎ রায়

Refresher Course on "Industrial Geology" sponsored by UGC at Academic Staff College, Jadavpur University (21 days)

শ্রী অরুনাভ বসু

1. Refresher Course on "Industrial Geology" at Academic Staff College, Jadavpur University (21 days)

2. Refresher Course on "Environment and Law" at Sivatosh Mukherjee Science Centre, Kolkata (21 days).

শ্রী সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত

1. সেমিনার—Indian Society of Remote Sensing পরিচালিত একদিনের সেমিনারে "Effects of Urbanisation around Maithon নামক পেপার পড়েন (Jointly with A. Chatterjee and P. Nasipuri).

2. Refresher Course on "Industrial Geology" sponsored by U.G.C. at Jadavpur University.

3. Refresher Course on "Environment and Law" sponsored by U.G.C. at Sivatosh Mukherjee Science Centre.

রসায়ন

বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সঞ্জীব ঘোষ ১লা মার্চ থেকে ৩০ শে জুন, ২০০১ পর্যন্ত কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ডেভিস্, ইউ-এস্-এ তে পরিদর্শক অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেছেন। সেখানে তিনি অধ্যাপক এ. এহচ্. মাকী-র সঙ্গে "Triplet state and optical detection of magnetic resonance spectroscopy" applied to Biophysical problems and some charge transfer crystals বিষয়ে গবেষণা করেন। ডঃ ঘোষ বিভিন্ন উপলক্ষে নিচে উল্লিখিত বক্তৃতাগুলি দেন।

(১) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগে আয়োজিত (জানুয়ারি, ২০০১) Symposium on curriculum Development in Biochemistry শীর্ষক আলোচনাচক্রে 'Proposal for Biochemistry & Spectroscopy in Biochemistry Syllabus' আখ্যায়িত বক্তৃতা।

(২) ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনরনুধ্যান শিক্ষাক্রম (refresher course)-এ Photoinduced electron transfer & flurescence spectroscopy শীর্ষক বক্তৃতা।

(৩) ২০০১-এর সেপ্টেম্বর-এ আশুতোষ কলেজে অধ্যাপক লাইনাস্ পাউলিং-এর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাচক্রে 'Scientific contribution of Prof. Linus Pauling' শীর্ষক বক্তৃতা।

ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত ও ডঃ উদয়চাঁদ ঘোষ ২৬শে—২৯শে ডিসেম্বর, ২০০১-এ রাজস্থানের যোধপুর-এ অনুষ্ঠিত Annual convention of chemists-এ আমন্ত্রিত হন। ডঃ দাশগুপ্ত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩শে জুন—১৩ই জুলাই, ২০০১-এ অনুষ্ঠিত "Molecular structure, binding and reactivity" শীর্ষক পুনরনুধ্যান শিক্ষাক্রমে (ক) Redox diagrams and their applications এবং (খ) Chemistry of Boron—এই দুটি বক্তৃতা করেন। যথাক্রমে ২৫ ও ২৬ শে জুন তারিখে।

অধ্যাপক হিমাংশুরঞ্জন দাস প্রাগুক্ত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনরনুধ্যান শিক্ষাক্রমের পরিবেশ সংক্রান্ত অংশে (ক) 'Thermodynamic and Kinetic aspects of the reaction between metal and environment—a corrision phenomenon ও (খ) Systematics atains of corrosion readious শীর্ষক দুটি বক্তৃতা দেন।

অধ্যাপক অচিন্ত্যকুমার সরকার ২৩ মে, ২০০১ তারিখে জগদীশ বোস বিজ্ঞান মেধা অনুসন্ধান (JBNSTS) সংস্থায় বক্তৃতা করেন, 'Turning points lectures in chemistry. অধ্যাপক সরকার নভেম্বর মাসে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনরনুধ্যান শিক্ষাক্রমে বক্তৃতা করেন।

ডঃ শ্রীমতী সম্রাজ্ঞী দত্ত ২০০১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত পুনরনুধ্যান কর্মসূচীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসবিহারী শিক্ষাঙ্গনে 'Enzyme Kinetics'-এর উপর বক্তৃতা করেন।

বিভাগের শিক্ষক ডঃ গুরুচরণ মুখার্জী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনরনুধ্যান শিক্ষাক্রম (২৬শে জুলাই—১৬ই অগাস্ট, ২০০১)-এ অংশ নেন। ডঃ অমলেন্দু রায়, ডঃ অরূপকুমার ব্যানার্জী, ডঃ সনৎকুমার সাহা ও ডঃ মহম্মদ আব্দুল গণি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনরনুধ্যান শিক্ষাক্রম-এ (১৯ নভেম্বর—২০ ডিসেম্বর, ২০০১) অংশ নিয়েছেন।

পরিশিষ্ট ৬

বিভিন্ন বিভাগে আগত গবেষক-অধ্যাপক-অতিথি

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

১। ডঃ সোমনাথ ব্যানার্জী (অধ্যক্ষ, উলুবেড়িয়া কলেজ, হাওড়া)।

২। প্রফেসর সমীর ব্যানার্জী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

৩। ডঃ সুবীর চন্দ্র দাশগুপ্ত (রীডার, মৌলানা আজাদ কলেজ)।

৪। ডঃ শুভ্র মুখার্জী (রীডার, মৌলানা আজাদ কলেজ)।

৫। ডঃ পার্থ বিশ্বাস (রীডার, বিবেকানন্দ সেন্টেনারী কলেজ, রহড়া)।

৬। শিলাঞ্জন ভট্টাচার্য (সিনিয়র লেকচারার, ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজ)।

৭। প্রফেসর সত্য ভট্টাচার্য (প্রাক্তন অধ্যক্ষ, মৌলানা আজাদ কলেজ)।

৮। ডঃ সুমিত হোমচৌধুরী (সিনিয়র লেকচারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

শারীরবিদ্যা

১। অধ্যাপক ডঃ সুখময় লাহিড়ী, পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

২। অধ্যাপক ডঃ বেরি এস. লেভি, টাফ্‌টস্ বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

৩। অধ্যাপক ডঃ অরুণ রায়, বোস ইনস্‌স্টিটিউট্, কলকাতা।

ভূতত্ত্ব বিভাগ

১। ডঃ নিক বিউকেস (দক্ষিণ আফ্রিকা), হেড, র‍্যান্ড আফ্রিকানাস [illegible]নিভার্সিটি।

২। ডঃ সঞ্জীব চন্দ্র সরকার, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)।

৩। ডঃ আশীষ রঞ্জন বসু, অধ্যাপক, ভূতত্ত্ব বিভাগ, রচেস্টার ইউনিভার্সিটি, ইউ.এস.এ.)।

৪। ডঃ সুজিত মজুমদার, ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া)।

৫। ডঃ অশোক তলাপাত্র, ডিরেক্টর, জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া।

৬। ডঃ রনেন্দ্রনাথ সেন, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, হিন্দুস্তান কপার লিমিটেড।

রাশিবিজ্ঞান

অধ্যাপক পার্থ লাহিড়ি, Professor of Statistics, University of Nebraska, USA. তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল "Opportunities and Prospects of Graduate Studies in Statistics in US Universities".

পরিশিষ্ট-৭

বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকদের প্রকাশিত গ্রন্থ ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ

অর্থনীতি

ডঃ দেবনারায়ণ সরকার

a) Project (minor) (continued) : Marketing of floriculture in West Bengal and its garden effect (granted by U.G.C. on Aug. 2001)

b) Research Fellow (working under my supervision)

i) Name of the fellow : Sanjukta Chakraborty

Subject of Research Work : Floriculture in West Bengal and its Garden effect

ii) Name of the fellow : Sudipta Dey

Subject of Research Work : Models of Micro-financing in West Bengal.

iii) Name of the fellow : Nemai Day

Subject of Research Work : Deforestation and its socio-economic implication—A case study

c) Publication

1) Article/ Writer : "Growth crisis of Foodgrains Production in West Bengal", Debnarayan Sarkar, Sanjukta Chakravorty.
Name of journal to be published (confirmed) : Agricultural Situation in India.

2) Article/Writer : SHG-NGO and SHG—Now NGO models of Microfinancing in West Bengal, Debnarayan Sarkar.
Name of the journal to be published (confirmed) : Indian Journal of Agricultural Economics.

শান্তনু ঘোষ

1. "Resource Mobilisation by Panchayits Empirical Evidence and Theoretical Exposition" (joint paper)—Accepted for presentation and publication in full in the 84th IEA conference volume.

2. "The Role of the WFP and the WHO in the Third World Countries since the Mid-1980" (joint paper)—Accepted for presentation and publication (in Abstract form) in the 84th IEA conference volume.

3. "Some Aspects of Structural Change in GDP of Eastern States, with special reference to the North-Eastern States"—initial draft presented

at the 33rd Regional Science Association Annual Conference at NEHU, shillong.

Research Projects

1. Working on a UGC Minor Project on "Time Sharing Holiday Business in India".

2. Collaborated with Prof. S. K. Datta, I.I.M., Ahmedabad on a Ministry of Agriculture, Govt. of India funded Research Project". Flow of credit to Small & Marginal Farmers in India".

ডঃ অম্বরনাথ ঘোষ

Seminars & Conferences

1. "Economics of Child Labour in the Long Run" presented in a seminar at centre for studies in Social Science, Calcutta in April, 2001.

2. Economics of Child Labour & Wage Regulation" presented in a seminar at Indian Statistical Institute, Calcutta in August, 2001.

3. "Economics of Child Labour in Long Run and Minimum Wage Law" presented in conference on Contemporary Issues in Development Economics at Jadavpur University, December 8, 2001.

Writing Papers

1. "Subsidy, Deficit Financing and Inflation" mimo, Indian Statistical Institute, Calcutta, 2000 (jointly with Chandana Ghosh)

2. "Economics of Child Labour and Minimum Wage Law" mimo, centre for Economic Studies, Presidency College, Calcutta (jointly with Arindam Bhattacharyya)

Ph. D. Students

1. Arindam Bhattacharyya

2. Runa Roy

Dr. Bikash Mohon Sayal

1. A book on "Decentralised planning : theme and issues" published by Concept Publication, Delhi.

2. Delivered series of lecture on various dates in the commercial tax Directorate in the event of introduction of VAT and attitudinal change for the officer surveying in the Tax Directorate.

3. A paper was presented on Eco-ethical slandard of living : Amartya Sen's view in the seminar organised by Vivekananda Nidhi on "Eco-Ethical standard of living view of Rabindra Nath, Gandhiji and Amartya Sen" in April 2001.

4. Being invited by EPOS (German and N.C.O., Health Consultant) delivered series of lecture on Decentralisation of the health system in various parts of Himachal Pradesh in May 2001. The participants were different categories of Medical Officers of Himachal Pradesh Health Service.

5. Delivered Radio talk on general Indian Economic Problem, organised by Netaji Mukta Viswavidyalaya.

6. Delivered a talk on "Liberalisation of the Indian Economy". This programme was organised by Netaji Mukta Viswavidyalaya and the Programme was telecast in the ATN World.

7. Participated in discussion on Inflation—organised by Netaji Mukta Viswavidyalaya telecasted by Calcutta DD.

8. Delivered lectures on Ethics in Administrative Training Institute.

9. Vesting faculty of IGNOU

ইতিহাস

অধ্যাপক রজতকান্ত রায়

a) Exploring Emotional Hisotry (OUP, 2001)

b) Bengal, 1800-2000, in Rakhi Sarkar (Ed.) Art of Bengal.

সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী

Identity, Movement & Peace : The Unquiet Hills in Darjeeling, in R. Samaddar & H. Reifeld(ed.) Peace as process (Monohar 2001).

ডঃ জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়

a. শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী নির্মলানন্দ ঃ একটি বিতর্ক

আমরা সবাই, ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা. ১৪০৬

b. রবীন্দ্র প্রতিভার মূল্যায়নে বিনয় কুমার সরকার

আমরা সবাই, ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা. ১৪০৭

অনমিত্র দাস

উনিশ শতকে সাহেবিপনা ও বাঙ্গালিয়ানা ঃ একটি দৃষ্টিকোণ।

ইতিহাস অনুসন্ধান, ১৬, ২০০২

ডঃ দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী

Text Book of Biology for Higher Secondary course (in process) (Sponsor : (NCERT, New Delhi).

ডঃ সুব্রত কুমার দে

Induction of chromosomal instability in Chinese hamster V7/9 cells exposed to beams of accelerated oxygen ions. (Communicated to Chromosome Inf. Serv. Japan) (Co-authors : R. Pathak, A. Sharma, Y. N. Nagesh and N. P. Bhattacharyya).

ডঃ কমল কুমার ব্যানার্জী

Check-list of the winter warblers of Indira (In press for publication in Sanctuary Asia).

ডঃ রূপেন্দু রায়

1. Study material of Elective Zoology (Non-chordate Unit), Netaji Subhas Open University, P. 137-187.

2. Occurrence of **Gyrodactylus presidencyus** sp. novo (Trematoda : Monogenea) from a freshwater fish **Channa punctatus** in West Bengal, India. In Rec. Zool. Sur. India, Vol. 100, p. 1-10.

3. A combined haematological and cytological study of pollution impact in common frogs, In Indian J. Animal Health, Vol. 39 (2), p. 33-38. (Co-authors : J. Sarkar and Dr. N. K. Sarkar).

4. Note on a microbial infection in the bull frog, Rana tigrina, In Bionotes, Vol. 2(3), p. 60 (Co authors : J. Sarkar and Dr. N. K. Sarkar).

5. Multiple parasite infection causes mortality in fish : A study. (Communicatee to Indian J. Animal Health). .

ডঃ নির্মল কুমার সরকার

1. A study of food-chain transport and haematotoxicity of lead. In Pollution Biology, Vol. 19, p. 391-394. (Co-authors : Jayati Mitra and Prof. Samir Banerjee).

2. Micronucleus test in arsenic-treated **Channa punctatus,** In Bionotes, Vol. 2(4), p. 81. (Co-author : Jhimly Sarkar).

3. Haematological profile in the freshwater fish, Channa punctatus

(Bloch) following chronic experimental exposure to sedium arsenite in water. In Trans. Zool. Soc. of Eastern India, Vol. 5(2), p. 1-8 (Co-author : Jhimly Sarkar).

4. Note on a microbial infection in the bull frog **Rana tigrina**. In Hionotes, Vol. 2(3), p. 60. (Co-authors : J. Sarkar and Dr. R. Ray).

5. A combined haematological and cytological study of pollution inpact in common frogs. In Indian J. Animal Health, Vol. 39,. p. 33-38. (Co-authors : J. Sarkar and Dr. R. Ray).

6. Sarpa Bichitra (in Bengali). In Sabuj Barta, January volume, p. 17-19.

ডঃ নিমাই চন্দ্র সাহা

Impact of organic acids on fish-food organisms and aquatic ecosystem. (Communicated to Water, Air and Soil Pollution). (Co-authors : Falguni Bhuian and Dr. A. Kaviraj).

শারীরবিদ্যা

ডঃ চন্দন মিত্র

1. Evidence for Avsenic-induced diabets mellitus. Journal of Physiology & Pharmalogy (Communicated).

2. Effects of high-lipid diet and cold-stress on membrane fluidity and ALP-activity; J. Biphipis & Birhem. (Communicated).

শ্রী দেবাশিস সেন, অন্যান্যদের সঙ্গে

1. Evaluation of working condition in Leather Industry and Ergonomical approach for its solution. Put conference on Hummizing work and working Environment, Bombay, Dec. 2001.

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

প্রকাশনা ঃ ডঃ প্রশান্ত রায়

"Women's Dress in China" in Arun Kumar Banerji and Purusottam Bhattacharya ed : Peoples Republic of China at Fifty.

প্রকাশিত প্রবন্ধ ও রচনাগুচ্ছ ঃ সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়

১। একটি তারকার জন্ম—প্রসঙ্গ ঃ বাংলা চলচ্চিত্র—সঃ পার্থ রাহা—বইমেলা, ২০০১।

২। Some Reflections on the Indo-Russian connection—India s Foreign Policy and Security—ED : Asis Kumar Basu—1st Edition : 2001.

৩। Paper-IV, ModuleXIII : Elective Political Science Honours—Netaji Subhas Open University : 2001.

৪। Review Article on the Indian Big Bourgenisie : Suniti Kumar Ghosh : The West Bengal Political Science Review : July–December : 2000

৫। ফিরাঙ্গি ডিরোজিও ঃ স্বাধীনতার ভাষ্যকার—জিজ্ঞাসা—সঃ শিবনারায়ণ রায় (ডিরোজিও বিশেষ সংখ্যা)—২০০১

৬। রবীন্দ্রনাথ ঃ ব্রহ্মবিদ্যা ও আত্মদর্শন—শিক্ষাভাবনা (সঃ অভ্র ঘোষ, ২০০১)

প্রকাশনা ঃ কৃত্যপ্রিয় ঘোষ

১। বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের বঙ্কিমচর্চা/বঙ্গদর্শন, ফেব্রুয়ারি, ২০০১

২। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের একশ বছর/শিক্ষাভাবনা (প্রবন্ধ), ডিসেম্বর, ২০০১

৩। সম্পাদিত জার্নাল বিতর্কিকা (পরিবেশ সংখ্যা), মাচ, ২০০১

৪। শিক্ষাভাবনা (শিক্ষা-বিষয়ক জার্নাল), ডিসেম্বর, ২০০১

প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ ঃ অনীক চট্টোপাধ্যায়

1. ‘Post Cold War Indian Foreign Policy vis-a-vis Neighbouring States : A Security Perspective’ in A. K. Basu (ed.) "India’s Foreign Policy and Security" Kolkata : Orion Press International, 2001.

2. ‘ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ সমাজ ও রাজনীতি’, সত্যব্রত চক্রবর্তী (অনুদিত) "ভারতবর্ষ ঃ রাষ্ট্রভাবনা" গ্রন্থে প্রকাশিত, কলকাতা ঃ একুশে, ২০০১।

3. Book Review in the "West Bengal Political Science Review", a journal of the West Bengal Political Science Association.

4. ‘রীটা ডাভ ঃ মনন থেকে প্রান্তরে’ (ব্ল্যাক আমেরিকান কবি রীটা ডাভের কাব্য জগৎ সম্পর্কিত আলোচনা), "কবিতা ও সমাজ" পত্রিকায় প্রকাশিত।

5. ‘হিউজ, অ্যালেন, জেফার্স এবং নাইট ঃ এক সুর স্বতন্ত্র জগৎ’ (চার ব্ল্যাক আমেরিকান কবির কাব্যভাবনা সম্পর্কে আলোচনা), "কবিতা ও সমাজ" পত্রিকায় প্রকাশিত।

6. ‘বিশ্বায়ন ও গণমাধ্যম’, "বিশ্বায়ন, গণতন্ত্র ও তৃতীয় বিশ্ব’ গ্রন্থে প্রকাশিত। ইন্ডিয়ান একাডেমি অব সোসাল সায়েন্সেস, কলকাতা শাখা।

7. সম্পাদনা ঃ "কবিতা ও সমাজ" পত্রিকা। মৌলিক বাংলা কবিতা, অনুবাদ কবিতা এবং সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের ষাণ্মাষিক বাংলা পত্রিকা।

8. Member, Editorial Board, for Political Science Books; Rabindra Mukta Vidyalaya, Govt. of West Bengal.

পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত প্রবন্ধ

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

দেশ পত্রিকায় সাহিত্য সমালোচনা

অন্য কোথা অন্য কোন্‌খানে ঃ বিক্ষত অন্বেষণ

বিচিত্র উপন্যাস অথবা জীবনবিচিত্রা

শতাব্দ ব্যবহিত প্রমথনাথ বিশী ঃ দেশ

সাহিত্য সমালোচক কালিদাস রায় ঃ সাহিত্য ও সংস্কৃতি (পুজা সংখ্যা, ১৪০৮)

নিপাতনে সিদ্ধ সজনীকান্ত ঃ নহবত. পুজা সংখ্যা. ১৪০৮

সভ্যতার সংকট ও আন্তর্জাতিকতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্রস্মরণ সংখ্যা ১৪০৮

শরবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যচর্চা ঃ বিচিত্র খেয়াল ঃ তমসুক সংখ্যা ১৪০৮

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ

মৃত্যুর শিল্প ঃ শিল্পের মৃত্যু (তমসুক প্রকাশিত)

মাতৃভাষা প্রয়োগ বিচিত্রা (সোমা প্রকাশনী)

সংকলনভুক্ত প্রবন্ধ

ছোটগল্পের শিল্পরূপ ঃ সতীনাথ ভাদুড়ী (সতীনাথ ভাদুড়ী ঃ অন্বেষণে অনুভবে, তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)

লুপ্ত লেখক জগদীশ গুপ্ত (কথাসাহিত্য ঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ ও সনৎকুমার নস্কর সম্পাদিত)

উপন্যাসের উপস্থাপন রীতি বিষয়ক প্রস্তাব (বাঙালির সংস্কৃতিক দিগন্ত, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সম্পাদিত)

ডঃ মঞ্জুভাষ মিত্র

আধুনিক বাংলা কবিতা (সাহিত্য ও সংস্কৃতি)

জীবনানন্দ দাশ ও ইয়োরোপ আমেরিকার কয়েকজন কবি

কাবিতা ও রোমান্টিক এগনি

শতবর্ষে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও অমিয় চক্রবর্তী (নহবৎ পুজা সংখ্যা)

বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য তপস্বী ও তরঙ্গিনী (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা)

অস্কার ওয়াইল্ডের ইমপর্টেন্স অফ্ বিয়িঙ্ আর্নেস্ট ও রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভা (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা)

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় পশুপাখি ও গাছপালা (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা)

প্রেমভাবনার দুই কবি—পের্ত্রার্কা ও চণ্ডীদাস

আধুনিক কবিতার ছন্দ

প্রেমের দেহতত্ত্ব ঃ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য অর্কেস্ট্রা

শেখ সা'আদুল ইসলাম

বাবরনামা ঃ অর্থান্তর, লিপ্যন্তর এবং .... (টাকি সরকারি মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ)

নজরুল-সাহিত্যে সম্প্রীতি-ভাবনা ঃ একটি স্থায়ী মনোবীজ, বাংলা, টাকি, উত্তর-২৪ পরগনা।

পুস্তক ঃ বাংলার হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মিশ্রণ (রত্না প্রকাশন, কলকাতা বইমেলা ২০০২-এ প্রকাশিতব্য)

ইমানুল হক

ভাত ও ভাষার লড়াই (২৪শে উত্তর)

ভাবনার জন্য অন্যরকম ভাবনা (ঘুণপোকা)

বাংলাভাষার ছদ্মবেশী বন্ধুরা (একুশে সংকলন)

রটনা ঃ তথ্য বনাম সত্য (সহস্রাব্দ)

প্রেম ও প্রত্যয়ের কবি শিবাশিস ('পরিকথা' বইমেলায় প্রকাশিতব্য প্রবন্ধ)

পুস্তক ঃ তালিবান আমেরিকা সংখ্যালঘু ও কোরানের নারী (সম্পাদিত পুস্তিকা)

দেশে দেশে ইংরেজি চলে? বাংরেজদের জন্য তথ্য

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের কালপঞ্জি (বইমেলা ২০০২-এ প্রকাশিতব্য)

লেনিনের শেষ জীবন (বইমেলা ২০০২-এ প্রকাশিতব্য)

প্রলয় শূর

দ্বিজ বলে কি হইবে কহিলে তোমায় (মৌহারি)

কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা (চিত্রলিপি)

বিচ্ছিন্নতা ও চলচ্চিত্র (চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপট)

কৌশিক রায়চৌধুরী

স্বপ্ন, প্রতিমা, অমিতাভ বচ্চন ঃ (Seminar Papers/49th orientation programme/ C.U.)

নাট্যকার লীলা মজুমদার (কোরক, বইমেলা ২০০২ এ প্রকাশিতব্য প্রবন্ধ)

পর্ণোগ্রাফি ও বাঙালি ভদ্রলোক ঃ একটি সমীক্ষামূলক প্রতিবেদন (অপর, বইমেলা ২০০২ এ প্রকাশিতব্য প্রবন্ধ)

ভূগোল

Dr. Ashis Sarkar

Papers published :

1. Particulate pollution scenario—an environmental analysis, *ACCR Publication*, Calcutta, pp 32–41

2. Save our earth : an ecosaga of humans, *Asian Studies*, Vol–XIX, No.—1, January-June Issue, pp. 25-37.

Seminars & Conferences attended :

1. Cartographic Challenges at the dawn of the New Millennium, National Seminar organized by INCA, SOI & DST.

•2. 14th Conference of I.G.I. on Geomorphology and Environment, 28–30, December, Dept. of Geology, Annamalainagar, Tamilnadu.

3. 21st INCA Congress on Cartography and E-governance, Hyderabad.

4. Winter School on Geographical Information System, 8-18 Jan. 2002, Applied Statistics Unit, I.S.I., Kolkata

Dr. Saswati Mukherjee

Evolution of SC/ST communities in Purulia during in post-independence era. In the Calcutta Historical Journal. (Communicated)

Positivism and post-positivism. In Pratiti. (Communicated)

The Urban Environment : Problems of Water-logging in Calcutta. In the proceedings of the Symposium held in the Deptt. of Geography, Univ. of Calcutta 2000.

রসায়ন

Prof. S. Ghosh et.al.

List of paper published in the year 2001

1. M. Basu Roy, **S. Ghosh,** P. Bandyopadhyay, P. K. Bharadwaj, Time resolved emission studies of Tris-Acetylpyrene Derivative of a Cryptand exhibiting localised monomer, intramolecular exciplex and intramolecular excimer emissions in different environments, ***Journal of Luminescence,*** **92,** 115, (2001)

2. J. Roy, S. P. Bhattacharyya, **S. Ghosh**, Characterisation of an unusual specific interaction between aromatic cyclic cis-vicinal triketones and cyclic saturated ethers, ***J. Molecular Structure; Theo. Chem.,*** **535,** 71 (2001)

3. S. Mondal, S. Ghosh, Gramicidin A and its complexes with Cs^+ and Tl^+ ions in Organic Solvents—A study by Steady State and Time Resolved Emission Spectroscopy, ***J. Photochem. Photobiol. B; Biology,*** **60,** 12, (2001).

4. **S. Ghosh,** A. Misra, A. Ozarowski, C. Stuart *A. H. Maki*, Characterisation of the Tryptophan Residues of E-coli alkaline by Phosphorescene and opitically detected magnetic resonance spectroscopy ***Biochemistry,*** **40,** 15024 (2001).

2. Mandal, D. K.

"A unified con/dis approach to assigning stereogenic axis configuration"

Bull. Chem. Soc. Jpn (in press)

3. Manjir Ghosh, Anindya Chatterjee and Dipak K. Mandal

"Subunit dissociation and unfolding in denaturants of native and chemically modified soybean agglutinin : Estimation of free energy of stabilization of tertiary and quaternary structures". Presented at Annual convention of Chemist, Hardwar by Anindya Chatterjee and awarded "Prof. B. N. Mankad" award.

4. Anindya Chatterjee, Manjir Ghosh and Dipak K. Mandal

"Equilibrium studies of dissociation and unfolding in denaturants of Cocanavalin A and its derivatives by steady state fluorescence and size-exclusion chromatography". Abstract accepted and to be presented at 38th National convention of Chemists organised by Indian Chemical Society to be hald at Jaipur from 25-28th Dec., 2001.

Dr. Gautam Chattopadhyay

Oral representation of paper entitled "Domino synthesis of aminoimidazole carboxamides and related ring transformation to purine derivatives by dimethal formide-dimethyl acetal" in Annual convention of chemists, Jodhpur University, Rajasthan. 26th December, 2001.

রাশিবিজ্ঞান

প্রকাশিত পুস্তক ও নিবন্ধ

ডঃ বিশ্বনাথ দাস

1. Matrix Data Analysis : "A tool for Improvement in Quality Business Performance" in Statistical Method for Quality Improvement, IAPQA (2001) Calcutta

2. 'প্রেসিডেন্সি (পূর্বতন হিন্দু) কলেজের ইতিহাস'। গোধূলি মন-এর ২০০১-এক কয়েকটি সংখ্যায়।

ডঃ বিশ্বনাথ দাস ও শ্রীঅসীম শঙ্কর নাগ

1. A Text for Exponentiality in Life-testing against Weibull Alternatives under Hybrid Consoring. (communicated to CAS Bulletin).

ডঃ শঙ্কর ঘোষ

1. 'On a functional equation' (accepted in Calcutta Mathematical Society Bulletin).

2. 'An Approximate Expression for Gamma Function of a Complex Variable' (accepted in Calcutta Mathematical Society Bulletin)

ডঃ অসিত বরণ আইচ

1. Statistics for the Social Science, 2nd Ed. (Jointly with Dr. Atindra Mohan Gun), World Press, Calcutta

ভূতত্ত্ব বিভাগ

অধ্যাপক ডঃ হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

1. Progressive development of structures in a ductile shear zone along a part of the eastern margin of cuddapah Basin, India (Jointly with Dr. A. Chatterjee and S. Bandyopadhyay)–Indian Journal of Earth Science Vol. 27.

2. Sedimentary Facies analysis of a Permo-carboniferous Terminoglacial succession, Saharjuri Bahin) Bihar, India—Journal of Geological Society of India, Bangalore (In press).

শ্রী প্রবীর দাশগুপ্ত

1. Determination of Palaco current direction from oblique section of trough cross stratification—a precise approach—Journal of Sedimentary Research Vol. 72 P. 222-224.

2. Architecture and facies pattern of a sub lacustrine fan, Jharia Basun, India—Sedimentary Geology Vol 2892 1—13.

ডঃ অলকেশ চ্যাটার্জী

1. Evidences of faunal activity in the Talchin Formation, Renigunge Basin, Eastern India (Jointly with S. Sengupta)—Indian Journal of Earth Science—Vol. 27.

2. Progressive development of structures in a ductile shear zone along a part of the eastern margin of Cuddapah Basin. India (with Dr. H. N. Bhattacharyya, and S. Bandyopadhyay)

ডঃ গৌতম ঘোষ

1. Deformation of the Proterozoic Somnapalli Group, Pranhita—Godavari Valley—implication for Mesoproterozoic basin inversion (with D. Saha)—Journal of Asian Earth Science (in Press).

2. Recognition, characterisation and implication of High-Grade silicic ignimbrite Facies from Palaeoproterozoic Bijli Rhyolites, Dongargarh Super

group, Central India (Jointly with J. Mukhopadhyay, A. Ray)—Gondwana Research, Vol. 4 No. 3 P. 519-527, 2001.

ডঃ মিহির কুমার বসু

1. Environmental Protection—Quovadis? Internat. Symp. Energy. Environ and Rural development (2001). Shelt Prom. Council (Ind) 1-7.

2. Geoscience research in India during the nineties—a status report : Igneons Petrology, Ind. Nat. Sci. Academy. 25-35.

3. Distribution pattern of Western Ghats basalts in Compositional space—its implications (Jointly with S. S. Sarkar and B. Sen). Ind. Jour. Geochem Vol. 16 (Deccan Traps) Dec, 2001.

4. Structure and Petrology of the mafic granulites and associated rocks of the Kanjamalai Complex, Salem dist. Tamilnadu (Jointly with J. S. Ray, M. Moitra and D. Das)—Indian Minerals (in press).

শ্রী প্রদ্যোত বন্দোপাধ্যায়

2.8 Ga old Anorogenic granite—Acid volcani Association from Western Margun of Singhbhum–Orissa Gaton, Eastern India (Jointly with A. Chakraborty and S. Misra)—Gondwana Research Vol. 4. No. 3 P 465-475, 2001.

ডঃ জয়দীপ মুখোপাধ্যায়

Recognition, characterisation and implication of High-Grade silicic ignibrite Facies from Palaeoproterozoic Bijli Rlyolites, Dongargarh Super group, Central India (Jointly with A. Ray and G. Ghosh)—Gondwana Research, Vol. 4, No. 3 P. 519–527, 2001.

শ্রী আনন্দ চক্রবর্তী

2.8 Ga old Anorogenic granite—Acid volcanic Association from Western Margin of Western Margin of Singhbhum–Orissa Gaton, Eastern India (Jointly with P. Bandyopadhyay and S. Misra)—Gondwana Research Vol. 4, No. 3 P. 465-475, 2001.

ডঃ অরিজিৎ রায়

Recognition, characterisation and implication of High-Grade Silicic ignimbrite Facies from Palaeoproterozoic Bijli Rhyolites, Dongargarh Super group, Central India. (Jointly with J. Mukhopadhyay and G. Ghosh)—Gondwana Research, Vol. 4, No. 3 P. 519-527, 2001.

হিন্দী বিভাগ

বিভাগীয় প্রধান ডঃ সুব্রত লাহিড়ী "হেল্পিং ব্লাইন্ড-চাইল্ড" গ্রন্থটির হিন্দী অনুবাদ করেছেন। তিনি আরও কয়েকটি বাংলা গ্রন্থের অনুবাদের দায়িত্ব নিয়েছেন। ডঃ লাহিড়ী কেন্দ্রীব অনুবাদ ব্যুরোতে "হিন্দী ভাষা ও অনুবাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে চারটি বক্তৃতা প্রদান করেছেন। নেপালী ভাষার পাঠ্য পুস্তক রচনার কাজের বিষয় বিশেষজ্ঞ রূপে দার্জিলিং এ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সদস্য।

ডঃ শিউনাথ পান্ডের দুটি প্রবন্ধ (১) "ময়লা আঁচল কা-রচনা সংসার" (হিন্দী বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত, আধুনিক সাহিত্য মূল্যাঙ্কন কে নয়ে পরিপ্রেক্ষ"

(২) 'সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদ কী চুনৌতিয়াঁ ঔর নিরালা'—প্রবন্ধটি পশ্চিমবঙ্গ হিন্দী আকাদেমি দ্বারা প্রকাশত, ধুমকেতু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

এছাড়া তিনি কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক আয়োজিত হিন্দী কর্মশালায় বক্তৃতা করেছেন।

আগামী দিনে অর্থানুকূল্য পেলে আরও আলোচনাচক্র আয়োজন ও একটি অনুবাদকেন্দ্র গঠনের পরিকল্পনা আছে।

পরিশিষ্ট-৮

প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী এবং কর্মীদের নামের তালিকা

শিক্ষকমণ্ডলী

অধ্যক্ষ

শ্রী অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

অর্থনীতি বিভাগ

শ্রীমতী মমতা রায় (বিভাগীয় প্রধান)
শ্রী অম্বর নাথ ঘোষ (সেন্টার ফর ইকনমিক স্টাডিজ)
শ্রী দেবনারায়ণ সরকার (সেন্টার ফর ইকনমিক স্টাডিজ)
শ্রী বিকাশ মোহন সান্যাল (সেন্টার ফর ইকনমিক স্টাডিজ)
শ্রী দেবব্রত মন্ডল
শ্রী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়
শ্রী শান্তনু ঘোষ
শ্রী অভিজিত দত্ত

ইংরেজি বিভাগ

শ্রী অতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (বিভাগীয় প্রধান)
শ্রী সন্দীপ্তকান্তি নাগ
শ্রী সমীরকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীমতী দেবলীনা ব্যানার্জী
শ্রী রঞ্জিত কুমার সরকার
শ্রীমতী জয়তী গুপ্ত
শ্রীমতী মানু আড্ডি

ইতিহাস বিভাগ

শ্রী রজতকান্ত রায় (বিভাগীয় প্রধান)
শ্রী সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী
শ্রীমতী জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়
শ্রী দিব্যেন্দু হোতা
শ্রী অজয়কুমার সেন
শ্রী অনমিত্র দাস

উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগ

শ্রী মদনমোহন ভট্টাচার্য (বিভাগীয় প্রধান)
শ্রী মলয় চক্রবর্তী
শ্রী সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ
শ্রী মধুব্রত চৌধুরী
শ্রী তিমির বরণ ঝা (অতিথি)
শ্রী তড়িৎকুমার সাধু
শ্রী সত্যরঞ্জন সাহা
শ্রী অশোককুমার দাস
শ্রীযুক্ত অধিকারী
শ্রী অভিজিৎ দত্ত
শ্রী শতদীপ সরকার
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
শ্রী সুপত্র সেন (আংশিক সময়)
শ্রী পরশুরাম কামিল্য (আংশিক সময়)
শ্রী মলয় আদক (আংশিক সময়)

গণিত বিভাগ

শ্রী দেবীদাস চট্টরাজ (বিভাগীয় প্রধান)
শ্রী অশোক দাশগুপ্ত
শ্রী স্বরাজ দত্ত
শ্রী সনির্মল রায়
শ্রী বিনোদকুমার বেরী
শ্রী হিমাংশুশেখর গুহ
শ্রী সিদ্ধেশ্বর মাহাতো (আংশিক সময়)
শ্রী প্রসাদ মুখার্জি (আংশিক সময়)

দর্শন বিভাগ

শ্রীমতী সুতপা দাসগুপ্ত (বিভাগীয় প্রধান)
শ্রীমতী মন্দিরা মুখোপাধ্যায়
শ্রীমতী দীপা মুখোপাধ্যায়
শ্রীমতী শ্রীমতী মুখার্জী (রায়)
শ্রীমতী রিঙ্কু ঘোষ
শ্রীমতী সন্ধ্যাকুমারী সিংহ

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

শ্রী দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী (বিভাগীয় প্রধান)

শ্রী সলিল সরকার
শ্রী প্রদীপকুমার দত্ত
শ্রীমতী মণিমালা দাস
শ্রী প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়
শ্রী সজলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রী মহেন্দ্র সিংহ রায়
শ্রী প্রদ্যোৎকুমার রায়
শ্রী কালীপদ নাহাল
শ্রীমতী মীণা দে
শ্রী হিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রী প্রসাদ সেনগুপ্ত
শ্রী সিদ্ধার্থ ভৌমিক
শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী
শ্রী প্রদীপ কুমার মুখার্জি
শ্রী তপনকুমার দাস

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

শ্রী দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী (বিভাগীয় প্রধান)
শ্রী পীযূষকান্তি সাহা
শ্রী সুব্রত কুমার দে
শ্রী কমলকুমাব ব্যানার্জী
শ্রী তুষার কান্তি মুখোপাধ্যায়
শ্রী প্রবাল দে
শ্রী রূপেন্দু রায়
শ্রী নির্মলকুমার সরকার
শ্রী নিমাইচন্দ্র সাহা
শ্রী নারায়ণ ঘোরাই
শ্রী সুজিত কুমার দাশগুপ্ত (আংশক সময়)
শ্রীমতী স্মিতা পালিত (আংশিক সময়)
শ্রী চিত্তরঞ্জন দাশ (আংশিক সময়)
শ্রী সত্যম কুণ্ডু (আংশিক সময়)
শ্রী শিবেন্দু দত্ত (আংশক সময়)
শ্রী কমলকৃষ্ণ পাল (আংশক সময়)
শ্রী সৌম্যজিৎ চৌধুরী (আংশিক সময়)

বাংলা বিভাগ

শ্রী হীরেন চট্টোপাধ্যায় (বিভাগীয় প্রধান)
শ্রী মঞ্জুভাষ মিত্র
শ্রী প্রলয় শূর
শ্রী অনন্ত সাহা
সা'আদুল ইসলাম
শ্রী কৌশিক রায়চৌধুরী
ইমানুল হক

ভূগোল বিভাগ

শ্রী আশিস সরকার (বিভাগীয় প্রধান)
শ্রী ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়
শ্রী হরেকৃষ্ণ দত্ত
শ্রীমতী শাশ্বতী মুখোপাধ্যায়
শ্রীমতী সোমা ভট্টাচার্য
শ্রীমীত ঋতুপর্ণা ব্যানার্জী (আংশিক সময়)

ভূতত্ত্ব বিভাগ

শ্রী হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (বিভাগীয় প্রধান)
শ্রী অনীশকুমার রায়
শ্রী আনন্দকুমার চক্রবর্তী
শ্রী অলোকেশ চট্টোপাধ্যায়
শ্রী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়
শ্রী সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত
শ্রী অরিজিৎ রায়
শ্রী দেবকুমার দাশগুপ্ত
শ্রী প্রদ্যোৎকুমার বন্দোপাধ্যায়
শ্রী অরুণাভ বসু
শ্রী প্রবীরকুমার দাশগুপ্ত
শ্রী গৌতম ঘোষ
শ্রী অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রসায়ন বিভাগ

শ্রী সঞ্জীব ঘোষ (বিভাগীয় প্রধান)
শ্রীমতী স্নিগ্ধা গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রী মনোতোষ দাশগুপ্ত
শ্রী বলাইচাঁদ কুণ্ডু
শ্রী মহম্মদ আব্দুল গনি
শ্রী গুরুচরণ মুখোপাধ্যায়
শ্রী সনৎকুমার সাহা
শ্রী গৌতম চট্টোপাধ্যায়
শ্রীমতী সম্রাজ্ঞী দত্ত
শ্রী অচিন্ত্যকুমার সরকার
শ্রী সুবীর দত্ত
শ্রী প্রশান্ত ভৌমিক
শ্রী প্রভাত কুমার পাঁজা
শ্রী উদয়চাঁদ ঘোষ
শ্রী অমলেন্দু রায়
শ্রী শৈলেন্দ্র ঝা
শ্রী দেবকুমার দাস

রাশিবিজ্ঞান বিভাগ

শ্রী বিশ্বনাথ দাস (বিভাগীয় প্রধান)
শ্রী শঙ্কর ঘোষ
শ্রী অসিত বরণ আইচ
শ্রী অজয়কুমার বিশ্বাস
শ্রী অসীমশঙ্কর নাগ
শ্রী সুগত সেন রায় (আংশিক সময়)
শ্রী অরবিন্দ হোড় (আংশিক সময়)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

শ্রী প্রশান্ত রায় (বিভাগীয় প্রধান)
শ্রী দীপককুমার দাশগুপ্ত
শ্রী সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী অনীক চট্টোপাধ্যায়
শ্রী কৃত্যপ্রিয় ঘোষ

শারীরবিদ্যা বিভাগ

শ্রী চন্দন মিত্র (বিভাগীয় প্রধান)
শ্রী অশোক দেবনাথ
শ্রীমতী অমৃতা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমতী অশোকা চক্রবর্তী
শ্রী জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী
শ্রী দেবাশিস সেন
শ্রী সুজয় দাশগুপ্ত
শ্রী সুব্রত ঘোষ
শ্রী প্রবীর কুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রী অলক শাসমল

সমাজতত্ত্ব বিভাগ

শ্রী প্রশান্ত রায় (বিভাগীয় প্রধান)
শ্রীমতী শান্তিলতা বিশ্বাস
শ্রীমতী অনিতা মুখোপাধ্যায়
শ্রীমতী ডালিয়া চক্রবর্তী

হিন্দী বিভাগ

শ্রী সুব্রত লাহিড়ী (বিভাগীয় প্রধান)
শ্রী শিউনাথ পাণ্ডে
শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র (আংশিক সময়)
শ্রী প্রেমশংকর ত্রিপাঠী (আংশিক সময়)
শ্রী আশুতোষ প্রসাদ সিং (আংশিক সময়)
শ্রী সত্যা উপাধ্যায় (আংশিক সময়)

গ্রন্থাগার

শ্রী দেবনারায়ণ চক্রবর্তী
শ্রী অশোক হাজরা
শ্রীমতী সুষমা সরকার ভাদুড়ী
শ্রী বিজয় দে
শ্রীমতী সোমা বসু
শ্রীমতী সরস্বতী মিশ্র
শ্রীমতী সুরভি বাগচী
শ্রীমতী বাসন্তী দেবনাথ
শ্রীঅসিতাভ দাশ
শ্রীমতী মমতা দাশগুপ্ত

ক্রীড়া বিভাগ

শ্রী অরুণকুমার বেরা
শ্রী তরুন বেরা

ইডেন হিন্দু হোস্টেল

শ্রী বরুন কুমার চট্টোপাধ্যায় — অধীক্ষক
শ্রী তরুণকুমার নাগ — স্টুয়ার্ড
শ্রী রাম সুভীক মিশ্র — চাপরাশি
শ্রী দুর্গাপ্রসাদ রাঙ্গোয়া — চাপরাশি
শ্রী দশরথ সিংহ — দারোয়ান
শ্রী অক্ষয়কুমার থাপা — দারোয়ান
শ্রী নবকুমার রায় — দারোয়ান (৩১-১২-২০০০)

১৭৫ বর্ষ পূর্তি স্মারক ছাত্রীনিবাস

শ্রী ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় — অধীক্ষক
শ্রীমতী বৈশাখী সিন্‌হা — সহ-অধীক্ষক
শ্রীমতী শিখা দে (দাশগুপ্ত) — রেসিঃ লেডি মেট্রন
শ্রী হরিবন্ধু হীরা — ড্রাইভার
শ্রী সুজিত দাস — দারোয়ান
শ্রী নরেশকুমার মণ্ডল — নৈশ প্রহরী
শ্রী অশোক বড়ুয়া — ক্লিনার
শ্রীমতী রীতা গোস্বামী — কুক
শ্রীমতী রেখা ঘোষ — সহকারী কুক
শ্রীমতী ছায়া কাঞ্জিলাল — কিচেন এ্যাটেনডেন্ট
শ্রীমতী দীপালি ব্যানার্জী — হেলপার এ্যাসিস্ট্যান্ট

বাবসাব

শ্রী মনোতোষ দাশগুপ্ত

অ্যাকাউন্টস অফিসার

শ্রী শ্যামলকুমার মাইতি

কলেজের অফিসের কর্মীবৃন্দ

ভারপ্রাপ্ত হেড-অ্যাসিস্ট্যান্ট— শ্রী অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী সুনীলচন্দ্র রায়
শ্রী ব্রজদুলাল দাস
শ্রীমতী মিনতি দে
শ্রী সুবলচন্দ্র গুহ
শ্রী স্বপনকুমার নন্দী
শ্রী মৃণালকান্তি সেনগুপ্ত
শ্রীমতী সরস্বতী ঘোষ
শ্রী কল্যাণ চক্রবর্তী
শ্রী প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী উত্তম সামন্ত
মহঃ তসলিম
শ্রী মৃণালকান্তি দাস
শ্রী কিশোর দাস
শ্রী জয়দেব দাস
শ্রী তাপসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমতী স্নিগ্ধা পালচৌধুরী
শ্রী প্রতুল চক্রবর্তী

শ্রী সঞ্জীব ধর
শ্রী অর্ধেন্দু ব্যাপারী
শ্রী প্রফুল্লকুমার মণ্ডল
শ্রী শঙ্কর সর্দার
শ্রীমতী দীপালি ভট্টাচার্য
শ্রী তারকনাথ প্রসাদ
শ্রী অলোককুমার দে
শ্রী সুব্রতকুমার দাস
শ্রী সমীর দেবনাথ
শ্রী বিকাশচন্দ্র কুণ্ডু
শ্রী সুশান্তকুমার রায়
শ্রী নির্বাণচন্দ্র পাইন
শ্রী স্বপনকুমার দাস
শ্রী দিব্যেন্দ ঘোষ
শ্রী সঞ্জীব চক্রবর্ত্তী
শ্রী সুকুমার সামন্ত
শ্রী তারক প্রধান

ড্রাফট্‌ম্যান এবং কেয়ারটেকার

শ্রী বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়

মেকানিক

শ্রী দিলীপকুমার অধিকারী

হারবেরিয়াম কিপার

শ্রী তপনকুমার দত্ত

সূত্রধর

শ্রী হরেনচন্দ্র বৈদ্য

ইনস্ট্রুমেন্ট কীপার

কাজী মইনুল হক ও শ্রী রিন্টু দে

শ্রীমতী প্রতিমা দাস (হালদার)

ইলেকট্রিসিয়ান

শ্রী অমিতাভ ভড়

আর্টিস্ট-কাম রেকর্ড কিপার

শ্রী তরুণকান্তি রায়

কলেজের সহকারী কর্মীবৃন্দ

শ্রী সুনীল বড়ুয়া

শ্রী কিষাণদেব শর্মা

শ্রী সম্পত প্রসাদ

শ্রী সুবলচন্দ্র দে

শ্রী সন্তোষ সিং

শ্রী কেশবচন্দ্র রায়

শ্রী তপনকুমার ভঞ্জ

শ্রীমতী শীলারানী দাস

শ্রী কাশীনাথ মণ্ডল

শ্রী বাবুলাল দাস

শ্রী সুবল গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রী বিজয় সিং

শ্রী ঘনশ্যাম হেলা

শ্রী মদনমোহন দত্ত

শ্রী স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রী তিমিরবরণ সামন্ত

শ্রী নির্মল সিং

শ্রী মোহনলাল রাঙ্গোয়া

শ্রী রামমুরৎপ্রসাদ রাঙ্গোয়া

শ্রী স্বপনকুমার রায়

মহঃ সেখ আলম

শ্রী নারায়ণ ঘোষ

শ্রীমতী দুলালী হেলা

শ্রী শ্যামাপ্রসাদ বসু

শ্রী সুধাংশুশেখর দাস

শ্রী শিশিরকুমার সিংহ

শ্রী আশীষকুমার মাইতি

শ্রী কালীপদ জানা

শ্রী শম্ভু দাস

শ্রীমতী পুষ্পরানী দে

শ্রী হনুমান ধুরিয়া

শ্রী অনন্তকুমার বারিক

শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র হেলা

শ্রী সন্তোষকুমার শাসমল

শ্রীমতী শান্তি হেলা

শ্রীমতী সাবিত্রী বারিক

শ্রীমতী মায়া হাজরা

শ্রী আশুতোষ চৌধুরী

শ্রী প্রশান্ত মণ্ডল

শ্রী ললিতমোহন হাজরা

শ্রী রামনারায়ণ হেলা

শ্রী চতুর্ভুজ দাস

শ্রী সনৎকুমার শীল

শ্রী আশিস চট্টোপাধ্যায়

শ্রী শ্যামলকান্তি সিংহ

শ্রী শঙ্কর হেলা (১)

শ্রী ইমাম রসুল

দেল আমবিয়া

শ্রী ধীরেন্দ্রকুমার নাথ
শ্রী পীতবাস আচার্য
শ্রী প্রফুল্লকুমার নাথ
শ্রী বিজয়কৃষ্ণ বারিক
শ্রী গোবিন্দচন্দ্র নাথ
শ্রী দিলীপকুমার বীর
শ্রী গৌতম দত্ত
শ্রী চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
শ্রী স্বপন গুহ
শ্রী হরিপদ রায়
শ্রী অমরনাথ নন্দী
শ্রীমতী সমতি হাজরা
জাহিদ হোসেন
শ্রী প্রভাসচন্দ্র সাহা
শ্রীমতী বীণা হেলা
শ্রী অরুণ মৈত্র
শ্রী শিবু হাসদা
শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র দাস
শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র সরকার
শ্রী সুশীল বারিক
শ্রীমতী সুষমা বারিক
শ্রী বিশু অধিকারী
শ্রীমতী চামেলি দাস
শ্রী দীপক রায়
শ্রী সমরনাথ সুর
শ্রী গৌরাঙ্গ সরকার
শ্রী আনন্দদুলাল মাইতি
শ্রী শঙ্কর হেলা (২)
মহঃ ইশাহাক
শ্রী হেমন্ত দাস

আবদুল হামিদ খান
শ্রী অশোককুমার গিরি
শ্রী দলালচন্দ্র দাস
শ্রী হারাধন সাহা
শ্রী রমানাথ প্রসাদ
শ্রী অনাথনাথ মণ্ডল
শ্রী প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী হরাবিলাস বাল্মীকি
শ্রী সনৎকুমার নন্দী
শ্রী রাজা হেলা
শ্রী আশুতোষ ঘোষ
শ্রী হরিনারায়ণ পাল
শ্রী ছেদিলাল পাসোয়ান
শ্রী খগেন্দ্রনাথ জানা
শ্রী অশোককুমার নায়ক
শ্রী শ্যামসুন্দব প্রসাদ
শ্রী কমলেশ মণ্ডল
শ্রী শ্যামসুন্দর রায়
শ্রী সোমনাথ চ্যাটার্জী
শ্রী দিলীপ হাজরা
শ্রী নিতাইচন্দ্র দে
শ্রী বাল্মীকি প্রসাদ
শ্রী সন্তোষ হাঁসদা
মোঃ শৌকত
শ্রী প্রদীপ দাস
শ্রী রাজকুমার ঘোষ
শ্রী অনপ বিশ্বাস
শ্রীমতী রাধা হেলা